Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

এপ্রিল ২০০৭

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১০তম বর্ষ এপ্রিল ২০০৭ ইং ৭ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

প্রফেসর ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে সর্বজন গ্রহণযোগ্য এক পরিশীলিত সরকার ব্যবস্থার নাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এই পদ্ধতি চালু না থাকলেও বাংলাদেশের ক্ষমতালিপ্সু অতি বিশ্বাসপরায়ণ (?) রাজনীতিকদের জন্য এটিই যথার্থ ব্যবস্থা। গণমানুষের চাওয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। দলীয় রাজনীতিতে পিষ্ট ও দুর্নীতির রাহুগ্রাসে বন্দী এই জাতি সর্বদাই চায় এমন একটি নিরপেক্ষ দুর্নীতিমুক্ত কল্যাণকামী সরকার, যারা দেশ-মাতৃকার সেবায় সর্বদা নিয়োজিত ও নিবেদিত থাকবে। যারা মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করবে না। যাদের শাসনামলে মানবাধিকার লংঘিত হবে না। অক্ষুণ্ন থাকবে ধর্মীয় মূল্যবোধ। রাজনৈতিক হয়রানির শিকার হবে না নিরপরাধ মানুষ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বত্র। অধিকার বঞ্চিত মানবতা ফিরে পাবে তাদের অধিকার। বিনা বিচারে বছরের পর বছর কারাবন্দী থাকবে না কেউ।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা! বাংলাদেশের মানুষের আশা-নিরাশার মধ্যে এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে গত ১২ জানুয়ারী আপনার উপর ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। আপনার নেতৃত্বে সুযোগ্য উপদেষ্টামণ্ডলী বর্তমানে দেশ পরিচালনা করছেন। দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশও ফিরে এসেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপনার সরকারের জিহাদ ঘোষণা জাতিকে আশান্বিত করেছে। সেই সাথে নিরপরাধ কাউকে হয়রানি না করার নির্দেশও জাতির নযর কেড়েছে। কিন্তু বিগত সরকারের প্রতিহিংসার শিকার নিরপরাধ কারাবন্দীদের ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা! এই সম্পাদকীয় নিবন্ধের মাধ্যমে আমরা এদেশের সাহিত্যাঙ্গনের এক উজ্জল নক্ষত্র, বহু গ্রন্থের খ্যাতিমান লেখক, দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ, **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য প্রবীণ প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রসঙ্গে দু'টি কথা আপনার সমীপে উপস্থাপন করতে চাই। যিনি বিগত জোট সরকার কর্তৃক এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দীর্ঘ দু'বছর যাবত কারাবন্দী আছেন। ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ বাসভবন থেকে কেন্দ্রীয় তিন নেতা সহ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু হাস্যকর হ'ল যে, সেসময় এক সরকারী প্রেসনোটের মাধ্যমে দেশে জঙ্গী তৎপরতার জন্য যে দু'টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, ঐ দুটি সংগঠনের কোন নেতাকেই সেদিন গ্রেফতার করা হয়নি। বরং গ্রেফতার করা হয় শান্তিপূর্ণ দেশপ্রেমিক দ্বীনী সংগঠন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর

Contents

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে। এটি যে জাতির সাথে একটি ঐতিহাসিক প্রতারণা ছিল তা বলাই বাহুল্য। তাঁর মত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একজন খ্যাতিমান প্রফেসরের বিরুদ্ধে তারা খুন, ডাকাতি, বোমা বিস্ফোরণ সহ মোট ১১টি মিথ্যা মামলা দায়ের করে আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যেমন ক্ষুণ্ন করেছে, তেমনি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে গোটা দেশটিকেই হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। আর এই প্রতারণার ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়েছে ১৭ আগষ্টের দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার ন্যাক্কারজনক ইতিহাস। রঞ্জিত হয়েছে আদালতপাড়া। রচিত হয়েছে আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে বিচারক-আইনজীবি সহ নিরপরাধ মানুষ হত্যার লোমহর্ষক কাহিনী।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা! ডঃ গালিব শুধু একজন ব্যক্তিমাত্র নন। তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। বহুভাষাবিদ একজন সুপণ্ডিত। তিনি দেশ ও জাতির অনন্য সম্পদ। ইসলামের নিরবচ্ছিন্ন খাদেম। সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। যে অভিযোগে তিনি আজ কারাগারের চার দেয়ালে বন্দী, সে ব্যাপারে তিনি শতভাগ নির্দোষ। বিগত সরকারের নিদ্রাভঙ্গের বহু পূর্ব থেকেই তিনি তাঁর বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে ইসলাম বিদ্বেষী এইসব চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন। মাঠে-ময়দানে তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য, **আত-তাহরীক**-এর ফৎওয়া, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও তাঁর রচিত **'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি'** বইটি এদের আদর্শিক ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'জিহাদ-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়' *(ইক্বামতে দ্বীন, পৃঃ ২৭)*। তিনি আরও বলেন, 'দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্র ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন নাগরিক বাধ্য' *(ঐ, পৃঃ ৩৫)*।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে এই সব ডকুমেন্ট বার বার সরকার ও জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। পত্র-পত্রিকায়ও রিপোর্ট হয়েছে। মিছিল-মিটিং-সমাবেশের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র অবস্থান দেশবাসীর নিকটে পরিষ্কার হয়েছে। দেশের ঐ ক্রান্তিলগ্নে বিটিভি ও এনটিভিতেও 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নেতৃবৃন্দ জঙ্গী বিরোধী একাধিক অনুষ্ঠান করেছেন। একপর্যায়ে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব লুৎফুযযামান বাবর গত ২৯ সেপ্টেম্বর'০৫ তারিখে রাজশাহীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জঙ্গীবাদের সাথে ডঃ গালিবের সম্পৃক্ত না থাকার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন *(দ্রঃ প্রথম আলো, ডেইলী স্টার, ভোরের কাগজ ৩০ সেপ্টেম্বর'০৫)*। এমনকি জঙ্গীদের মূল হোতারাও এ বিষয়ে আদালতে পরিষ্কার বক্তব্য তুলে ধরেছে যে, 'আমাদের সাথে ডঃ গালিবের কোন সম্পর্ক নেই' *(প্রথম আলো, যুগান্তর, ইনকিলাব, ডেইলী স্টার, করতোয়া ১৬ মে '০৬)*। সর্বোপরি গত ৩১ জানুয়ারী'০৭ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী'০৭ তারিখ পর্যন্ত দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিক 'প্রথম আলোতে' জঙ্গীবাদের উত্থান সম্পর্কে জঙ্গীদের স্বীকারোক্তিমূলক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত সিরিজ রিপোর্টেও ডঃ গালিব ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অবস্থান পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এতদ্ব্যতীত তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা ১১টি মামলার ৬টিই ইতিমধ্যে খারিজ হয়ে গেছে। এমনকি তাঁর সাথে গ্রেফতার হওয়া অন্য তিনজন কেন্দ্রীয় নেতাও আদালত কর্তৃক নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তিলাভ করেছেন। সুতরাং একই অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তি লাভের পরও তিনি কেন আজও বন্দী থাকবেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা! অপরাধীদের শাস্তি হওয়া যেমন সকলের কাম্য, তেমনি নিরপরাধ কাউকে হয়রানি করাও মানবাধিকারের লংঘন। তাছাড়া বিনা বিচারে দীর্ঘ দুই বছর যাবত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসরকে জেল হাজতে আটক রাখা কোন সভ্য জাতির জন্য কাম্য হ'তে পারে না। বিচার বিভাগের দীর্ঘসূত্রীতার কারণে এরকম অসংখ্য মানুষ জেলখানায় ধুকে ধুকে মরছে। নিয়ম মাফিক বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর তাঁর জীবনের এই দীর্ঘ সময়ের হিসাব কে দেবে? কেউ কি পারবে তাঁর এই মূল্যবান দিনগুলি ফিরিয়ে দিতে? আজ জঙ্গীবাদের মূল হোতাদের শাস্তি হয়েছে। দেশেও স্বস্তি ফিরে এসেছে। অতএব উক্ত অভিযোগে অন্যায়ভাবে যারা বন্দী আছেন তাদের মুক্তি দান এখন সময়ের অনিবার্য দাবী। জঙ্গীদের মূল হোতাদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করায় আমরা আপনার সরকারকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু বারবার দাবী সত্যেও এদেরকে মিডিয়ার মুখোমুখি না করায় প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হবে কি-না সেটিই জাতির জিজ্ঞাসা। সত্যিকার অর্থে যারা এদের মদদ দিয়েছে তাদেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া আবশ্যক। সেই সাথে কোন বিদেশী চক্র জড়িত থাকলে সেটি চিহ্নিত করা এবং জাতিকে জানানো উচিত বলে আমরা মনে করি।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা! আমরা সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আপনার সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ প্রত্যাশা করছি। আমরা দেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ সহ সচেতন দেশবাসীর পক্ষ থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল- গালিব**-এর নিঃশর্ত মুক্তি চাই এবং যে কালিমা তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে পাল্টা জাতীয় ঘোষণার মাধ্যমে এর প্রতিকার কামনা করি। একজন নির্যাতিত আলেমের পক্ষে আপনার সরকারের যেকোন পদক্ষেপ যেমন স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিদানও প্রাপ্ত হবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

উত্তম আমল সম্পর্কে আমর ইবনু আবাসাহ্‌র কতিপয় প্রশ্ন ও রাসূলের জবাব

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ مَعَكَ عَلَى هذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ، قُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ طِيْبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، قُلْتُ مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ، قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ، قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيْمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ خُلْقٌ حَسَنٌ، قَالَ قُلْتُ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ، قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ، قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيْقَ دَمُهُ، قَالَ قُلْتُ أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ.

অনুবাদঃ হযরত আমর ইবনু আবাসাহ (রাঃ) বলেন, (একদিন) আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হ'লাম। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, (১) হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (ইসলামের) এই কাজে আপনার সাথে (প্রথম থেকে) কারা আছেন? তিনি বললেন, স্বাধীন ও গোলাম (অর্থাৎ আবুবকর ও বেলাল)। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম (২) 'ইসলাম' কি? তিনি বললেন, মিষ্ট কথা ও মানুষকে খাদ্যদান। আমি বললাম, (৩) 'ঈমান' কি? তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ করা ও দানশীলতা। আমি বললাম, (৪) কোন্‌ ইসলাম উত্তম? তিনি বললেন, যার যবান ও হাত হ'তে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আমি বললাম, (৫) কোন্‌ ঈমান উত্তম? তিনি বললেন, সচ্চরিত্রতা। রাবী বলেন, আমি বললাম, (৬) কোন্‌ ছালাত উত্তম? তিনি বললেন, দীর্ঘ কিয়াম অর্থাৎ দীর্ঘ সময় ধরে ছালাত আদায় করা। রাবী বলেন, আমি বললাম, (৭) কোন্‌ হিজরত উত্তম? তিনি বললেন, ঐসব বিষয় বর্জন করা, যা তোমার পালনকর্তা অপসন্দ করেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, (৮) কোন জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন, যার ঘোড়া কাটা পড়েছে ও নিজের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির ঘোড়া নিহত হয়েছে এবং সে নিজে আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছে। রাবী বলেন, আমি বললাম (৯) (ইবাদতের জন্য) কোন সময়টা উত্তম? তিনি বললেন, শেষ রাতের মধ্যভাগ'।[১]

রাবীর পরিচয়ঃ আমর ইবনু আবাসাহ ইবনে আমের ইবনে খালেদ আস-সুলামী। কুনিয়াতঃ আবু নাজীহ। তিনি খ্যাতনামা ছাহাবী আবু যার গিফারী (রাঃ)-এর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। ইবনু সা'দ বলেন, তিনি মক্কায় প্রথম ইসলাম কবুল কারীদের মধ্যে চতুর্থ কিংবা পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মক্কায় নির্যাতিত হন এবং রাসূলের নির্দেশে স্বীয় গোত্র বনু সালীমে চলে যান। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, যখন তুমি শুনতে পাবে যে, আমি বের হয়েছি, তখন তুমি আমার অনুসরণ করবে। এরপর থেকে তিনি স্বীয় গোত্রে অবস্থান করতে থাকেন। অতঃপর খায়বর বিজয়ের পর তিনি মদীনায় আসেন ও রাসূলের দরবারে উপস্থিত হন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তাঁকে শামী ছাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করা হ'ত। তিনি মক্কা বিজয়ে রাসূলের সাথী ছিলেন। আবু নাঈম বলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি মূর্তি পূজা থেকে দূরে থাকতেন এবং এগুলিকে তিনি বাতিল ও ভ্রান্তিকর মনে করতেন। তিনি যখন মেষ চরাতেন, তখন তার উপর মেঘে ছায়া করত।

তিনি ৮৪টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম মুসলিম একটি এনেছেন 'নিষিদ্ধ সময়' অনুচ্ছেদে। নিজে প্রথম ইসলাম কবুলকারীদের অন্যতম হয়েও হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত আবু উমামাহ বাহেলী, সাহল ইবনু সা'দ প্রমুখ জালীলুল ক্বদর ছাহাবী তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালের শেষদিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সারমর্মঃ কোন্‌ কোন্‌ নেক আমল উত্তম, সে বিষয়ে ঈমানের বিভিন্ন শাখা সহ ৯টি প্রশ্নের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে।

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ হাদীছটিতে মূলতঃ ঈমান, ইসলাম ও জিহাদ সম্পর্কে ৯টি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাসূলের ধৈর্যশীলতা, দ্বীন প্রচারের আগ্রহ এবং উম্মতের প্রতি দরদ যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি একজন মনোচিকিৎসক হিসাবে তাঁর গভীর দূরদৃষ্টিও পরিস্ফুট হয়েছে। কোন্‌ ঈমান উত্তম ও কোন্‌ ইসলাম উত্তম ইত্যাদি প্রশ্নের জবাবে তিনি আগন্তুকের জ্ঞানের পরিধি ও মেযাজের ভারসাম্য পরিমাপ করে তার জন্য করণীয় বিবেচনায় ঈমান ও ইসলামের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার নাম উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে এভাবে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে ইসলামরূপী মহীরুহের বড়-ছোট ডাল-পালা সহ পূর্ণ অবয়ব মুমিনের সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কথাগুলি আগন্তুকের উদ্দেশ্যে বলা হ'লেও তা সকল মুমিনের জন্য প্রযোজ্য। নিম্নে প্রশ্নোত্তর সমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করা হ'ল-

১. *আহমাদ ৪/৩৮৫; সিলসিলা ছহীহা হা/৫৫১; মিশকাত হা/৪৬।*

১ম প্রশ্নোত্তরঃ (مَنْ مَعَكَ عَلَى هذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ) ‘এ কাজে আপনার সঙ্গে কারা আছেন? তিনি বললেন, স্বাধীন ও গোলাম’। ‘এ কাজে’ বলতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে’, ‘কারা আছেন’ বলতে প্রথম থেকে আপনার সাথে কারা আছেন, সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে। জবাবে স্বাধীন ও গোলাম বলতে প্রধানতঃ আবুবকর ও বেলালকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, একই রাবী বর্ণিত মুসনাদে আহমাদের অন্য রেওয়ায়েতে ব্যাখ্যা এসেছে, يعنى أبا بكر وبلال ‘এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ও বেলালকে বুঝিয়েছেন’। যেহেতু রাবী স্বয়ং ইসলাম কবুলকারী চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন এবং ইসলাম কবুল করে রাসূলের হুকুমে নিজ গোত্রে চলে আসার অন্যূন প্রায় ১৭/১৮ বছর পরে বদর ও খায়বর বিজয়ী নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, সেকারণ তার মধ্যে ঔৎসক্য জাগা স্বাভাবিক যে, শুরুতে সেই বিপদ সংকুল পরিবেশে সেই ভাগ্যবান মানুষগুলি কারা ছিলেন, যারা আপনাকে সাহায্য করার ব্যাপারে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। নিঃসন্দেহে স্বাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে আবুবকর ও গোলামদের মধ্যে বেলালের নাম সর্বাগ্রগণ্য। আর তাই আল্লাহ্র রাসূল তাদের নাম বলেছেন মূলতঃ দু’দলের প্রতিনিধি হিসাবে, শুধুমাত্র দুই ব্যক্তি হিসাবে নয়। এখানে মা খাদীজার নাম বলা হয়নি পর্দাশীলতার কারণে এবং হযরত আলীর নাম বলা হয়নি বাল্যাবস্থার কারণে। মোল্লা আলী কারী বলেন, ‘এর অর্থ সকল স্বাধীন ও গোলাম হ’তে পারে।[২]

২য় প্রশ্নোত্তরঃ (مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ طِيبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ) ‘ইসলাম কি? তিনি বললেন, মিষ্ট কথা ও খাদ্য দান’। এখানে ‘ইসলাম কি’ বলতে ইসলামের নিদর্শন, তার গুরুত্বপূর্ণ শাখা অথবা পূর্ণ ইসলামের পরিচয় কি, সেকথা জানতে চাওয়া হয়েছে। জবাবে এখানে ইসলামের স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশক দু’টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এক- মুসলমানের যবান হবে মিষ্ট। তিক্ত ও কর্কশভাষা ব্যবহার ইসলামে কাম্য নয়। ধনী-গরীব সকল মুমিনের এটা হবে স্বাভাবিক সৌন্দর্যমণ্ডিত নিদর্শন। এর দ্বারা ইসলামী সমাজের সদস্যগণের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হ’ল ‘খাদ্য দান’। অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে চাওয়ার সাথে সাথে অথবা না চাইতে খাওয়ানোর মধ্যে নেকী বেশী। এতদ্ব্যতীত পরস্পরকে দাওয়াত করে খাওয়ানো বা সাক্ষাৎ হ’লেই হালকা কিছু খাওয়ানো মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

৩য় প্রশ্নোত্তরঃ (مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ) ‘ঈমান কি? বললেন, ধৈর্য ও দানশীলতা’। এখানে ‘ঈমান কি’? বলে ঈমানের ব্যবহারিক ফলাফল কি, সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে। জবাবে দু’টি মৌলিক ফলাফলের কথা বলা হয়েছে? এক- ছবর অর্থ বিরত থাকা, দৃঢ় থাকা, ধৈর্যশীলতা ইত্যাদি। ছবর তিন প্রকারঃ বিপদে ছবর, গোনাহ থেকে ছবর এবং আল্লাহ্র আনুগত্যে ছবর। এর মধ্যে শেষোক্ত ছবরটি أحسن বা সর্বাধিক সুন্দর ও দ্বিতীয়টি হ’ল حسن বা সুন্দর। ওমর ফারূক (রাঃ) একথা বলেন। দুই- দানশীলতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘একটা ছাগলের পায়ের একটা পোড়ানো ক্ষুর দান কর।[৩] কিছু দিতে না পারলে মুখের মিষ্ট কথা দিয়ে সায়েলকে বিদায় করতে হবে। তাতেও একটা ছাদাক্বার নেকী পাওয়া যাবে।[৪]

৪র্থ প্রশ্নোত্তরঃ (أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ) ‘কোন্ ইসলাম উত্তম? বললেন, যার যবান ও হাত হ’তে অন্য মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে’। এখানে ‘কোন্ ইসলাম’ বলে কোন্ মুসলমান বুঝানো হয়েছে, যিনি অধিকতর পুণ্যের ও পূর্ণতার অধিকারী। এখানে যবান ও হাতকে খাছ করার উদ্দেশ্য এই যে, এ দু’টোই হ’ল মানুষের কর্মসাধনের প্রধান মাধ্যম। এ দু’টির মধ্যে যবান অগ্রগণ্য। এজন্য তাকে প্রথমে আনা হয়েছে। যবান-এর মধ্যে কলমও শামিল রয়েছে। কেননা কলম যবানের প্রতিনিধিত্ব করে। সাথে সাথে হাতেরও প্রতিনিধিত্ব করে। অতঃপর ‘মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে’ বলে অন্যেরা নিরাপত্তাহীন থাকে সেটা বুঝানো হয়নি। বরং অগ্রাধিকার বিবেচনায় এখানে মুসলমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা যারা নিজ সমাজের লোকদের সাথে সহনশীল নিরাপদ আচরণে অভ্যস্ত হবে, অন্য সমাজের সাথে তার ব্যবহার আরও সহনশীল ও সুন্দর হবে।

৫ম প্রশ্নোত্তরঃ (أَيُّ الْإِيْمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ) ‘কোন্ ঈমান উত্তম? বললেন, সচ্চরিত্রতা’। এখানে ‘কোন্ ঈমান’ বলতে ঈমানের কোন্ শাখা বুঝানো হয়েছে। জবাবে বলা হয়েছে, ‘সচ্চরিত্রতা’। خُلُقٌ মানুষের স্বভাবচরিত্রের নাম, যা উত্তম ও অনুত্তম দু’টিই হয়ে থাকে। এটা اكتسابى বা অর্জিত বিষয় না হ’লেও ‘ঈমান’ দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ কারণেই মা আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ’লে জবাবে তিনি বলেন, وكان خلقه القرآن তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।[৫] অর্থাৎ তিনি

---

২. *মিরক্বাত ১/১১৭-১৮।*

৩. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৮৭৯; সনদ ছহীহ, ছহীহ তিরমিযী হা/৬৬৫।*

৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৯৬।*

৫. *মুসলিম, ছহীহ নাসাঈ হা/১৬০১।*

Contents

ছিলেন কুরআনী আদেশ-নিষেধ ও উপদেশের বাস্তব রূপকার। এতে বুঝা যায় যে, তাঁর স্বভাবগত সুন্দর চরিত্র কুরআনী প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে আরও সুন্দর ও মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছিল। একজন সচ্চরিত্রবান ঈমানদার ব্যক্তি সকলের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হ'তে পারে। সেকারণ সচ্চরিত্রতা-কেই ঈমানের শ্রেষ্ঠ শাখা হিসাবে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ প্রশ্নোত্তরঃ (أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ) 'কোন্ ছালাত উত্তম? বললেন, দীর্ঘ ক্বিয়াম'। অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘ ক্বিরাআত ও দীর্ঘ রুকূ-সুজূদ সহ আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকা। দ্রুত ছালাত আদায় করার কারণে একদিন জনৈক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তিনবার ছালাত আদায় করান ও বলেন, قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ 'দাঁড়াও, ছালাত আদায় কর। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি'।[৬] দ্রুত ছালাত আদায় করাকে তিনি نُقْرَةُ الْغُرَابِ বা কাকের ঠোকরের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এ থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।[৭] অবশ্য সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনেক সময় সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ছালাত শেষ করেছেন।[৮] এটা আমরাও করতে পারি। তবে তা যেন সর্বদা না হয় এবং ছালাতের প্রতিটি ফরয-সুন্নাত যেন সঠিকভাবে আদায় হয়।

৭ম প্রশ্নোত্তরঃ (أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ) 'কোন হিজরত উত্তম? বললেন, তোমার পালনকর্তা (আল্লাহ) যা অপসন্দ করেন, তা বর্জন করা'। এখানে 'কোন্ হিজরত' বলতে কোন্ প্রকার হিজরত বুঝানো হয়েছে। 'হিজরত' অর্থ বর্জন করা। পারিভাষিক অর্থে হিজরত হ'ল স্রেফ দ্বীনের হেফাযতের স্বার্থে এক স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে গিয়ে বসবাস করা। শুরুতে মক্কা থেকে হাবশায় বা মদীনায় দ্বীনী কারণে হিজরত করাকেই মাত্র হিজরত বলা হ'ত। পরে যেকোন অনৈসলামী রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে দ্বীনের স্বার্থে হিজরত করা বুঝানো হয়। এমনকি একই দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্রেফ দ্বীনের হেফাযতের জন্য হিজরত করাকেও হিজরত বলা চলে। তবে এখানে পারিভাষিক হিজরতের কথা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং আভিধানিক হিজরতের কথা বলা হয়েছে এবং একটি মৌলিক হিজরতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যা সর্বযুগে সকল অঞ্চলের সকল মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য যে, প্রশ্নকারী স্বয়ং ছিলেন একজন মুহাজির। তাই তাঁকে আর দেশত্যাগের হিজরতের কথা বলার প্রয়োজন ছিল না।

৮ম প্রশ্নোত্তরঃ (أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيْقَ دَمُهُ) 'কোন্ জিহাদ উত্তম? বললেন, যার ঘোড়া নিহত হয়েছে ও যার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে'। অর্থাৎ যিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছেন। এখানে 'কোন্ জিহাদ' বলতে কোন্ প্রকারের জিহাদ' বুঝানো হয়েছে। কেননা জিহাদের অনেকগুলি প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন, মালের জিহাদ, যবানের জিহাদ, কলমের জিহাদ, নফসের জিহাদ, সশস্ত্র জিহাদ ইত্যাদি। এখানে শেষোক্ত জিহাদকে এবং তাতে জীবন উৎসর্গ করাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে। কেননা এতে মাল ও জান দু'টিকেই উৎসর্গ করা হয়।

৯ম প্রশ্নোত্তরঃ (أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ) 'কোন্ সময়টি উত্তম? বললেন, শেষ রাত্রির মধ্যভাগ'। ছাহেবে মির'আত বলেন, এটি হ'ল (সূর্যাস্ত হ'তে সূর্যোদয় পর্যন্ত) রাত্রির শেষার্ধ। কেউ বলেন, শেষার্ধের মধ্যভাগ। আর সেটা হ'ল রাত্রির ছয় ভাগের শেষের পঞ্চমভাগ'।[৯] নীরব-নিথর ও নিরিবিলি এই সময়ে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হওয়ার এই মহতী সুযোগকে কোন আল্লাহপ্রেমিক মুমিন হেলায় হারাতে পারেন না। ঐ সময় আল্লাহ নিম্ন আকাশে নেমে এসে তার প্রিয় বান্দাদের ডেকে ডেকে বলেন, আছ কোন ফরিয়াদকারী আমি তার ফরিয়াদ শ্রবণ করব, আছ কি কোন আরোগ্য প্রার্থনাকারী, আমি তাকে আরোগ্য দান করব। আছ কি কোন রূযী কামনাকারী, আমি তাকে রূযী দান করব'।[১০] আলোচ্য হাদীছের রাবী আমর ইবনু আবাসা (রাঃ) থেকে তিরমিযী বর্ণিত অপর হাদীছে মরফূ সূত্রে বলা হয়েছে, أو بـه مـا يكون الرب من العبد فى جوف الليل الأخر، فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله تلك الساعة فكن، 'আল্লাহ স্বীয় বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন শেষ রাত্রির মধ্যভাগে। অতএব তোমার যদি সাধ্যে কুলায় ঐ সময়কার যিকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে, তবে হয়ে যাও'। রাত্রির শেষার্ধের শুরু হ'তে ছুবহে ছাদিকের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেকার শেষার্ধে অন্ততঃ এক বা দু'ঘন্টা যাবৎ দীর্ঘ ক্বিরাআত ও ক্বিয়াম-কুঊদ-রুকূ- সুজূদ সহ গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে তাহাজ্জুদের ছালাত নিয়মিত আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মা'রেফত হাছিল করা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এভাবেই মা'রেফত হাছিল করেছিলেন। অতএব পরবর্তী যুগে আবিস্কৃত বানোয়াট মা'রেফতী তরীকা সমূহ হ'তে দূরে থাকা উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০।*
৭. *বায়হাক্বী, ত্বাবরানী, ছহীহ ইবনে খুযায়মা ১/৮২ পৃঃ, সনদ ছহীহ।*
৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১২৯।*
৯. *মির'আত ১/১১৮ পৃঃ।*
১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৩, 'ছালাত' অধ্যায়।*

মুমিন জীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম বা জীবনাদর্শ। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মধ্যপন্থা, মিতাচার, সংযমশীলতা, সরলতা, সহজীকরণ ইত্যাদি। ইসলামে বাড়াবাড়ির কোন স্থান নেই। আল্লাহ বলেন, لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ 'দ্বীনের মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি বা জবরদস্তি নেই' *(বাক্বারাহ ২৫৬)*। ইসলাম মুসলমানকে সকল কর্মকাণ্ডে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। তেমনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও মুসলিম জাতিকে মধ্যপন্থী জাতি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 'অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী জাতি করেছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও' *(বাক্বারাহ ১৪৩)*। আরবী ভাষায় الوسط শব্দের কয়েকটি অর্থ হ'তে পারে। যথা-

প্রথমতঃ العدالة অর্থ- ন্যায়বিচার, ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُدْعَى نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ! فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ أَوْ مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ: فَيُقَالُ لِنُوْحٍ: مَنْ يَّشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، قَالَ فَذَالِكَ قَوْلُهُ: وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا، قَالَ الْوَسْطُ: الْعَدْلُ، قَالَ: فَيُدْعُوْنَ، فَيَشْهَدُوْنَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন নূহ (আঃ)-কে ডেকে বলা হবে, তুমি (তাওহীদের) দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, আমি দাওয়াত দিয়েছি। তখন তার সম্প্রদায়কে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, নূহ কি তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছে? তখন তারা বলবে, আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী বা ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। কিংবা তারা বলবে, আমাদের নিকট কেউ আসেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার স্বপক্ষে কে সাক্ষী দিবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটাই আল্লাহ্‌র বাণী وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا (অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি করেছি)-এর তাৎপর্য। রাবী বলেন, الوسط অর্থ العدل ন্যায়পরায়ণতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন উম্মতে মুহাম্মাদীকে ডাকা হবে এবং তারা নূহ (আঃ)-এর নবুওয়াতের ও দাওয়াতের সাক্ষ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আমি তোমাদের সত্যায়ন করব'।[1]

দ্বিতীয়তঃ الخيرية অর্থ- উত্তম, শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকামী, হিতৈষী, উপকারী ইত্যাদি। وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন,

إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم، لنجعلكم خيار الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل، والوسط هاهنا: الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارًا: أى خيرها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا فى قومه: أى أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى، التى هى أفضل الصلوات وهى العصر كما ثبت فى الصحاح وغيرها–

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ইবরাহীম (আঃ)-এর ক্বিবলার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি এবং ওটাকেই তোমাদের জন্য (ক্বিবলা) মনোনীত করেছি। যাতে আমি তোমাদেরকে সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ করতে পারি, যেন তোমরা ক্বিয়ামতের দিন সকল উম্মতের উপর সাক্ষী হ'তে পার। কেননা সমস্ত উম্মত তোমাদের উচ্চ মর্যাদার কথা অকপটে স্বীকার করে। এখানে الوسط অর্থ উত্তম, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। যেমন কুরাইশদেরকে বংশ ও অঞ্চলের দিক দিয়ে আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। এখান থেকে 'ছালাতুল ওসত্বা' তথা 'উত্তম ছালাত' নামকরণ করা হয়েছে। আর এটা হ'ল আছরের ছালাত। যা কুতুবুস সিত্তাহ ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত'।[2]

* *পি-এইচ. ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *বুখারী, (রিয়াদ: দারুস সালাম, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৯/১৪১৯হিঃ) পৃঃ ১২৬৩, হা/৭৩৪৯ ও পৃঃ ৭৬৩, হা/ ৪৪৮৭; ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ ৩/৩২ পৃঃ।*

২. *ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, (কুয়েতঃ আল-ইরফান, তাবি), ১/১৯১ পৃঃ।*

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মাতে মুহাম্মাদীকে যেমন মধ্যপন্থী ও শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে প্রেরণ করেছেন, তেমনি তাদেরকে পরিপূর্ণ শরী'আত, অধিকতর সঠিক ও যথোপযুক্ত কর্মপন্থা এবং সুস্পষ্ট ধর্মীয় মতাদর্শ দিয়ে বিশেষিত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هَذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،

'তিনি তোমাদেরকে পসন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও। রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য' *(হজ্জ ৭৮)*।

তৃতীয়তঃ التوسط। অর্থ মধ্যবর্তী হওয়া, মধ্যস্থতা করা, মধ্যপন্থী হওয়া ইত্যাদি। আল্লামা ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন,

وأنا أرى أن الوسط فى هذا الموضع هو الوسط الذى بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، مثل وسط الدار... وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط، لتوسطهم فى الدين فلاهم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم فى عيسى ما قالوا فيه، ولاهم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله، وقتلوا أنبيائهم وكذبوا على ربهم، وكفروا به. ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك، إذ كان احب الأمور إلى الله أوسطها–

'আমি মনে করি الوسط বলতে এখানে এমন স্থানকে বুঝানো হয়েছে যার দু'টি দিক বা পার্শ্ব রয়েছে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্থান। যেমন ঘরের মধ্যস্থল। আমি আরো মনে করি আল্লাহ তাদেরকে মধ্যবর্তী জাতি বলে বিশেষিত করেছেন এজন্য যে, তারা দ্বীনের মধ্যে মধ্যপন্থী। তারা নাছারাদের মত দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করে না। যেমনভাবে তারা সন্ন্যাব্রতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। তেমনি তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বাড়াবাড়ি করে। আবার উম্মতে মুহাম্মাদী দ্বীনের মধ্যে সংকোচনও করে না, যেভাবে ইহুদীরা করেছিল। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে পরিবর্তন করেছিল এবং তাদের নবীদের হত্যা করেছিল, আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং তাঁর সাথে কুফরী করেছিল। বরং উম্মাতে মুহাম্মাদী মধ্যবর্তী ও মধ্যপন্থী জাতি। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে এই গুণে গুণান্বিত করেছেন। কেননা আল্লাহ্‌র নিকট মধ্যপন্থী কর্ম পসন্দনীয়'।[৩]

প্রকৃতপক্ষে এই উম্মতের মধ্যে উক্ত তিনটি গুণেরই সমাবেশ ঘটেছে। অর্থাৎ পরকালে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে এই উম্মত হবে অন্যান্য উম্মতের চেয়ে ন্যায়পরায়ণ। তেমনি পৃথিবীতে আগত অন্যান্য সকল উম্মতের চেয়ে উম্মতে মুহাম্মাদী শ্রেষ্ঠ এবং তারা অন্যান্য উম্মতের সীমালংঘন, বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার মধ্যবর্তী। অর্থাৎ এরা শরী'আত পালনের ক্ষেত্রে যেমন নাছারাদের মত বাড়াবাড়ি করে না, তেমনি ইহুদীদের মত শরী'আতের বিধিবিধান যথাযথ পালন না করে শৈথিল্য প্রদর্শন করে না বরং এ উম্মত হচ্ছে মধ্যপন্থী। শুধু তাই নয় ভৌগলিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও ইসলামের আবির্ভাব যে দেশে, সেটি পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। যেখান থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছে।

আবার মুসলিম উম্মাহ আরেকটি দিক দিয়ে মধ্যপন্থী। সেটা হচ্ছে তারা নির্ভেজালভাবে ইসলামী বিধান মানার যেমন চেষ্টা করে, তেমনি তাদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনও খাঁটি, অবিমিশ্র ও নিরেট। বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ইসলামকে খালেছভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার এবং বিশুদ্ধ আমল করার চেষ্টা করে। তারা ইহুদী-নাছারাদের ন্যায় নিজেদের ইচ্ছামত এতে কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করে না। বরং ইসলামের আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলতে সচেষ্ট। এজন্য অন্যান্য জাতির মধ্যে মুসলিম জাতিকে মধ্যপন্থী জাতি বলা হয়েছে।

মুসলিম জাতি যেমন মধ্যপন্থী তেমনি তাদের আক্বীদা, আমল, আচার-আচরণ, চাল-চলন সবকিছু বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যের মধ্যবর্তী হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। আমরা এখানে পার্থিব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আক্বীদার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ

আক্বীদার ক্ষেত্রে মুসলিম জাতি বিশেষত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। জাহমিয়ারা আল্লাহর গুণবাচক নাম অস্বীকার করে, আবার মুশাববিহারা আল্লাহ্‌র ঐসব নামের সাথে সাদৃশ্য দাড় করায়। মু'তাযিলারা আল্লাহকে কর্মের স্রষ্টা স্বীকার করে না, ক্বাদারিয়ারা আবার আল্লাহকে কর্মের স্রষ্টা বানিয়ে মানুষকে

৩. *ইবনু জারীর আত-তাবারী, তাফসীরে তাবারী ২/৬ পৃঃ।*

নিষ্পাপ বলে এবং মানুষের পাপের কারণে আল্লাহকেই দায়ী করতে চায়। তেমনি পরকালীন শাস্তির ক্ষেত্রে মুরজিয়া ও ক্বাদারিয়ারা পরস্পর বিরোধী অবস্থানে অটল। অন্যদিকে ক্বাদারিয়ারা বান্দার কর্মের উপর নির্ভর করে তাক্বদীরকে অস্বীকার করে, কিন্তু জাবারিয়ারা তাক্বদীরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে তাদের কাছে কর্ম গুরুত্বহীন। অনুরূপভাবে ঈমানের ব্যাপারে খারেজী ও মু'তাযিলা এবং মুরজিয়া ও জাহমিয়ারা বাড়াবাড়ি করে থাকে। রাফেযী ও খারেজীরা ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে। এসবই বাড়াবাড়ি। আক্বীদার ক্ষেত্রে এসব বাড়াবাড়ি পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আক্বীদা পোষণ করতে হবে। আক্বীদার ক্ষেত্রে এসব বাড়াবাড়ি সম্পর্কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি হাদীছ এখানে উপস্থাপন করব।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يُقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذِيْ الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيْمِيُّ فَقَالَ اِعْدِلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ وَيْحَكَ! وَمَنْ يَّعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِئْذَنْ لِّيْ فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ دَعْهُ فَأَنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. يُنْظَرُ فِيْ قُذَذِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَي نَصْلِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَي رِصَافِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ فِيْ نَضِيِّهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفُرْثُ وَالدَّمُ. آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدى يَدَيْهِ أَوْ قَالَ ثَدِيَيْهِ مِثْلَ ثَدِيِ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ مِثْلَ الْبُضْعَةِ تُدَرْدِرُ، يُخْرِجُوْنَ عَلِيٌّ حِيْنَ فِرْقَةٍ مِّنَ النَّاس. قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، جِيْءَ بِالرَّجُل عَلَي النَّعْتِ الَّذِيْ نَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ فَنَزَلَتْ فِيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِزُكَ فِيْ الصَّدَقَاتِ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পদ বন্টন করছিলেন, এমন সময় আবুদল্লাহ ইবনু যুল খুওয়াইছিরা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ন্যায়বিচার করুন। তখন তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি ইনসাফ না করলে, কে ইনসাফ করবে? তখন ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা তার অনেক সাথী আছে যাদের ছালাতের তুলনায় তোমাদের ছালাতকে এবং তাদের ছিয়ামের তুলনায় তোমাদের ছিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনভাবে তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তার কপালের সামনের দিকে এবং তার হাটুর দিকে তাকানো হ'ল সেখানে কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। জ্ঞান ও রক্ত অগ্রগামী হয়ে গেছে। তাদের নিদর্শন হচ্ছে তাদের দুই হাতের এক হাত অথবা দুই স্তনের একটি মেয়েদের স্তনের মত। অথবা তিনি বলেছেন, বোঝার মত দোদুল্যমান। মানুষের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় আলী (রাঃ) তাদের বের করে দিয়েছিলেন। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এটা রাসূলকে বলতে শুনেছি এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী তাদের হত্যা করার সময় আমি তার সাথে ছিলাম। তাদের একজনকে আনা হ'ল রাসূল যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন সে গুণ দেখে। তাদের সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ 'তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা ছাদাক্বা বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে' *(তওবা ৫৮) (বুখারী)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন খারেজীরা মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদাভাবে বসবাস করতে লাগল, তখন আমি আলী (রাঃ)-কে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! ছালাত একটু দেরী করে পড়ুন, আমি ঐ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে তাদের সাথে কথা বলব। তিনি বললেন, আমি তোমার ব্যাপারে তাদের প্রতি আশংকা করছি (যেন তারা তোমার উপর আক্রমণ না করে)। আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ এটা কখনো হবে না। অতঃপর আমি সাধ্যমত উত্তম ইয়েমেনী পোশাক পরিধান করে তাদের নিকটে গেলাম। তারা দুপুরের প্রখর রোদ্রের সময় বিশ্রাম করছিল। আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকটে গেলাম, যাদের থেকে অধিক ইজতেহাদকারী সম্প্রদায় আমি দেখিনি। তাদের হাত উটের কুঁজের মত শক্ত। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন লেগে আছে। আমি তাদের নিকটে গেলাম। তারা বলল, হে ইবনু আব্বাস! তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, তোমরা তাঁর সাথে আলোচনা কর না। কেউ কেউ বলল, আমরা অবশ্যই তাঁর সাথে আলোচনা করব। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচাত ভাই ও তাঁর জামাতার সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করছ, যিনি রাসূলের ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন। তারা বলল, তাঁর প্রতি আমাদের শত্রুতার কারণ তিনটি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলি কি? তারা বলল, প্রথমতঃ তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে

শালিস নিযুক্ত করেছেন, অথচ আল্লাহ বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ 'আল্লাহ ব্যতীত কারো হুকুম চলে না' *(আন'আম ৫৭)*।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কি? তারা বলল, তিনি যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাদের (পরাজিতদের) বন্দী করেননি, তাদের সম্পদ গণীমত হিসাবে গ্রহণ করেননি। যদি তারা কাফের হয় তাহ'লে তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করা বৈধ হবে। আর যদি তারা মুমিন হয় তাহ'লে তাদের রক্ত প্রবাহিত করা তার উপর হারাম। তিনি বলেন, এরপর কি? তারা বলল, তিনি (আলী) 'আমীরুল মুমিনীন' বা খলীফার পদ থেকে স্বীয় নাম মুছে দিয়েছেন বা নিজেই দূরে সরে গেছেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব (থেকে দলীল) পাঠ করে শুনাই এবং রাসূলের হাদীছ তোমাদের নিকট বর্ণনা করি, যা তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না, তাহ'লে কি তোমরা ফিরে আসবে? তারা বলল, হ্যাঁ।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের প্রথম অভিযোগ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে তিনি মানুষকে শালিশ নিযুক্ত করেছেন'। কিন্তু আল্লাহও মানুষকে শালিশ নিযুক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَّمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ،

'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনে শুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। তোমাদের মধ্যকার দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফায়ছালা করবে' *(মায়েদাহ ৯৫)*।

তিনি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا،

'যদি তাদের মধ্য সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত করবে' *(নিসা ৩৫)*।

আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, মানুষের রক্ত, জীবন, তাদের পরস্পরের মধ্যে সংশোধনের ক্ষেত্রে মানুষ শালিস নিযুক্ত হওয়ার অধিক হকদার, নাকি সিকি দেরহাম মূল্যের খরগোশের ক্ষেত্রে শালিস নিযুক্ত হওয়ার বেশী হকদার? তারা বলল, হে আল্লাহ! তুমি তাদের রক্ত হিফাযত কর এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি কি (কুরআন-হাদীছ থেকে) দলীল উপস্থাপন করতে পেরেছি? তারা বলল, হ্যাঁ।

তোমাদের অপর অভিযোগ হচ্ছে, 'আলী (রাঃ) আয়েশার সাথে যুদ্ধ করেছেন, অথচ তিনি তাঁকে আটক করেননি এবং তাঁর সম্পদকে গণীমত হিসাবে গ্রহণ করেননি'। তোমরা কি তোমাদের মাতাকে বন্দী করবে? কিংবা অন্যের সাথে যে আচরণ বৈধ মনে কর, তাঁর সাথেও কি অনুরূপ আচরণ সমীচীন মনে করবে? তাহ'লে তো তোমরা কুফরীতে নিমজ্জিত হবে। আর যদি তোমরা ধারণা করে থাক যে, আয়েশা (রাঃ) তোমাদের মাতা নন, তাহ'লে কুফরী করা হবে এবং তোমরা ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হবে। কেননা আল্লাহ বলেন,

اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَ جُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ.

'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা' *(আহযাব ৬)*।

সুতরাং তোমরা গোমরাহীর মধ্যে পুনরায় প্রবিষ্ট হবে কি-না নিজেরাই ঠিক কর। আমি কি দলীল উপস্থাপন করতে পেরেছি? তারা বলল, হ্যাঁ।

তোমাদের আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে, 'আলী (রাঃ) আমীরুল মুমিনীন বা খিলাফতের দায়িত্ব থেকে নিজেকে অপসারণ করেছেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন কুরাইশদেরকে ডাকলেন পরস্পরের মধ্যে এক লিখিত চুক্তি সম্পাদনের জন্য। অতঃপর তিনি বললেন, লেখ যে, এ ব্যাপারে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফায়ছালা দিয়েছেন। কুরাইশরা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমরা জানতাম যে, তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল, তাহ'লে আমরা তোমাকে বায়তুল্লায় প্রবেশে বাধা দিতাম না, তোমার সাথে যুদ্ধেও লিপ্ত হ'তাম না। বরং তুমি লেখ, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল, যদিও তোমরা আমাকে অস্বীকার কর বা আমার প্রতি মিথ্যারোপ কর। হে আলী! তুমি লেখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আমি কি দলীল উপস্থাপন করতে পারলাম? তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে ১২,০০০ লোক ফিরে আসল এবং চার হাযার অবশিষ্ট থাকল। অতঃপর তাদেরকে হত্যা করা হ'ল।[৪]

---

৪. *তাবারানী, আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৬/২৩৯ পৃঃ; আব্দুর রাযযাক, মুছান্নাফ, ১০/১৫৮ পৃঃ।*

উপরোক্ত হাদীছ দু'টি প্রমাণ করে আক্বীদার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি মানুষকে কুফরীতে নিপতিত করে। ফলে মানুষের যাবতীয় সৎ আমল বাতিল হয়ে যায়, মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিস্কৃত হয়, জাহান্নাম তাদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়। সুতরাং মানুষের আক্বীদা পরিশুদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক। এজন্য প্রয়োজন দ্বীন সম্পর্কে সঠিক ইলম হাছিল করা। অস্পষ্ট বিষয়ে সচ্ছ ধারণা লাভের জন্য হক্বপন্থী বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হয়ে দলীল ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত করতে হবে এবং অজ্ঞাত বিষয় জেনে নিতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ،

'জ্ঞানীদের নিকট থেকে তোমরা অজ্ঞাত বিষয় দলীল-প্রমাণ সহকারে জেনে নাও' *(নাহল ৪৩-৪৪)*।

ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ মানুষ অত্যধিক পরহেযগারিতা অর্জন করতে গিয়ে অধিক ইবাদত করতে প্রবৃত্ত হয়। অনেক সময় সাধ্যাতীত কাজ করার চেষ্টা করে। অথচ ইসলাম এটা সমর্থন করে না। কারণ আল্লাহ বলেছেন, اِتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। সুতরাং সাধ্যের বাইরে কোন কাজ করার চেষ্টা করাও অনুচিত। কেননা আল্লাহ মানুষের উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বিধান চাপিয়ে দেন না। তিনি বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا، 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। অতএব অতিরঞ্জিত কোন কিছু করতে না গিয়ে কুরআন-হাদীছে যতটুকু করার নির্দেশ রয়েছে ততটুকুই করতে হবে। তার অতিরিক্ত করাই বাড়াবাড়ি, যাকে বিদ'আত বলেও অভিহিত করা যায়। বাড়াবাড়ি পরিহার করে সাধ্যমত আমল করার প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ হলো,

عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ، فَوَاللهِ لاَ يَمِلُّ اللهُ حَتَّى تَمِلُّوْا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ،

'আমল করতে থাক, যা করা তোমার পক্ষে সম্ভব। কারণ যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দানও বন্ধ হবে না। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হ'ল লাগাতার বা স্থায়ী আমল, যদিও তা পরিমাণে কম হয়'।[৫]

আর ইবাদতে বাড়াবাড়ি করা নাছারাদের বৈশিষ্ট্য। এমনকি তারা ইবাদতে বাড়াবাড়ি করতে করতে বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসবাদের উদ্ভব ঘটায়। বনে-জঙ্গলে, পর্বতের গুহায় জীবন-যাপন করা চালু করে। ইসলামে এসব নিষিদ্ধ। কারণ মানুষ সাধ্যাতীত আমল করতে গিয়ে এক সময় সে আমলহীন হয়ে পড়ে। এজন্য ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহ মানুষের প্রতি কঠিন কোন বিধান আরোপ করেননি। বরং সহজ বিধান আরোপ করেছেন। আল্লাহ বলেন, يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَيُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজ করতে চান, কঠোরতা আরোপ করতে চান না' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হাদীছটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَي بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ. فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا. فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّيْ أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ وَلَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

'আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন তিন ব্যক্তি রাসূলের স্ত্রীগণের নিকটে এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইল। তাদেরকে যখন ঐ সম্পর্কে বলা হ'ল, তারা তা অপেক্ষা নিজেদের আমল কম মনে করল। তখন তারা বলল, রাসূলের আমলের তুলনায় আমরা কোথায় পড়ে আছি? অথচ আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তাদের একজন বলল, আমি সারা রাত ছালাত আদায় করব। আরেকজন বলল, আমি সারা বছর রোযা রাখব, কোন দিন ছাড়ব না। অন্যজন বলল, আমি নারীসঙ্গ ত্যাগ করব, কোন দিন বিবাহ করব না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে বললেন, তোমরা এরূপ এরূপ বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি। তথাপি আমি রোযা রাখি ছেড়েও দেই, আমি ছালাত আদায় করি এবং ঘুমাই। আমি বিবাহও করেছি। সুতরাং যে আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করবে সে আমার দলভুক্ত নয়'।[৬]

---

৫. *বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ, (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, তা.বি.) পৃঃ ৭৬৪, হা/৫০৩৫; ইবনু মাজাহ, (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরেফ, ১ম প্রকাশ, তা.বি.) পৃঃ হা/৪২৩৮।*

৬. *আলবানী, মিশকাত, হা/১৪৫, 'ঈমান' অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২।*

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবাদত-বন্দেগীতে এমন মশগূল থাকতেন যে, তার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যও উপেক্ষিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একথা জানতে পেরে বললেন,

أَلَمْ أُخْبِرَ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَافْطِرْ وَنِمْ وَقُمْ فَإِنَّ لِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

‘হে আবদুল্লাহ! আমি কি শুনিনি যে, তুমি সারাদিন রোযা রাখ এবং সারা রাত ছালাত আদায় করো? আবদুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল। মহানবী (ছাঃ) বললেন, এরূপ করো না। তুমি রোযা রাখবে আবার বিরতিও দিবে। ছালাত আদায় করবে আবার ঘুমাবেও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে, তেমনি তোমার উপর তোমার স্ত্রীর দাবী আছে এবং তোমার উপর অতিথিরও হক আছে’।[৭]

এ মর্মে প্রখ্যাত ছাহাবী সালমান ফারসী ও তার একান্ত বন্ধু আবু দারদার মধ্যকার ঘটনাটিও প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﵁ قَالَ أَخَي النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِيْ الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّدَاءَ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ مَا شَانُكِ؟ قَالَتْ أَخُوْكَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِيْ الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ كُلْ فَقَالَ إِنِّيْ صَائِمٌ، فَقَالَ مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ سَلْمَانُ نِمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْآنَ فَصَلَّيَا جَمِيْعًا، وَقَالَ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَي النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَدَقَ سَلْمَانُ–

আবু জুহাইফাহ ওয়াহাব ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালমান ফারসী ও আবু দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করে দিয়েছিলেন। একদা সালমান (রাঃ) আবু দারদার বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। দেখলেন আবু দারদার স্ত্রী উম্মু দারদা জীর্ণবসন পরিহিতা। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উম্মু দারদা বললেন, আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়াবী কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে আবু দারদা এসে সালমান (রাঃ)-এর জন্য কিছু খাবার তৈরী করে নিয়ে আসলেন। সালমান (রাঃ) তার সাথে আবু দারদাকে খেতে বললে। তিনি বললেন, আমি রোযা রেখেছি। তখন সালমান (রাঃ) বললেন, ‘তুমি না খেলে আমিও খাব না’। সুতরাং আবু দারদাও সালমানের সাথে খেলেন। রাতে আবু দারদা সালাতের জন্য উঠলে সালমান (রাঃ) তাকে ঘুমাতে যেতে বললেন। তিনি ঘুমাতে গেলেন। রাতের শেষ প্রান্তে সালমান (রাঃ) আবু দারদাকে বললেন, এখন ওঠো। তখন দু’জনে ছালাত আদায় করলেন। পরে সালমান (রাঃ) আবু দারদাকে বললেন, ‘তোমার উপর তোমার প্রভুর হক আছে, তোমার উপর তোমার আত্মার হক আছে, তোমার উপর পরিবারেরও হক আছে। সুতরাং প্রত্যেককে তার ন্যায্য অধিকার দাও’।[৮]

عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوْا هَذَا حَبْلٌ لِّزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نِشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ.

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একদা মসজিদে প্রবেশে করে দু’টি খুটির সাথে একটি রশি বাধা দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দড়ি কিসের? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, এটা যায়নাবের রশি, যখন ঘুমে তার চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসে কিংবা ছালাতে অলসতা আসে, তখন তিনি নিজেকে এ দড়ি দ্বারা বেধে রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, ওটা খুলে ফেল। তোমাদের সাধ্যমত, সামর্থ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করা উচিত। অতএব কারো যদি ঘুমে আখি মুদে আসে, সে যেন ঘুমায়’।[৯]

[চলবে]

---

৭. *বুখারী, ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারফ আন-নববী (৬৩১-৬৭৬হিঃ), রিয়াযুছ ছালেহীন (কুয়েতঃ আল-ইরফান, ২য় প্রকাশ: ১৯৯৬খৃঃ/১৪১৬ হিঃ), পৃঃ ৭৮, হা/১৫০, ‘ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন’ অনুচ্ছেদ।*

৮. *বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ৭৭, হা/১৪৯, ‘ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন’ অনুচ্ছেদ।*

৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাউদ, (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১ম মুদ্রণ, তা.বি.), পৃঃ ২০৪, হা/১৩১২, ‘ছালাতে তন্দ্রা’ অনুচ্ছেদ; রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ৭৬-৭৭, হা/১৪৬, ‘ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন’ অনুচ্ছেদ।*

Contents

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের করণীয়

*ডঃ মুহাম্মাদ মুজাম্মিল আলী**

ভূমিকাঃ

এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হ'লেন মহান আল্লাহ। যে যা কিছু সৃষ্টি করে সাধারণত সে-ই ঐ বস্তুর মালিক হয়। সে হিসাবে এই জগৎ এবং এর মধ্যকার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হওয়ায় এর যাবতীয় কর্তৃত্বের মালিকও তিনিই। তিনি তাঁর এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এখানে মানুষসহ আরো যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন সবাইকে তাঁর একত্ব ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল সৃষ্টি আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের কাছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। তাঁকে একক প্রভু ও উপাস্য হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁর নির্দেশিত পদ্ধতিতে তাঁর উপাসনা ও তাসবীহ করে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে মানুষ। মানুষকে তিনি তাঁর নির্দেশের আনুগত্য করা বা না করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আর এ স্বাধীনতা দিয়ে থাকলেও মানুষ তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে এককভাবে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করবে এটাই শারঈ বিধান। তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দান করেছেন। সাথে সাথে এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, এ দিক-নির্দেশনানুযায়ী তাদের জীবন পরিচালিত হ'লে তাদের উপর তাঁর একত্ব, প্রভুত্ব ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইহ ও পরকালীন জীবন সুখ ও শান্তিময় হবে। অন্যথা তাদের উপর আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও প্রভুত্বের বদলে শয়তান ও তাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের আনুগত্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। পরিণামে তাদের ইহকালীন জীবন অশান্ত ও দুর্যোগপূর্ণ হবে এবং পরকালে তারা অকল্পনীয় শাস্তি ভোগ করবে।

মানব জীবনে আল্লাহ তাঁর একত্ব ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে বিধানকে পসন্দ করেছেন, সে বিধানের নাম হ'ল 'ইসলাম'। এটি মানুষের জীবনের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তথা তাদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে শাসন করে। সে কারণে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যা সকল স্থান ও কালে সমভাবে পালন ও প্রয়োগযোগ্য। এর বিধান সমূহ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে শরী'আতের বুনিয়াদী ও আনুষঙ্গিক বিধান সমূহ ব্যক্তিগতভাবে পালন করা। আর রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এর অনুসারীরা আদেশমূলক বিধান সমূহ যথাসাধ্য পালন করছে কি-না এবং নিষেধমূলক বিধান সমূহ বর্জন করছে কি-না, তা তদারকী করা। সেই সাথে যারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, তাদের উপর শরী'আত অনুযায়ী শাস্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের উপর আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও প্রভুত্ব ক্বায়েম করার উদ্দেশ্যে ইসলামের আগমন হয়ে থাকলেও তা ব্যক্তির উপর ক্বায়েম হওয়া যত সহজ, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর ক্বায়েম করা তত সহজ নয়। যুগে যুগে বহু নবীগণ সমাজ ও রাষ্ট্রে তা ক্বায়েম করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। অনেকে এজন্য শত্রুদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেছেন। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে আল্লাহ্‌র একত্ব ও আনুগত্য ক্বায়েম হয়ে আল্লাহ্‌র যমীনে তাঁর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব কায়েম হোক, এটা তাঁর একান্ত কাম্য হওয়ায় মুসলমানদের উপর সে প্রচেষ্টা চালানো ঈমানী দায়িত্ব। এ থেকে কোন মুসলমানের অব্যাহতি পাবার আদৌ কোন সুযোগ নেই। কিন্তু তারা এ মহান দায়িত্ব কিভাবে পালন করবে? এজন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পথ ও পদ্ধতিইবা কি? এজন্য কোন জঙ্গী তৎপরতা বা চরমপন্থা অবলম্বন করার আদৌ কোন সুযোগ আছে কি? এটি বর্তমানের সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা। আলোচ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বীন শব্দের অর্থঃ

'দ্বীন' শব্দটি আভিধানিক দিক থেকে আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, বিচার, মিল্লাত, বিধান ও হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে পারিভাষিক অর্থেঃ যেসব কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হয়, সে সব বিষয়ের নামকে 'দ্বীন' বলা হয়।[১] আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে অন্যান্য সাধারণ জীব-জন্তুর ন্যায় দ্বীনহীনভাবে ছেড়ে দেননি। তিনি তাদের জীবনকে তাঁর আনুগত্যশীল করার জন্য তাদের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে দ্বীন পালনের জন্য পসন্দ করেছেন, সে দ্বীনের নাম হ'ল 'ইসলাম'। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম' *(আলে ইমরান ১৯)*। কোন মুসলমানই এ দ্বীনের বাইরে জীবন-যাপন করতে পারে না। কেউ যদি এ দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধানকে নিজ জীবনে পূর্ণ বা আংশিকভাবে না মেনে অন্য কোন বিধানকে পূর্ণ বা আংশিকভাবে মেনে চলে, তাহ'লে সে ব্যক্তির নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করা যাবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسلَامِ دِيْنًا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، 'যে ব্যক্তি দ্বীন হিসাবে পালনের জন্য ইসলাম ব্যতীত অন্য

* *সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

১. *মু'জামুল ওয়াসীত্ব (ইরানঃ নাশরু আদাবিল হাওযাহ), ১/৩০৭।*

কিছুকে অন্বেষণ করে, কস্মিনকালেও তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

এ দ্বীন শুধু আমাদেরকেই দান করা হয়নি, বরং অতীতের মানুষদেরকেও দান করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِىْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ–

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন ক্বায়েম করো এবং দ্বীনের ব্যাপারে মতবিরোধ করো না' *(শূরা ১৩)*।

আল্লাহ তা'আলা যে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকল নবী-রাসূল ও আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আদেশ করেছেন, সে দ্বীন বলতে তিনি যা বুঝিয়েছেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই অন্যত্র বলেছেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ–

'আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এ কথার আহ্বান জানাতে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূতের আনুগত্য থেকে বিরত থাকো' *(নাহাল ৩৬)*।

নবী-রাসূলগণও আল্লাহ্র এ নির্দেশ অনুযায়ী নিজ জাতির জনগণকে এ দাওয়াতই প্রদান করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন,

يَاقَوْمِ اعْبُدُوْا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ،

'হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অপর আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই' *(আ'রাফ ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; হূদ ৫০)*।

আল্লাহ্র ইবাদত করার অর্থঃ

'ইবাদত' শব্দটি এমন এক ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা এমন সব কথা-বার্তা, প্রকাশ্য ও গোপন কাজ-কর্মকে শামিল করে, যা আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন এবং পসন্দ করেন। সে হিসাবে আল্লাহ্র ইবাদত করার অর্থঃ কেবল তাঁর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি পালন করাই নয়, বরং মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিচালনার জন্য তিনি যে বিধান সমূহ দান করেছেন, তার যথাসাধ্য অনুসরণ করা। কেননা জীবনের এসব ক্ষেত্র পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব বিধান দিয়েছেন, সেসবের যথাযথভাবে অনুসরণ করে মানব জীবনে তা প্রয়োগ করাও তাঁর ইবাদতের অন্তর্গত। মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এ ক্ষেত্রকে আল্লাহ্র ইবাদতে পরিণত করার জন্য নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্বিচার অন্ধ অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কেননা নিজের প্রবৃত্তি এবং অন্য কারো যাবতীয় ভুল ও শুদ্ধ কথা-বার্তার অন্ধ অনুসরণ ও আনুগত্য করা ত্বাগূতের অনুসরণ করার শামিল। সে জন্যই আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে জনগণের প্রতি তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দানের পাশাপাশি ত্বাগূতের অনুসরণ করা থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দান করেছেন।

জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 'তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ যে নিজের খেয়াল-খুশিকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে'? *(ফুরক্বান ৪৩; জাছিয়া ২৩)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা নিজেদের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দেয়া শরী'আত বাদ দিয়ে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তারা যেন নিজেকেই নিজের মা'বূদ বানিয়ে নিল।

যারা জীবনের কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অহীর বিধান অনুসরণ না করে অন্য কোন বিধান অনুসরণ করতে চায়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَن يَّتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ، وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهِ–

'আপনি কি সেই সব লোকদের দেখেননি যারা এ কথার দাবী করে যে, তারা আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বেও যা অবতীর্ণ করা হয়েছে সেসবের উপর ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে ত্বাগূতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে তারা যেন তা অস্বীকার করে...' *(নিসা ৬০)*।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাউকে সত্যিকারের মুমিন হ'তে হ'লে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীনের অনুশাসন অবশ্যই পালন করতে হবে। যারা তা পালন করা উচিৎ বলে মনে করা সত্ত্বেও পালন না করে নিজের বা অপর কারো মত ও পথের অনুসরণ করবে, তারা মুমিন হ'তে পারবে না। যেরূপ ছালাত ফরয হওয়ার কথা স্বীকার করার পর কেউ তা ক্বায়েম না করলে শারঈ দৃষ্টিতে সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। পরকালে মুক্তি পেতে হ'লে তাদেরকে অবশ্যই তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসতে হবে।

আল্লাহ্র ইবাদতের মাধ্যমে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে

শরী'আতের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল তখনই অর্জিত হ'তে পারে যখন মানুষের সার্বিক জীবন কেবল আল্লাহ প্রদত্ত অহীর বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে। তাদের জীবনের যাবতীয় চিন্তা, চেতনা ও কাজ-কর্মের দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহ ব্যতীত তাদের অপর কোন উপাস্য ও অনুসরণীয় কিছুই নেই। আর এটিই হচ্ছে কালিমায়ে ত্বাইয়িবার মর্মকথা। যখনই কোন মানুষ কালিমায়ে ত্বাইয়িবাকে এভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, তখনই সে একজন প্রকৃত তাওহীদপন্থী বলে আল্লাহ্‌র কাছে স্বীকৃতি পাবে, তার যাবতীয় আমল আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হবে এবং পরকালে তা ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। এই জাতীয় লোকদের ঈমানকে পবিত্র কুরআনে এমন একটি পবিত্র গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার শিকড় প্রোথিত রয়েছে মাটির অতি গভীরে। প্রাকৃতিক ঝড়-তুফান এই গাছকে উপড়ে ফেলতে পারে না। ফলে সর্বদাই যেমন তা ফুলে-ফলে সুশোভিত থাকে, তেমনি তাদের ঈমানের বৃক্ষ সর্বদাই আমলের পত্র-পল্লব আর ফুলে-ফলে সুশোভিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ تُؤْتِىْ أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا،

'পবিত্র বাক্য (কালেমায়ে ত্বাইয়িবা) হচ্ছে একটি বৃক্ষের মত, যার শিকড় খুবই মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। উহা তার পালনকর্তার নির্দেশে সর্বদা ফল দান করে' *(ইবরাহীম ২৬)*। এখানে পবিত্র বাক্য বলতে কালিমায়ে ত্বাইয়েবাকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্‌র একত্ব ও তাঁর আনুগত্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে?

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আদেশ ও নিষেধ সমূহকে মোট দু'ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ

একঃ এমন সব বিধি-বিধান, যা ব্যক্তিগতভাবে পালনীয়। যেমন- ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি।

দুইঃ এমন সব বিধি-বিধান, যা দেশের মানুষের সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকারের উপর ন্যস্ত। যেমন চোরের হাত কাটা, অবিবাহিত ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলাদেরকে একশত বেত্রাঘাত করা, আর বিবাহিতদের পাথর মেরে হত্যা করা, সন্ত্রাসীদের অপরাধ অনুযায়ী হত্যা বা ডান হাত ও বাম পা কর্তন অথবা দেশান্তর করা, মদ্য পানকারীদের উপর ৮০টি বেত্রাঘাত করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষ হত্যাকারীকে হত্যা করা ইত্যাদি। এসব বিধান ব্যক্তিগতভাবে বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করতে গেলে সমাজে অশান্তি ও হানাহানি বিস্তার লাভ করবে। বিধায় তা বাস্তবায়নের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত।

মোটকথা হচ্ছে আল্লাহ্‌র রুবূবিয়াতের স্বীকৃতির পর যদি কোন দেশের মুসলিম জনসাধারণ শরী'আতের আদেশমূলক বিধান সমূহ যথাসাধ্য পালন করে এবং নিষেধমূলক বিধান সমূহ পরিত্যাগ করে, আর তাদের সরকার জনগণ কর্তৃক শরী'আতের বিধি-বিধান পালিত হচ্ছে কি-না, তা তদারকী করে, সেই সাথে যারা শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ করে তাদের উপর শরী'আতের নির্ধারিত শাস্তির বিধান প্রয়োগ করে, তাহ'লে সে দেশের ব্যক্তি ও সমাজে আল্লাহ্‌র একত্ব ও তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করা হবে। এমন কোন দেশ পাওয়া গেলেই বুঝতে হবে যে, সে দেশে আল্লাহ্‌র দ্বীন ক্বায়েম রয়েছে।

দ্বীন ক্বায়েমের জন্য প্রচেষ্টাঃ

কোন কাজ তা যত ছোট হোক আর বড়ই হোক, সে জন্য উপযুক্ত কর্ম ব্যতীত তা অর্জিত হয় না। সমাজ ও রাষ্ট্রে দ্বীন ক্বায়েম করা একটি বড় ও মহৎ কাজ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে তাও উপযুক্ত কর্ম ব্যতীত ক্বায়েম হবে না। দ্বীন ক্বায়েম হোক এটা আল্লাহ্‌র কাম্য হ'লেও কোন অলৌকিক পন্থায় দৈবক্রমে তা ক্বায়েম করে দেয়া তাঁর অনুসৃত পন্থা নয়। দ্বীন ক্বায়েম হ'লে যেহেতু এর সুফল ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষই ভোগ করবে, সেজন্য তিনি চান মানুষ নিজেরাই তা ক্বায়েমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। তাই এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছেন,

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَاجْتَبَاكُمْ...

'তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যথাযথভাবে জিহাদ কর, তিনি তোমাদেরকে (এ জন্য) মনোনীত করেছেন' *(হজ্জ ৭৮)*। অন্যত্র তিনি মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

يُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَلاَيَخَافُوْنَ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ،

'মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তাঁরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে তাঁরা পরনিন্দার কোন ভয় করবে না' *(মায়েদাহ ৫৪)*।

উপরোক্ত দু'টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা দ্বীন ক্বায়েমের জন্য প্রয়োজনীয় জিহাদ তথা সার্বিক প্রচেষ্টা চালানোর উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে চয়ন করে নিয়েছেন। সে অনুযায়ী মুমিনগণ তাদের সে দায়িত্ব পালন করবে। এক্ষেত্রে পাছে লোকে কিছু বলে এ জাতীয় কোন চিন্তা না করে তারা নির্ভয়ে তাদের সে দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করবে।

মানব রচিত মতবাদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টার পাশাপাশি কারণে অকারণে বিশ্বে সশস্ত্র প্রচেষ্টারও প্রচলন দেখা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি প্রয়োগের ফলে কত বনী আদমের রক্তে যে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে এর কোন ইয়ত্তা নেই। পুঁজিবাদের ধারক ও বাহকরাও বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একই কায়দায় পুঁজিবাদ প্রবর্তনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্বায়েমের জন্য কি এমন জিহাদ বা ক্বিতালের পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে? এ বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল-

দ্বীন ক্বায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদের অনুমোদন ইসলামে আছি কি?

'জিহাদ' শব্দটি 'জাহিদা-ইয়াজহাদু' ক্রিয়াপদের শব্দমূল। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছেঃ প্রচেষ্টা চালানো। কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এর উপযোগী যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়, তাকে বলা হয় প্রচেষ্টা বা 'জিহাদ'।

ইসলাম ক্বায়েমের জন্যে আল্লাহ্র পসন্দনীয় পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে যাদের সম্যক জ্ঞান নেই, তারা হয়তো কুরআনে বর্ণিত জিহাদ তথা কিতালের ফযীলত সম্পর্কিত আয়াত সমূহ পাঠ করে এটা বুঝে নিতে পারেন যে, ইসলাম বোধ হয় দ্বীন ক্বায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদের পথ অনুমোদন করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছেন। দ্বীন ক্বায়েমের জন্য ইসলাম কখনও সশস্ত্র যুদ্ধ বা কিতালের পথকে অনুমোদন করে না। কুরআনে জিহাদের জন্য উৎসাহব্যাঞ্জক এবং এর ফযীলত সম্পর্কে যতসব আয়াত বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ক্বায়েমের জন্যে নয়, বরং শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দ্বীন ক্বায়েমের পর তা রক্ষার জন্য জিহাদ বা কিতাল করার ক্ষেত্রে সেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

দ্বীন ক্বায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদের অনুমোদন না থাকার কারণঃ

দ্বীন ক্বায়েমের জন্য সশস্ত্র জিহাদের অনুমোদন ইসলামে না থাকার পিছনে দু'টি কারণ রয়েছেঃ

প্রথমতঃ মানুষের কল্যাণের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রে দ্বীন ক্বায়েম হওয়া যরূরী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে দেশের মানুষেরা ইসলাম সম্পর্কে বুঝে না, ইসলাম ক্বায়েম করে তাদের ইহ-পরকালীন কল্যাণ করতে চায় না, সেখানে আল্লাহ তা'আলাও শক্তি প্রয়োগ করে তাদের কল্যাণ করতে চান না। আল্লাহ বলেছেন,

لَاإِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ-

'দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগের বিধান ইসলামে নেই, বস্তুত সরল পথ বক্র পথ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে' *(বাক্বারাহ ২৫৬)*।

একজন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান অথবা ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করতে না চাইলে এজন্য তার উপর শারীরিকভাবে নির্যাতন বা মানসিক কোন চাপ প্রয়োগ করার বিধান ইসলামে নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি মুসলমান, তাহ'লে তাকে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করার মধ্য দিয়েই তার সে দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে দেখাতে হবে। ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মানুষের এখতিয়ার থাকলেও তা গ্রহণ করার পর এর বিধান পালন করা বা না করার ব্যাপারে তাদের কোন এখতিয়ার থাকে না। এমন পথ অবলম্বন করা আল্লাহ্র আইনে কুফুরীর শামিল। এমন লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ،

'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মানবে আর কিছু অস্বীকার করবে' *(বাক্বারাহ ৮৫)*। কিতাবের কিছু অস্বীকার করার মানে হচ্ছে, এর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করা। আর কিতাবের কিছু প্রত্যাখ্যান করার মানে হচ্ছে কুফরী করা। যা কোন মুসলমানের কর্ম হ'তে পারে না।

ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন শক্তি প্রয়োগের অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে বলেন,

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ،

'অতএব, তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কেননা তুমি উপদেশ দানকারী বৈ আর কিছুই নও, তোমাকে তাদের উপর জবরদস্তিকারী করে প্রেরণ করা হয়নি' *(গাশিয়া ২১ ও ২২)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাজ হচ্ছে জনগণকে দ্বীনের ব্যাপারে উপদেশ দান করা। পুলিশ যেরূপ কোন কাজে শক্তি প্রয়োগ করে, সেভাবে শক্তি প্রয়োগ করে সমাজে ইসলাম ক্বায়েম করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে প্রেরণ করা হয়নি। দ্বীন ক্বায়েমের জন্যে এই যদি হয় রাসূলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ, তাহ'লে কি করে এর জন্য শক্তি প্রয়োগ বৈধ হ'তে পারে। বরং মুসলমানদের উচিৎ হবে দ্বীন ক্বায়েমের জন্য নিরন্তর দাওয়াতী পথ বেছে নেওয়া। আর এ কাজে বাধা সৃষ্টিকারীদের জন্য প্রতিরোধ ব্যূহ তৈরী করা। আর এটিই হবে প্রকৃত জিহাদ। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা কশ্মিনকালেও জিহাদ নয়।

দ্বিতীয় কারণঃ

আল্লাহ চান না কোন দৈব প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে সমাজে দ্বীন ক্বায়েম হোক। সমাজ ও রাষ্ট্রে দ্বীন ক্বায়েম হ'লে যদিও এর দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহ্র রুবুবিয়্যাত ক্বায়েম হবে, তবে এর দ্বারা মূল উপকারটা হবে সমাজে বসবাসকারী সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষের। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যদি তাদের কল্যাণ না চায়, তাহ'লে আল্লাহ তাঁর অল্প সংখ্যক প্রিয় বান্দাদের জীবন কুরবানী করার মাধ্যমে তাঁর অবাধ্য সমাজের বৃহত্তর

জনগোষ্ঠীর কল্যাণ এনে দিতে চান না। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কি বিধান রয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি বলেন,

إِنَّ اللهَ لاَيُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ،

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ তারা নিজেরা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাজ না করে' *(রা'দ ১১)*।

সে কারণ সমাজে দ্বীন ক্বায়েমের ক্ষেত্রে আল্লাহ লাঠি রক্ষা করে সাপ মারার নীতি অবলম্বন করেন। সেজন্য তিনি দ্বীন ক্বায়েমের অনুসারীদেরকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে বলেন। এতে সমাজের লোকেরা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করলে এর জবাবে কোন সশস্ত্র আন্দোলনে না যেয়ে তাদের যুলুম ও নির্যাতনের মুকাবেলায় ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দান করেন এবং দ্বীন ক্বায়েমের জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি প্রয়োজন তা যাতে তৈরী হয়, সেজন্যে তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে বলেন। তা না করে যদি তিনি প্রারম্ভেই তাদেরকে অস্ত্র হাতে নেয়ার নির্দেশ করতেন, তাহ'লে দ্বীন ক্বায়েমের কর্মীদের প্রয়োজনীয় জনবল, অস্ত্রবল ও অর্থবলের স্বল্পতার কারণে তারা শত্রুদের মুকাবেলায় পরাজিত হ'ত এবং সাপ মরার পূর্বেই লাঠি ভেঙ্গে যেয়ে জগদ্ব্যাপী শয়তান ও তার অনুসারী মানবরূপী শয়তানদের প্রভুত্ব ক্বায়েম হ'ত। তখন আল্লাহ্‌র তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়ার মত কোন লোক পাওয়া যেত না। যা আল্লাহ্‌র কাম্য নয়। সেজন্যে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদর যুদ্ধে কাফিরদের মুকাবেলায় তাঁর সাথীদের দাঁড় করিয়ে এই মর্মে দো'আ করেছিলেন,

اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَلاَّ تُعْبَدْ فِى الْأَرْضِ فَأَهْلِكْ هَذِهِ الْعَصَابَةَ،

'হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও এ ধরায় তোমার ইবাদত করার মত লোক না থাকুক, তাহ'লে এই দলকে তুমি ধ্বংস করে দাও'।[৩] আল্লাহ তা চান না বিধায়, সেদিন মুসলমানরা সংখ্যা ও অস্ত্রবলে কম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র সাহায্যে তাঁরা জয়ী হয়েছিলেন। তা না হ'লে বদর প্রান্তরে সেদিন তাঁরা সকলেই শহীদ হয়ে যেতেন এবং কাফিররা মদীনায় এসে অবশিষ্ট সবাইকেও শহীদ করে যেতো। তখন এককভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার মত কোন লোক থাকতো না।

[চলবে]

---

২. *ইমাম ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭ খৃঃ), ৩/৬০।*

৩. *বুখারী, মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, **আস-ছহীহ**; ইমাম মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ, আস-ছহীহ; (বৈরুতঃ দ্বার এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ৩/১৩৮৪)*।

আয়াতুল কুরসীর তাফসীর

মূলঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ রশীদ বিন আব্দুল ক্বাইয়ূম**

اَللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلاَيُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّبِمَاشَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَيَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ-

অর্থঃ ‘আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। তাঁর তন্দ্রাও আসে না, নিদ্রাও আসে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কে আছে যে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে তিনি সবই জানেন। তারা তাঁর জ্ঞান হ’তে কিছুই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, তবে তিনি যতটুকু চান। তাঁর কুরসী আকাশ ও যমীন পরিব্যপ্ত করে আছে। এতদুভয়ের সংরক্ষণ করতে তিনি ক্লান্তিবোধ করেন না। তিনি হ’লেন সমুন্নত, মহীয়ান’ *(বাক্বারাহ ২৫৫)*।

ফযীলতঃ

আলোচ্য আয়াতটি আল-কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাশীল আয়াত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে সর্বাধিক মর্যাদাশীল আয়াত কোন্‌টি? তিনি বলেছিলেন, আয়াতুল কুরসী। তখন রাসূল (ছাঃ) তার বুকে হাত মেরে বলেছিলেন, হে আবুল মুনযির! তোমার জন্য তোমার জ্ঞান আনন্দদায়ক হোক =*(মুসলিম হা/১৮৮৫)*। যে ব্যক্তি উক্ত আয়াত রাতে পাঠ করবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ’তে তার সাথে একজন রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা নিযুক্ত থাকবেন এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার কাছে আসতে পারবে না।[১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত *(নাসাঈ)*।

আয়াতের তাফসীরঃ

اَللهُ لاَإِلٰهَ إِلاَّهُوَ উক্ত বাক্যে اَللهُ শব্দটি উদ্দেশ্য, আর لاَإِلٰهَ إِلاَّهُوَ হ’ল বিধেয়। আর এর পরের সব ক’টি বাক্য হয়তঃ অন্যান্য বিধেয়াবলী কিংবা এর সাথে সংযুক্ত বাক্যাবলী।

আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। ইলাহ এমন মা‘বূদ বা উপাস্য, ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের ভিত্তিতে যার ইবাদত করা হয় । আল্লাহ ছাড়া এ গুণের অধিকারী আর কেউ নেই। পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা করা হয় তারা এ ইবাদতের উপযোগী নয়। যিনি এর উপযোগী তিনি হচ্ছেন সৃষ্টিজগতের একমাত্র রব আল্লাহ তা‘আলা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ-

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন’ *(বাক্বারাহ ২১)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ،

‘এটি এজন্য যে, আল্লাহই সত্য (মা‘বূদ), আর আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের পূজা করে তা হচ্ছে বাতিল’ *(হজ্জ ৬২)*।

উল্লেখ্য, إله হচ্ছে لا نافية للجنس এর اسم তাই এখানে সব ধরনের ইলাহকে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই- এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করা হয় সবই বাতিল প্রমাণিত হয়েছে এবং আল্লাহই যে একমাত্র সত্য মা‘বূদ, তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ এ দু’টি আল্লাহ তা‘আলার নাম। এ দু’টি নাম আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ গুণ ও কার্যের সমষ্টি। পরিপূর্ণ গুণ পাওয়া যাচ্ছে ‘আল-হাইয়্যু’-এর মধ্যে। আর পরিপূর্ণ কার্যক্ষমতা পাওয়া যাচ্ছে ‘আল-ক্বাইয়ূম’-এর মধ্যে। কারণ আল-হাই-এর অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ হায়াত বা জীবনের অধিকারী। এদিকে ইঙ্গিত করে আল-হাইয়ুর যে ‘আল’ আছে তা অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র হায়াত বা জীবন হচ্ছে চিরন্তন, যিনি সর্বদা জীবিত ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। অমনিভাবে পরিপূর্ণতা বা অপরিপূর্ণতার দিক দিয়ে তাঁর গুণাবলী হচ্ছে পরিপূর্ণ। তাই তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ, শক্তি পরিপূর্ণ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং তাঁর সমস্ত শক্তিই পরিপূর্ণ।

‘আল-ক্বাইয়ূম’ ক্বিয়াম থেকে উদ্ভূত। মুবালাগার ছীগাহ হিসাবে আধিক্য বুঝায়। তাই এর অর্থ হচ্ছে তিনি তাঁর নিজের তত্ত্বাবধায়ক, যার ফলে তিনি কোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন। এছাড়া তিনি অন্যেরও তত্ত্বাবধায়ক, তাই সমস্ত সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী।

لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لاَنَوْمٌ ‘আল্লাহ্‌র তন্দ্রা আসে না, নিদ্রাও আসে না’। তন্দ্রা হ’ল ঘুমের পূর্বলক্ষণ।

---

* উসতায, ইসলামিক সেন্টার, উনাইযা, সঊদী আরব।

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১২২-২৩; নাসাঈ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২।

لَهُ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْـأَرْضِ 'আকাশ সমূহ ও যমীন সমূহে যা আছে সবই তাঁর'। 'আরয' (যমীন) শব্দটি যদিও একবচন উল্লেখ করা হয়েছে তবুও এখানে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করছে। কারণ 'আরয' বা যমীন দ্বারা সকল যমীনই উদ্দেশ্য।

مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّابِإِذْنِهِ 'কে আছে এমন, যে তাঁর কাছে তাঁর নিজ অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে'? সুপারিশ মানে অন্যের কল্যাণ লাভ করানো কিংবা অকল্যাণ দূর করানোর জন্য মধ্যস্থতা করা। ক্বিয়ামতের মাঠে লোকজন দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার পর নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে যে সুপারিশ করবেন তা হচ্ছে অকল্যাণ দূর করানোর সুপারিশ। আর জান্নাতীরা জান্নাতে যাবার জন্য যে সুপারিশ করবেন তা হচ্ছে কল্যাণ লাভ করানোর সুপারিশ। إِلَّابِإِذْنِـهِ অর্থাৎ তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিও তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারবেন না, তাঁর পরিপূর্ণ রাজত্ব ও মহত্ত্বের কারণে। আর রাজার রাজত্ব যত বেশী পরিপূর্ণ হবে তাঁর প্রভাব মানুষের মনে তত বেশী পড়বে। আয়াতের এই অংশটি ঐ সকল বাতিল পন্থীদের স্পষ্ট জবাব, যারা নিজেদের আচরিত পথের গুরু বা পীর-দরবেশ ও অলীদের সুপারিশের প্রত্যাশায় প্রহর গুণছে।

يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وما خَلْفَهُـمْ 'তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে তিনি সবই জানেন'। উছূলবিদ বা ইসলামী মূলনীতি বিশেষজ্ঞদের 'ইলম' হচ্ছে, কোন কিছুকে পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সাথে যথার্থরূপে জানা। অজানাকে অজ্ঞতা বলে। আর যাতে দৃঢ়তা নেই, তা হচ্ছে সন্দেহ। আর এমনভাবে দৃঢ়তার সাথে জানা যেটি যথার্থ নয়, তা হচ্ছে (جهـل مركـب) বা যুক্ত মূর্খতা। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, বদরের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল? সে যদি বলে, আমি জানি না, তবে তা হবে অজ্ঞতা। কিন্তু যদি বলে, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় হিজরীতে, তবে তা হবে সন্দেহ। আর যদি বলে ৫ম হিজরীতে, তা হবে যুক্ত মূর্খতা। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু বিস্তারিতভাবে এবং পরিপূর্ণরূপে জানেন। তাঁর জ্ঞান বান্দাদের জ্ঞানের মত নয়। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, يَعْلَـمُ مَـا بَـيْنَ أَيْـدِيْهِمْ وَمَـاخَلْفَهُمْ অর্থাৎ তিনি তাদের ভবিষ্যৎ ও অতীত সব কিছুই জানেন।

وَلَايُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّـن عِلْمِـهِ إِلَّابِمَاشَاءَ 'তারা তার জ্ঞান হ'তে কোন কিছুই পরিবেষ্টিত করতে পারে না'।

তারা তাঁর নিজের জ্ঞান হ'তে কিছুই পরিবেষ্টিত করতে পারবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামাবলী, গুণাবলী ও কার্যাদি হ'তে কিছুই পরিবেষ্টন করতে পারবে না। তবে তিনি তাদের যা জানিয়ে দিতে চান তা জানিয়ে দিবেন। ফলে তারা তা জানতে পারবে।

অপরদিকে তারা আকাশ ও যমীন সম্পর্কিত জ্ঞান হ'তেও কিছুই পরিবেষ্টন করতে পারবে না। তবে তিনি তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক কিছু জানাতে চাইলে তা জানিয়ে দিবেন। ফলে তারা তা জানতে পারবে।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ الـسَّمَاوَاتِ وَالْـأَرْضَ 'তাঁর কুরসী আকাশ ও যমীন সমূহকে পরিবেষ্টন করে আছে'। 'কুরসী' আল্লাহ্‌র দু'পা মোবারক রাখার জায়গা। এটি আরশের সামনে তার পূর্বভাগ স্বরূপ অবস্থিত *(ত্বাবরা, আল-মু'জামুল কবীর ও মুসতাদরাকে হাকিম)*। এ উক্তিটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে মওকূফ সূত্রে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে। ছাহাবীর এ রকম উক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কথার অর্থ প্রমাণ করে। কারণ এর মধ্যে ইজতেহাদের কোন অবকাশ নেই।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সকলেরই এ বিশ্বাস যে, কুরসী মানে আল্লাহ্‌র দু'পা মোবারক রাখার জায়গা। এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) প্রমুখ তত্ত্ববিধ ইমামগণ। কেউ কেউ বলেছেন, কুরসীটাই আরশ, কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ আরশ কুরসী অপেক্ষা অনেক বড় ও প্রশস্ত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে এরকম আরেকটি মত আছে যে, কুরসী মানে তাঁর জ্ঞান। কিন্তু এটি সঠিক নয়। কেননা আরবী ভাষায় কুরসীর এই অর্থ অজ্ঞাত এবং শার'ঈ পরিভাষায়ও তা অপরিচিত। তাই সঠিক কথা হচ্ছে, কুরসী আল্লাহ্‌র দু'পা রাখার স্থান।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র কুরসীর সামনে সাত আকাশ ও সাত যমীনের উদাহরণ হ'ল- খোলা মাঠে ফেলে রাখা আংটির বৃত্তের মত। আর কুরসীর সামনে আরশের মর্যাদা আংটির সামনে উক্ত মাঠের মর্যাদার অনুরূপ'।[২] এটি আল্লাহ্‌র এ বিশাল সৃষ্টিকুলের দিকে ইঙ্গিত বহন করছে, যা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। এ জন্য আল্লাহপাক বলেন, أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُم كَيْفَ بَنَيْنَاهَا 'তারা কি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না যে, আমি কিভাবে একে সৃষ্টি করে রেখেছি' *(ক্বাফ ৬)*।

২. *নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ), সিলসিলাহ হা/১০৯ হাদীছ ছহীহ।*

Contents

আল্লাহ এখানে কুরসী কিংবা আরশের দিকে তাকাতে বলেননি, কারণ এগুলো আমাদের দৃষ্টির অগোচরে। যদি আল্লাহ পাক আমাদের এ ব্যাপারে না জানাতেন তাহ'লে আমরা কিছুই জানতাম না।

وَلاَيَـؤُودُهُ حِفْظُهُمَا 'আকাশ ও যমীন সমূহের সংরক্ষণে তাঁর ক্লান্তিবোধ হয় না'।

وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ এরূপ যে বাক্যগুলোর দু'কিনারায় দু'টি নির্দিষ্ট শব্দ রয়েছে তার দ্বারা হাশর নিশ্চিতরূপে নির্দিষ্ট করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাই আল্লাহই হ'লেন اَلْعَلِـىُّ সমুন্নত তথা সবকিছুর উপরে এবং اَلْعَظِـيْمُ অর্থাৎ মহীয়ান, যিনি তাঁর সত্তা, কর্তৃত্ব ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে মহত্ত্বের অধিকারী।

আয়াতের শিক্ষাঃ

১. আল্লাহ্‌র পাঁচটি নাম اَللهُ، اَلْحَـىُّ، اَلْقَيُّـومُ، اَلْعَلِـىُّ، اَلْعَظِـيْمُ، এবং এসব নামের মধ্যে যেসব গুণাবলী রয়েছে তা প্রমাণিত হয়েছে।

২. لآإِلَهَ إِلاَّهُو এর দ্বারা আল্লাহ যে এক ও অদ্বিতীয় মা'বূদ তা প্রমাণিত হয়েছে।

৩. যেসব মুশরিক আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মা'বূদ নির্ধারণ করে রেখেছে, এ আয়াতে তার খণ্ডন করা হয়েছে।

৪. এ আয়াতে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ হায়াত বা জীবনের গুণ প্রমাণিত হয়েছে, যার পূর্বে কখনও জীবনহীন গুণ তাঁর মধ্যে ছিল না এবং এ গুণ কখনও তার থেকে লোপ পাবে না। আর তাঁর এ গুণকে বিন্দুমাত্র ক্রটিযুক্ত বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। যেরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই অপ্রকাশ্য এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত *(হাদীদ ৩)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, 'তুমি নির্ভর করো তাঁর উপর, যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই' *(ফুরক্বান ৫৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের চেহারা' *(আর-রহমান ২৭)*।

৫. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ক্বাইয়ূমিয়্যাত বা তাঁর নিজের রক্ষণাবেক্ষণ ও অপরের রক্ষণাবেক্ষণ এর গুণের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক এখানে اَلْقَيُّـومُ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ সবকিছুর ধারক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী। এ গুণ কোন সৃষ্টির হ'তে পারে না। কারণ প্রত্যেক সৃষ্টিই অন্যের মুখাপেক্ষী। আমরা যেমন শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী তেমনি তারাও আমাদের মুখাপেক্ষী, আমরা নারীদের মুখাপেক্ষী আর তারা আমাদের মুখাপেক্ষী, আমরা সন্তানদের মুখাপেক্ষী, আর সন্তানরা আমাদের মুখাপেক্ষী, আমরা ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী, ধন-সম্পদও আমাদের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আমরা সকলেই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ–

'হে লোক সকল! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ হ'লেন অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার্হ' *(ফাত্বির ১৫)*।

৬. আল্লাহ তা'আলা কোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন; বরং সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এ আয়াত এবং আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীঃ 'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন' *(মুহাম্মাদ ৭)* 'যে তাঁকে সাহায্য করবে তিনি তাঁকে সাহায্য করবেন' *(হজ্জ ৪০)* এ দু'য়ের মধ্যে বৈপরীত্য দূর হবে কেমন করে? এর জবাবে বলা হবে যে, এখানে আল্লাহকে সাহায্য করার মানে হচ্ছে তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করা, তাকে সাহায্য করা নয়।

৭. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র দু'টি নাম اَلْقَيُّـومُ ও اَلْحَىُّ এ ইসমে আ'যম বিদ্যমান রয়েছে। এ দু'টি মর্যাদাশীল নাম কুরআনের তিনটি জায়গায় উল্লেখ হয়েছে, সূরা বাক্বারা, আলে ইমরান ও ত্বাহায়। বিদ্বানগণ বলেন, এ দু'টি নামে ইসমে আ'যম থাকার কারণ হচ্ছে যে, এগুলোতে আল্লাহ্‌র সমস্ত নামের গুণ পাওয়া যায়। আল-হাই-এর মধ্যে আল্লাহ্‌র ছিফাতুল কামাল বা পরিপূর্ণ গুণ পাওয়া যায় এবং আল-ক্বাইয়ূমে দানশীলতা ও পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের গুণ পাওয়া যায়।

৮. আলোচ্য আয়াতে 'আল্লাহ্‌র নিদ্রা বা তন্দ্রা আসে না' এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ জীবন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী গুণের কারণে। যাতে বিন্দুমাত্র ক্রটি নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাঁর তন্দ্রা আসে না, নিদ্রাও আসে না'। এ গুণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নেতিবাচক গুণ। আল্লাহ্‌র নেতিবাচক গুণে ঈমান রাখাতে দু'টি জিনিষ বিদ্যমান। (ক) উল্লিখিত গুণের প্রতি অস্বীকৃতি (খ) এর বিপরীত যে গুণ রয়েছে তার পরিপূর্ণতার প্রমাণ। কারণ পরিপূর্ণতার ব্যবহার কখনও অধিকাংশের উপর নির্ভর করে হ'তে পারে, যদিও তার মধ্যে কোন না কোন পর্যায়ে অপরিপূর্ণতা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যদি অপরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করা হয় তখন তার উদ্দেশ্য হবে ব্যাপকভাবে পরিপূর্ণতা, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র অপরিপূর্ণতা থাকবে না। যেমন- যদি বলা হয় অমুক ব্যক্তি দানশীল তখন তার অর্থ অধিকাংশের উপর নির্ভর করে হ'তে পারে। কিন্তু যদি বলা হয় অমুক দানশীল, কৃপণতা করে না তখন তার অর্থ হবে পরিপূর্ণ দানশীল, যার মধ্যে কৃপণতা বলতে কিছুই নেই।

তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তার তন্দ্রা আসে না, নিদ্রাও আসে না' এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ জীবন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী গুণ প্রমাণিত হচ্ছে।

৯. এ আয়াতে আল্লাহ্র পরিপূর্ণ মালিকানা ও রাজত্ব প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। উক্ত মালিকানা ও রাজত্ব হ'তে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আমরা তাঁর রাজত্বে তাঁর সন্তুষ্টি ব্যতীত কোন রকমের আচরণ করতে পারি না।

১০. এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্র বিধানের উপর নির্ভর করে লোকজনের বিচার মীমাংসা করা ওয়াজিব। এছাড়া মানব রচিত বিধানের উপর নির্ভর করা এক প্রকার শিরক। কারণ রাজত্ব কেবল আল্লাহ্র।

১১. আয়াতে বালা-মুছীবতের ক্ষেত্রে মানুষকে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে এবং তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ যখন সে জানতে পারবে যে, রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্র তখন তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট থেকে শান্ত থাকবে। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) তাঁর মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র জন্যই তা, যা তিনি নিয়েছেন এবং যা তিনি দিয়েছেন। আর প্রত্যেক জিনিষের জন্য তাঁর নিকট নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।[৩]

১২. মানুষ যা করবে তাতে সে আত্মগৌরব করবে না। কারণ সে যা পেয়েছে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পেয়েছে। আর রাজত্ব তো আল্লাহ্রই।

১৩. এ রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট। এ বিশেষত্ব প্রমাণিত হচ্ছে لَهُ مَافِى السَّمَاوَاتِ এর বিধেয়কে উদ্দেশ্যের পূর্বে উল্লেখ করার কারণে। কেননা আরবীতে বিধেয়কে উদ্দেশ্যের পূর্বে উল্লেখ করলে তার দ্বারা বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

১৪. আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি আকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ আকাশকে বহুবচন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আকাশ সাতটি তা অন্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

১৫. আয়াতে আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের প্রমাণ রয়েছে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'কে আছে এমন যে তাঁর কাছে তাঁর নিজ অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে'। এ গুণটি ব্যাপক, রাজত্বের গুণ হ'তে ভিন্ন অন্য আর একটি গুণ। কিন্তু যখন রাজত্বের সাথে কর্তৃত্বও মিলে যাবে তখন তাঁর ক্ষমতা আরো শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ হবে।

১৬. এখানে আল্লাহ্র অনুমতি মোতাবেক সুপারিশের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহ বলেছেন, 'তাঁর নিজ অনুমতি ছাড়া কে আছে যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে'?

১৭. আয়াতে অনুমতির নির্দেশের প্রমাণ রয়েছে। সুপারিশের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্দেশ পাওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে- (ক) সুপারিশকারীর প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থাকা (খ) যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার উপর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِى السَّمَاوَاتِ لَاتُغْنِى شَفَاعَتُهُم شَيْئًا إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَّأْذَنَ اللهُ لِمَن يَّشَاءُ وَيَرْضَى–

'আকাশসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তার জন্য অনুমতি না দিবেন' *(নাজম ২৬)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তারা তারই জন্য সুপারিশ করবে, যার উপর তিনি সন্তুষ্ট' *(আম্বিয়া ২৮)*।

১৮. এ আয়াতে আল্লাহ্র জ্ঞানের প্রমাণ রয়েছে, যেটি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্বকালের জন্য ব্যাপক। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তিনি তাদের সামনের ও পিছনের সবকিছুই জানেন'।

১৯. আয়াতে সীমালঙ্ঘনকারী ক্বাদরিয়াদের ভ্রান্ত দর্শনের জবাব পাওয়া যায়। তারা বলে, আল্লাহ মানুষের কাজ-কর্ম না হওয়ার পূর্বে জানেন না। অথচ আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি তাদের সামনের ও পিছনের যাবতীয় বিষয় অবগত আছেন'।

২০. এ আয়াতে সুপারিশের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ফের্কা খারেজী ও মু'তাযিলাদেরও জবাব রয়েছে। কারণ তারা কবীরা গুনাহকারীদের ক্ষেত্রে সুপারিশকে অস্বীকার করে বলে, কাবীরা গুনাহকারী চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য সুপারিশ কোন উপকারে আসবে না।

২১. মহান আল্লাহ তা'আলাকে যেমন জ্ঞান দ্বারা কেউ পরিবেষ্টিত করতে পারবে না, তেমনি শ্রবণশক্তি কিংবা দৃষ্টিশক্তি দিয়েও কেউ তাকে পরিবেষ্টিত করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، 'তাঁকে কারো দৃষ্টি পরিবেষ্টিত করতে পারবে না, আর তিনি সমস্ত দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী' *(আন'আম ১০৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلَايُحِيْطُونَ بِهِ عِلْمًا 'তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে পরিবেষ্টিত করতে পারবে না' *(ত্ব-হা ১১০)*।

২২. আমরা আল্লাহ্র জ্ঞাত বিষয়াদি হ'তে কিছুই জানতে পারি না। তবে তিনি যতটুকু আমাদের জানান।

২৩. এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্র আকৃতি নির্ধারণ করা হারাম। কারণ আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর গুণাবলীর আকৃতি সম্পর্কে অবহিত করেননি। তাই যদি আমরা এর জ্ঞান রাখি বলে দাবি করি, তাহ'লে আল্লাহ্র উপর না জেনেই একটি কথার সম্বন্ধ করে দিলাম।

২৪. এ আয়াতে (আকৃতি নির্ধারণকারী) মুমাছছিলা দলের জবাব রয়েছে। কারণ আকৃতি নির্ধারণ করলে আল্লাহ্র উপর অজানা কথার আরোপ করা হয়। অথচ আল্লাহ বলেছেন, 'তাঁর অনুরূপ কিছুই নয়' *(শূরা ১১)*।

৩. *বুখারী ও মুসলিম।*

২৫. এ আয়াতে আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ তিনি বলেছেন, 'তবে তিনি যতটুকু চান'।

২৬. এর দ্বারা আল্লাহ্র 'কুরসী'-এর বড়ত্ব প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, তাঁর কুরসী আকাশ-যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে।

২৭. কুরসীর বড়ত্ব স্রষ্টার বড়ত্বের প্রমাণ পেশ করে। কারণ সৃষ্টির বড়ত্ব স্রষ্টার বড়ত্বের দিকে ইঙ্গিত বহন করে।

২৮. যে কেউ আকাশ ও যমীনকে অস্বীকার করবে, সে কাফির প্রমাণিত হবে। কারণ এর দ্বারা আল্লাহ্র সংবাদ মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। যমীনকে তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু আকাশকে যারা অস্বীকার করে, তারা বলে, আমাদের উপর শূন্য, যার কোন অন্ত নেই, সীমা নেই; বরং এটি গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ্র সাথে সরাসরি কুফরী। চাই মানুষ তার উপর বিশ্বাস করুক কিংবা এ ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করুক কিংবা যে কেউ এ রকম বলে তাকে সত্যায়ন করুক। যদি সে কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে।

২৯. আল্লাহ আকাশ ও যমীন হেফাযত করতে ক্লান্ত হন না। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁর ক্লান্তিবোধ হয় না'। এটি নেতিবাচক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আর আমাদের ক্লান্তি স্পর্শ করে না' *(ক্বাফ ৩৮)*।

৩০. 'এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণ করতে তাঁর ক্লান্তি হয় না' এ বাক্যটি যা শামিল রাখে তা প্রমাণিত হচ্ছে। আর তা হ'ল, জ্ঞান, কুদরত, জীবন, দয়া, প্রজ্ঞা এবং শক্তি।

৩১. আসমান ও যমীন সংরক্ষণের মুখাপেক্ষী। যদি আল্লাহ হেফাযত না করতেন তাহ'লে তা ধ্বংস হয়ে যেত। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلاَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا–

'আল্লাহ আকাশ ও যমীনকে ধরে রাখছেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা স্থানচ্যুত হ'লে তিনি ব্যতীত কে ওদের ধরে রাখবে। নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ' *(ফাত্বির ৪১)*।

৩২. আদি ও অন্তে আল্লাহ্র সমুচ্চতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'তিনিই সমুন্নত'। اَلْعَلِىُّ এর মধ্যে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের গুণ পাওয়া যায়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কাছে আল্লাহ্র সমুচ্চতা দু'প্রকার। প্রথম প্রকার, সত্তাগত দিক দিয়ে তাঁর সমুচ্চতা, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরে। এর প্রমাণ পেশ করছে কুরআন, সুন্নাহ, সালাফে ছালেহীনের বিবেক বুদ্ধি ও স্বভাব। বিস্তারিতভাবে এসব দলীলের উল্লেখ হয়েছে আক্বীদা বিষয়ক বই-পুস্তকে। কিন্তু এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করছে দু'টি দল। প্রথম দল, যারা বলে আল্লাহ আসমান-যমীনে সর্বস্থানে রয়েছেন। এদের এ উক্তিটি কুরআন, সুন্নাহ দ্বারা বাতিল প্রমাণিত। দ্বিতীয় দল, যারা বলে আল্লাহ্র জন্য সমুচ্চতার গুণ বা অন্য কোন গুণ আরোপ করা যাবে না। তাই তিনি উপরে নন, নিচে নন, ডানে নন, বামে নন, মিলিত নন, অমিলিতও নন। এ উক্তিটি যে বাতিল, এর জন্য একটু অনুধাবন করাই যথেষ্ট। কারণ এর পরিণতি হচ্ছে, আল্লাহ্র অস্তিত্বহীনতা। কেননা অস্তিত্বপূর্ণ এমন কিছু নেই যেটি উপরে, নিচে, ডানে, বামে, মিলিত কিংবা অমিলিত থাকবে না। অতএব আল্লাহ্র প্রশংসা করছি, যিনি আমাদের হক্বের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

দ্বিতীয় প্রকার, গুণগত দিক দিয়ে আল্লাহ্র সমুচ্চতা। অর্থাৎ সর্বদিক দিয়ে আল্লাহ্র গুণাবলী পরিপূর্ণ, যেগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে কারো তুলনা হয় না। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর সকলেই একমত। যদিও পরিপূর্ণতার ব্যাখ্যায় তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

৩৩. অদ্বৈতবাদী ও বিকৃতিকারীদের জবাব রয়েছে এ আয়াতে। অদ্বৈতবাদীরা বলে, আল্লাহ উপরে নন, বরং সর্বজায়গায় বিরাজমান। আর বিকৃতিকারীরা বলে, আল্লাহ উপরে-নিচে, ডানে-বামে কিংবা মিলিত-অমিলিত আছেন, এরূপ কিছুই বলা যাবে না।

৩৪. এ আয়াতে অন্যের উপর যুলুম-নির্যাতনের ক্ষেত্রে সতর্কীকরণ রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সমুন্নত, মহীয়ান'। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত, মহীয়ান' *(নিসা ৩৪)*। তাই যদি তুমি মনে মনে উচ্চ হও তাহ'লে আল্লাহ্র উচ্চতাকে স্মরণ কর, আর যদি মহত্ত্বের অধিকারী হও তাহ'লে আল্লাহ্র মহত্ত্বের কথা স্মরণ কর, আর যদি মনে মনে বড়ত্বের অধিকারী হও তাহ'লে আল্লাহ্র বড়ত্বের কথা স্মরণ কর।

৩৫. এ আয়াতে আল্লাহ্র মহত্ত্বের প্রমাণ রয়েছে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, اَلْعَظِيْمُ অর্থাৎ মহীয়ান।

৩৬. এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্র পরিপূর্ণ গুণের প্রমাণ রয়েছে, যা দু'টি গুণ 'সমুন্নত' ও 'মহীয়ানের' মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

পরিশেষে আয়াতুল কুরসী কুরআন মাজীদের একটি বিশেষ মর্যাদাশীল আয়াত। আয়াতটি যেমন দীর্ঘ তেমনি ব্যাপক অর্থবোধক এবং ফযীলতপূর্ণও বটে। দৈনন্দিন জীবনে এই আয়াতটি পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত শেষে এবং রাত্রীতে শয়ণকালে এই আয়াতটি পাঠ সুন্নাত। অতএব আমাদের সকলকেই অধিক হারে এই আয়াত পাঠে অভ্যস্ত হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি সমস্যাঃ প্রতিরোধে করণীয় ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

*মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন**

বর্তমান বিশ্বে বহু সমস্যা রয়েছে, তন্মধ্যে মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশেও এ সমস্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর ফলে সমাজ জীবনে দেখা দিচ্ছে অশান্তি ও নৈরাজ্য। কিশোর থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত অনেকেই এ মাদকদ্রব্যের সাথে জড়িত। বিশেষ করে যুব সমাজে এর প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজ জীবনে সৃষ্টি হচ্ছে এক নিদারুণ বেদনাঘন পরিবেশ। মাদকাসক্তির ফলে একদিকে যেমন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে, অপরদিকে অকালে ঝরে পড়ছে দেশের যুবশক্তি। বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্ব মাদকাসক্তি সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত। এটা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জটিল ও মারাত্মক সমস্যা।

মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তির সংজ্ঞাঃ

মাদকদ্রব্যের সংজ্ঞায় Encyclopedia Britanica গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'The term drug refers mainly to substances that affect psychological or behavioural functions of lead to varying degrees of dependence or addiction' অর্থাৎ মাদক বলতে এমন দ্রব্য সামগ্রীকে বুঝায়, যা ব্যক্তির মানসিক বা ব্যবহারিক আচরণকে এমনভাবে প্রভাবিত করে, যার ফলে ড্রাগ সামগ্রীর উপর ব্যক্তি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে কিংবা ড্রাগের প্রতি আসক্ত বা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।[১]

'A stimulant or narcotic taken otherwise than medicinally, especially one that is addictive or subject to legal restriction' অর্থাৎ মাদক বলতে এমন উদ্দীপক বস্তু বা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দ্রব্য বোঝায়, যা রোগের চিকিৎসার জন্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না বরং যার প্রতি আসক্ত হয় এবং যার ব্যবহার আইন দ্বারা সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত।[২]

সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন মাদকদ্রব্য গ্রহণ যদি অভ্যাসে পরিণত হয়, তবে তাই মাদকাসক্তি হিসাবে অভিহিত হবে।[৩] বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে প্রণীত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মাদকসক্ত বলতে শারীরিক বা মানসিকভাবে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা অভ্যাসবশে মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীকে বুঝানো হয়েছে।[৪]

** প্রভাষক, আরবী বিভাগ, হামিদপুর আলহেরা ডিগ্রী কলেজ, যশোর।*

১. *The new encyclopedia Britannica 1981, P-1041.*
২. *The new shorter Oxford English Dictionary, 1993, P-756.*
৩. *অধ্যাপক আবদুল হালিম মিয়া, উচ্চ মাধ্যমিক সমাজ কল্যাণ দ্বিতীয় পত্র, হাসান বুক হাউস, (ঢাকাঃ ষষ্ঠ প্রকাশ জুন/২০০৬), পৃঃ ১০১।*
৪. *মুহাম্মাদ সাইফুল আলম, মাদকদ্রব্য বিষয়ক আইন, (ঢাকাঃ পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃঃ ১০।*

উক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী বলা যায়- 'যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি ব্যক্তিকে দৈহিক বা মানসিকভাবে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল করে বা মাদকদ্রব্য ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তাকে মাদকাসক্তি বলা হয়।[৫]

সাধারণ অর্থে মাদকদ্রব্য আসক্ত হওয়াকে মাদকাসক্তি বলে। মাদকাসক্তি হ'ল এক প্রকার আত্মবিনাশ নেশা, যা সাময়িক উত্তেজনায় পূলক অনুভূতি ও অবসাদ সৃষ্টি করে। এটি বার বার সেবন করার জন্য অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি করে। যথাসময়ে সেবন না করলে দেহ মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।[৬] বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO) মাদকাসক্তির সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে, 'As a state of periodic or chronic intoxication detrimental to the individual and the society produced by the repeated consumption of a drug (natural or synthetic) 'নেশা বা মাদকাসক্তি এমন মানসিক বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যা জীবিত প্রাণী ও মাদকের মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়'। প্রতিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলো হ'ল, মাদকদ্রব্যটি কম বেশী নিয়মিত গ্রহণের দুর্দমনীয় ইচ্ছা, মাদকদ্রব্য সৃষ্টির ফল বা প্রতিক্রিয়া পাবার তীব্র আকাঙ্খা অথবা মাদকদ্রব্য না থাকার অস্বস্থি এড়ানোর প্রচেষ্টা।[৭]

আভিধানিক ব্যাখ্যানুযায়ী- 'Addiction to phystological dependence on a chemical that results is increased to lerence and in with drawal symptoma when the substance is unavailable'.[৮] অর্থাৎ আসক্তি হ'ল কোন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি দৈহিক ও মানসিক নির্ভরশীলতা এবং যার অভাব দেখা দিলে বা প্রত্যাহার করা হ'লে এসব লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

মাদকাসক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'Drug addiction is the habitual use of certain narcotic that leads in time to mental and moral deterioration, as well as to deleterious social effects.'[৯] মাদকাসক্তি হচ্ছে অভ্যাসগত চেতনা উদ্রেককারী দ্রব্যের ব্যবহার, যা মানসিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করে এবং সামাজিক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৫. *আর,পি ভট্টাচার্য, টেলিগ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক সমাজ বিজ্ঞান গাইড, বর্ণমালা প্রকাশনী, (ঢাকাঃ ১৯৯৯), পৃঃ ৪০৬।*
৬. *লেকচার উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিজ্ঞান গাইড, রচনা ও সম্পাদনায় ফাইভ প্রফেসার্স, (ঢাকাঃ মেসার্স ইসলাম এন্ড ব্রাদার্স, ২০০১), পৃঃ ৩৯৭।*
৭. *Who expert committee on drug dependence WHO technical report no. 407, Sixteen report. WHO Geneva, 1969; মোঃ আব্দুল হালিম মিয়া, স্নাতক সমাজ কল্যাণ পরিক্রমা, (ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস, ২০০০), পৃঃ ৩৯৮।*
৮. *Social work Dictionary, P-7.*
৯. *ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন ও মোহাম্মদ আবু জাফর খান, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তি সমস্যাঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, মে-২০০৪), পৃঃ ৪।*

Contents

মাদকাসক্তির বৈশিষ্ট্যঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO) মাদকাসক্তির ৩টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছে। যথা- (১) Overpowering desire or need compulsion to continue to king the drug and to obtain it by any means. অর্থাৎ নিয়মিত মাদকদ্রব্য সেবনের এবং যেকোন মূল্যে এটা পাওয়ার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা বা চাহিদা (আবশ্যকতা) (২) A tendency to increase to dose. মাদকদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা (৩) A physical, psychological and sometimes a physical dependence on the effects of the drug.[১০] মাদকের ক্রিয়ার উপর মানসিক (মনস্তাত্ত্বিক) এবং কখনও কখনও দৈহিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি।

যেসব মাদকদ্রব্য মানুষ সাধারণত গ্রহণ করে থাকেঃ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত ছিল কখনো আনন্দের উৎস হিসাবে, কখনো ধর্মীয় উৎসবে।[১১] বর্তমান সময়ে মানুষ যেসব মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল- 'বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, হাশিশ, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, মরফিন, কোকেন, ক্যাফেইন, আমফেটামিন, বার্বিচুয়েট, মেথাকোয়ালেন, ট্রাংকুইলাইজ্যার্স, এল.এস.ডি, পেথেডিন, আফিম, ফোডিন, খিবাইল, প্যাপাভারিন, নোসকাফাইন, নারকটিন, মেথাডন, ডেকাট্রোমোবামাইড, ডাইপিপানন, ডাই-হাইড্রোকোডিন, পেন্ট্যানাইল, কেন্টাযোকাইল, আলফা প্রোডাইন, হাইড্রোমরফাইন, আলফেন্টানাইল, আলফামিথাইল, ফেন্টানাইল, সুপেন্টানাইল, লোফেন্টানাইন, এন্ট্রোফাইন, এক্সিকোডন, ডিমেরোল, ক্যানাবিস, রেসিন, মদ, হুইস্কি, জিন, রাম, ভদকা, তাড়ি, পুচাই, সুরাসার, ডিনেচার্ড, স্পিরিট বা মেথিলেটেড স্পিরিট, ক্লোরডায়াজিপক্সাইড, ডায়াজিপাম, অক্সাজিপাম, লোরাজিপাম, ফরাজিপাম, ক্লোরজিপেট, নাইট্রাজিপাম, ট্রায়াজেলাস, ট্রেমাজিপাম, ফেন্সিডিল, ইয়াবা ইত্যাদি।[১২]

মাদকদ্রব্যের প্রকারভেদঃ

কার্যকারিতা ও প্রতিক্রিয়া অনুসারে অধুনা বিশ্বে প্রচলিত মাদকদ্রব্যগুলোকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা- (১) চেতনানাশক বেদনা উপশমকারী মাদক দ্রব্য (২) উত্তেজক মাদকদ্রব্য (৩) অবসাদ সৃষ্টিকারী মাদকদ্রব্য (৪) স্নায়ুবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী মাদকদ্রব্য (৫) বিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদকদ্রব্য। (৬) নাসিকা রন্ধ্রে গ্রহণযোগ্য মাদকদ্রব্য। এগুলোর প্রত্যেকটির আবার বিভিন্ন প্রকার রয়েছেঃ যথা- এক নম্বরের পর্যায়ভুক্ত রয়েছে- আফিম, মরফিন, হিরোইন এবং ফেন্সিডিল ইত্যাদি। দুই নম্বরের পর্যায়ভুক্ত রয়েছে- কোকেন, এমফেটামিনস ইত্যাদি। তিন নম্বরের পর্যায়ভুক্ত রয়েছে- বারবিচ্যুয়েটস ও মেথা কোয়ালেন ইত্যাদি। চার নম্বরের পর্যায়ভুক্ত রয়েছে ডায়াজিপাম, নাইট্রাজিপাম ও ক্লোরডায়াজিপোক্সাইড ইত্যাদি। পাঁচ নম্বরের পর্যায়ভুক্ত রয়েছে- ক্যানাবিস, গাজা, হাশিশ, মারিজুয়ানা, ভাং ও এল.এস.ডি। ছয় নম্বরের পর্যায়ভুক্ত রয়েছে- এরোমোলিস, লাইটার, ফ্লুইড, বার্ণিল, রিমোভার, নেলপালিশ রিমোভার, পেইন্ট থিনার, স্পট রিমোভার, ক্লিনিং সূল্যশ্যাসন, গুল ইত্যাদি।[১৩]

মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিকঃ মাদকদ্রব্য এবং মদ বিষয়ক একজন বিশিষ্ট অমুসলিম গবেষক 'মার্ক এস গোল্ড' মদের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেনঃ

শারীরিক ক্ষতিঃ (১) মদ বা মাদক দ্রব্যের প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়া (২) মুখ ও নাক লাল হওয়া (৩) পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়া ও মুখমণ্ডলসহ শরীরে কালশিরে পড়া (৪) মুখমণ্ডল ফুলে উঠা কিংবা মারাত্মক কিছু হওয়া (৫) হঠাৎ চোখে কম দেখা (৬) নাসিকার ঝিল্লি ফুলে উঠা (৭) ব্রংকাইটিস এবং হৃদযন্ত্রের চলাচল পরিবর্তন হওয়া (৮) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া সহ বুক ও হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা (৯) লিভার প্রসারিত হওয়া (১০) মাঝে মাঝে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া (১১) হজম জনিত সমস্যায় আক্রান্ত হওয়া (১২) দীর্ঘ সময় ধরে ঠাণ্ডা লাগা ও ফ্লুজ্বরে আক্রান্ত হওয়া (১৩) অপুষ্টিতে আক্রান্ত হওয়া (১৪) হঠাৎ শিহরে ওঠা।

মানসিক ক্ষতিঃ (১) হঠাৎ মানসিক ভারসাম্যহীনতা (২) প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় পরিবর্তন (৩) ভারসাম্য হারানো (৪) মাথা ঘোরা (৫) দ্বিধাগ্রস্ততা ও বোধশক্তি দুর্বল হয়ে পড়া (৬) অসংলগ্ন কথা বলা (৭) স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া (৮) উদ্বিগ্নতা বা হতাশাগ্রস্ত হওয়া (৯) চিত্তবৈকল্য (১০) দৃষ্টিভ্রম (১১) অনিদ্রা (১২) নপুংসকতা (১৩) মিষ্টির প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ বা একেবারে অনীহা (১৪) ক্ষুধাহীনতা।

সামাজিক ক্ষতিঃ (১) মাদকদ্রব্যের উপর তুলনামূলক অধিক নির্ভরতা (২) পারিবারিক সমস্যা (৩) প্রায়ই চাকুরী পরিবর্তন (৪) কর্মক্ষেত্রে দেরীতে উপস্থিতি, চাকুরী সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যা (৫) গাড়ী দুর্ঘটনা (৬) আচরণ বিষয়ক

---

১০. *Robert Merton and Robert A. Nisbeted contemporary social problems; New York, (Harcourt, Brance and word, Inc, second edition, 1966); P-195.*

১১. *অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত মাস'আলা-মাসায়েল, সম্পাদনা পরিষদ সংকলিত (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে/২০০৬), পৃঃ ৩৫।*

১২. *মুফতী মুহাম্মদ ইসহাক, ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক, (ঢাকাঃ আল-আকবার, প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর/২০০৬, পৃঃ ১৬৪।*

১৩. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭-৩৮।*

Contents

আইনগত সমস্যা (৭) আত্মঘাতী আচরণ (৮) ভয়ংকর আচরণ (৯) সন্দেহ প্রবণতা (১০) অস্বাভাবিকভাবে নিষ্ক্রিয় আচরণ (১১) স্নায়ু বৈকল্য বিষয়ক লক্ষণের কঠোরতা।[১৪]

মাদকাসক্ত নারীর ক্ষতিসমূহঃ মাদকাসক্ত নারীর ক্ষতির দিকগুলো সম্পর্কে বলতে গিয়ে মনোচিকিৎসক ডাঃ ঝুনু শামসুন্নাহার জানান, মাদক গ্রহণে শারীরিকভাবে নারীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন। যেমন- (১) নারীর প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায় (২) অনিয়মিত মাসিক হয় (৩) জরায়ুতে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয় (৪) যৌনরোগ হয় (৫) গর্ভপাতের অনাবশ্যকতা থাকে (৬) অপুষ্ট সন্তান জন্মদান এবং অনেক সময় ভূমিষ্ট সন্তান ও মাদকাসক্ত হয়ে জন্মাতে পারে। সম্প্রতি মাদকসক্তদের মধ্যে এইডস দেখা দিচ্ছে।[১৫]

ফরাসী বিশেষজ্ঞদের মতামত উদ্ধৃত করে ডাঃ সুলাইমান মন্তব্য করেন, মাদক গ্রহণে মানুষের স্বাভাবিক বাৎসল্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে পুত্ররূপে, স্বামীরূপে, পিতারূপে যেসব কর্তব্য রয়েছে মাদকাসক্ত ব্যক্তি তা ভুলে যায়। চুরি করা, আইন অমান্য করা তার স্বভাবে পরিণত হয়। মাদকের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন মন্তব্য করেছেন, 'যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এ তিনটির প্রভাবে যত ক্ষতি হয় তা একত্রে যোগ করলেও মাদকে যে অনিষ্ট হয় তা অপেক্ষা ভয়ানক হবে না। বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হ'ল, চালকদের মাদকদ্রব্য গ্রহণ। ঢাকার মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের ১৯৯০ সালের ৭৬৯ জন মাদকাসক্ত ব্যক্তির মধ্যে শতকরা ১৩.৬৫ ভাগই ছিল গাড়ী চালক। এরা মাদকাসক্ত অবস্থায় গাড়ী চালাতে গিয়ে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটায়।[১৬]

মাদকাসক্তির কারণঃ মাদকাসক্তি বর্তমানে একটা সামাজিক ব্যাধি। এর কারণ বহুবিধ। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো উল্লেখ করা হ'ল-

(১) ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হওয়া।

(২) আদর্শ থেকে বিচ্যুৎ হওয়া।

(৩) অসৎ সঙ্গীদের আশ্রয় ও প্রভাব।[১৭]

(৪) পিতা-মাতার সাহচর্য ও আদর-স্নেহের অভাবঃ ইদানীং বাংলাদেশে অনেক পরিবারের পিতা-মাতা উভয়েই উপার্জনের স্বার্থে অধিকাংশ সময়ই বাড়ীর বাইরে থাকে। এজন্য সন্তানেরা পিতা-মাতার সাহচর্য ও আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য অনেকেই নেশার জগতে প্রবেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ ঢাকার একটি নেশা নিরাময় ক্লিনিকে চিকিৎসারতদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, তাদের শতকরা ৮০ জনেরই বক্তব্য হচ্ছে পিতামাতার আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েই তারা নেশা করা শুরু করেছে।

(৫) বেকারত্বঃ বেকারত্বের কারণেও বাংলাদেশের অনেক তরুণ নেশায় আসক্ত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েক বছর আগে একদল নেশাগ্রস্থ তরুণ সাবেক ফার্ষ্টলেডী বেগম রওশন এরশাদের সাথে দেখা করে নেশার হাত থেকে বাঁচার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ চেয়েছে। বেগম রওশন এরশাদ তাদেরকে পৌর করপোরেশনে চাকরির ব্যাপারে সহায়তা করেছেন।[১৮]

(৬) ব্যর্থতাঃ জীবনের কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণেও অনেকে মাদকসক্ত হয়ে পড়ে।[১৯]

(৭) মাদক পাচারের ট্রানজিট রুটঃ মাদকদ্রব্য চোরাচালানের রুট হিসাবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হ'তে হ'তে অন্যতম ব্যবহারকারী দেশে পরিণত হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ভারত ও নেপাল সীমান্তের 'গোল্ডেন ওয়েজ'-এ উৎপাদিত প্রচুর মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে আসছে। ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী 'গোল্ডেন ওয়েজ' ভ্রাম্যমান শোধনাগারে উৎপাদিত প্রচুর হিরোইন আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ করিডোর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ মাদক পাচারের ট্রানজিট রুট হিসাবে পঞ্চাশের দশক হ'তেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যা মাদকাসক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[২০]

(৮) মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতাঃ মাদকদ্রব্য যদি খুব সহজলভ্য হয় সেক্ষেত্রেও মাদকসক্তির সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। যেমন- ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে গিয়েছিল। কারণ ভিয়েতনামের অরণ্যে প্রচুর মাদকদ্রব্য পাওয়া যেত।[২১]

(৯) আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নিষ্ক্রিয়তাঃ যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে বা যারা এর ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের সকলকেই স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন জানে বা চেনে। কিন্তু বিপুল অংকের সেলামী প্রদান করায় এক্ষেত্রে পুলিশ সাধারণত নিষ্ক্রিয় থাকে। ফলে নেশায় যারা জড়িত তারা উৎসাহিত হয়ে নির্ভয়ে এবং অনেকটা প্রকাশ্যেই তাদের তৎপরতা চালিয়ে যায়। তাছাড়া ঐসব প্রতিষ্ঠানের

---

১৪. ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক, পৃঃ ৬২-৬৪।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩-৭৪।

১৬. মোঃ আতিকুর রহমান, স্নাতক সমাজ কল্যাণ, (ঢাকাঃ কোরআন মহল, ফেব্রুয়ারী/২০০৩), পৃঃ ১৫৫।

১৭. মসজিদ সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, (যশোরঃ বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, প্রকাশ কাল নভেম্বর/২০০৬), পৃঃ ৪০-৪১।

১৮. অধ্যাপক আব্দুল হালিম মিয়া, উচ্চ মাধ্যমিক সমাজ কল্যাণ, (দ্বিতীয় পত্র), (ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, জুন/২০০৬), পৃঃ ১০৫।

১৯. ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, উচ্চ মাধ্যমিক সমাজ বিজ্ঞান (দ্বিতীয় পত্র), (ঢাকাঃ আশরাফিয়া বই ঘর, জুন/২০০৫), পৃঃ ২০১।

২০. ড. এ.কে.এম নুরুল ইসলাম, অভিযাত্রা সমাজ কল্যাণ গাইড, (২য় পত্র) (ঢাকাঃ অভিযাত্রা পাবলিকেশন্স, ২০০২), পৃঃ ২১৫।

২১. তদেব।

অনেকেই মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত।[২২]

(১০) **সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ঃ** সাংস্কৃতিক বিপর্যয় বাংলাদেশে নেশা বিস্তারের একটি প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, বিদেশী ছায়াছবি, ভি.সি.আর, কুরুচিসম্পন্ন যৌন বিষয়ক ও রোমাঞ্চকর ম্যাগাজিন, প্রগতির নামে বিকৃত পদ্ধতির জীবন-যাপন প্রভৃতি আমাদের তরুণদের নেশা গ্রহণে উৎসাহিত করছে।[২৩]

(১১) **রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাঃ** স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। কথায় কথায় এবং ঘন ঘন ধর্মঘট, হরতাল, মারামারি, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন, ডাকাতি, চোরাকারবারী, শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ, ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি চরম অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি জনগণকে বিশেষ করে তরুণ ও যুবসমাজকে নেশার প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে।[২৪]

(১২) **শিক্ষা ব্যবস্থা ও সেশন জটঃ** যে শিক্ষা কাজের নিশ্চয়তা দেয় না, যে শিক্ষা মানুষকে জীবন ও কর্মবিমুখ করে সে শিক্ষা হতাশা ডেকে আনে। একদিকে কাজের নিশ্চয়তাহীন শিক্ষা, অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে সেশন জট। বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের কোর্স শেষ করতে ছয় থেকে আট বছরও লেগে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদের মনে হতাশা নেমে আসে। কারো কারো ক্ষেত্রে শিক্ষা শেষে চাকরির বয়সও থাকে না। বস্তুতঃ এসব পরিস্থিতি মাদকাসক্তি বৃদ্ধির অনুকূলেই কাজ করে।[২৫] বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO)-এর সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- 'On post liberation social upheaval, change of value system, personal and community frustration, economic crisis all seem to be acting as personal and social strains which are alleged to lead to the development of the habit of drug abuse depending on one's personal and social coping capability'.[২৬]

মাদকাসক্তদের দৈনিক ব্যয়ঃ ১৯৮৮ সালে ঢাকা মহানগরীতে একটি মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, ভর্তিকৃত রোগীদের প্রতি ছয় জনের একজন হেরোইনসেবী, তাদের শতকরা ৮৫ ভাগের বয়স ৩০ এর কম। হেরোইন সেবীদের শতকরা ৪৫ ভাগ ব্যবসায়ী, ২১ ভাগ ছাত্র, ২০ ভাগ চাকরিজীবী। এদের দৈনিক সেবনের জন্য ব্যয় হয় ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা থেকে ১২০০/- (এক হাযার দুইশত) টাকা। অন্য একটি বিবরণীতে ২০০/- (দুইশত) হ'তে ৬০০/- (ছয় শত) টাকা ব্যয় হয়।[২৭]

অর্থের উৎসঃ অভিভাবকদের দেওয়া হাত খরচ, অভিভাবকদে কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে নেওয়া টাকা, জোর পূর্বক গৃহস্থালীর জিনিসপত্র বিক্রি, বাড়ীর জিনিসপত্র চুরি ইত্যাদি। এভাবে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়।[২৮]

মাদকাসক্তদের বিভিন্ন অপরাধমূলক আচরণঃ

নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের বেশীরভাগেরই অন্তিম পরিণতি হচ্ছে মারদাঙ্গা, চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই, পতিতালয়ে গমন, পর্ণ ছবি দর্শন, নারী অপহরণ প্রভৃতি অসামাজিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়া। যার প্রভাবে সমাজের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ও শৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।[২৯]

মাদকাসক্তদের দ্বারা সাধারণত নিম্নোক্ত হারে অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে ঃ

অপরাধমলক আচরণের ধরন	মাদকাসক্তের শতকরা
হাইজ্যাকিং	১৫%
পকেটমার	১০%
বিনা কারণে হই-হুল্লোড়	৫%
যানবাহনে দুর্ঘটনা	৫%
আচরণ সংক্রান্ত অপরাধ	২০%
মাদকদ্রব্য বেচাকেনা	৩০%
দুষ্কর্ম প্রকাশে অনীহা	৩০%
কিছুই করে না	১৫% [৩০]

মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের পরিসংখ্যানঃ সম্প্রতি ভারত থেকে পাচারকৃত মাদকদ্রব্যের প্রভাবে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি যেলায় মাদকাসক্তদের হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলে ১৬টি যেলায় ২,১২,৭০০ জনের মত মাদকাসক্ত রয়েছে। পাবনা মানসিক হাসপাতালে আগত রোগীদের শতকরা ৫০ ভাগই মাদকাসক্ত। তাদের শতকরা ৭০ ভাগ যুবক এবং ৫ ভাগ মহিলা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় আই,পি,জি,এম,আর পরিচালিত ঢাকা শহরে ছাত্রদের মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার শীর্ষক জরিপের তথ্যানুযায়ী ঢাকা শহরের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার ভাগের একভাগ ছাত্র কোন না কোনভাবে মাদকদ্রব্যের সংস্পর্শে এসেছে। মে হ'তে নভেম্বর '৮৮ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ ৫২টি কলেজের ১২,৯৩১ জন ছাত্রের মধ্যে পরিচালিত জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী ছাত্র/ছাত্রীরা মাদকদ্রব্য ব্যবহারের সাথে

২২. *অধ্যাপক আব্দুল হালিম মিয়া, উচ্চ মাধ্যমিক সমাজ কল্যাণ, (২য় পত্র), পৃঃ ১০৬।*
২৩. *তদেব।*
২৪. *তদেব।*
২৫. *আলহাজ্জ মোঃ আসাদুজ্জামান, (রাজশাহীঃ ইউরেকা বুক এজেন্সি, ২০০১), পৃঃ ২৩৬।*
২৬. *Report on the study of "Drug abuse among The student in Dhaka city: Prevalence and Related Factors, 1991, Dept, of phychiatry; IPGNR, Dhaka P-10.*
২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই কার্তিক, ১৩৯৫ বাং।*
২৮. *মোঃ আতিকুর রহমান, সমাজকল্যাণ পরিচিতি, (ঢাকাঃ অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০০৩), পৃঃ ১৫৫।*
২৯. *প্রাগুক্ত।*
৩০. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৪।*

Contents

বেশী জড়িত।[৩১] বেসরকারী সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী দেশে নারীসহ ২০ লাখের মত মাদকাসক্ত রয়েছে।[৩২] এই পরিসংখ্যান বহু পূর্বের। বর্তমানে এই সংখ্যা নিশ্চয়ই সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

মাদকদ্রব্য সেবনের শাস্তিঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) আইন ২০০৪ অনুযায়ী শাস্তির বিধান সকলের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করা হলঃ

ক্রঃ	মাদকদ্রব্যের নাম	দণ্ড
১	হেরোইন, কোকেন এবং কোকা উদ্ভূত মাদকদ্রব্য	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনুর্ধ্ব ২৫ গ্রাম হ'লে অন্যূন দুই বছর এবং অনুর্ধ্ব দশ বছর কারাদণ্ড। (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ গ্রামের এর উর্ধ্বে হ'লে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
২	প্যাথেডিন, মরফিন ও টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনুর্ধ্ব ১০ গ্রাম হ'লে অন্যূন দুই বছর এবং অনুর্ধ্ব দশ বছর কারাদণ্ড। (খ) পরিমাণ ১০ গ্রামের উর্ধ্বে হ'লে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
৩	অপিয়াম, ক্যানাবিসবোসন বা আপিয়াম উদ্ভূত। তবে হেরোইন ও মরফিন ব্যতীত মাদকদ্রব্য	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনুর্ধ্ব ২ কেজি হ'লে অন্যূন দুই বছর এবং অনুর্ধ্ব দশ বছর কারাদণ্ড। (খ) ২ কেজির উর্ধ্বে হ'লে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
		বছর এবং অনুর্ধ্ব দশ বছর কারাদণ্ড। (খ) আর ৫০ গ্রামের উর্ধ্বে হ'লে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
৫	গাঁজা বা যেকোন ভোজ, ক্যানাবিস	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনুর্ধব ৫ কেজি হ'লে অন্যূন ছয় মাস এবং অনুর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড। (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজির উর্ধ্বে হ'লে অন্যূন তিন বছর এবং অনুর্ধ্ব পনের বছর কারাদণ্ড।
৬	ফেনাসাইক্লিআইন মেথাকোয়ালন এল, এস.ডি. বার বিচুরেটস, এ্যামফিটামিন, অথবা এগুলোর যেকোনটি দ্বারা প্রস্তুত মাদকদ্রব্য।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনুর্ধব ৫ গ্রাম হ'লে অন্যূন ছয় মাসের এবং অনুর্ধ্ব তিন বছর কারাদণ্ড। (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ গ্রামের উর্ধ্বে হ'লে পাঁচ বছর এবং অনুর্ধ্ব পনের বছর কারাদণ্ড।[৩৩]

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, উক্ত শাস্তির বিধান থাকলেও বাস্তবে এর কোন প্রয়োগ নেই। উপরন্তু প্রশাসনের আন্তরিকতার অভাবে মাদকদ্রব্য দিন দিন ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করছে। এ ভয়ংকর ছোবল থেকে দেশের জনগণকে বিশেষ করে যুবসমাজকে বাঁচাতে হ'লে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করে দেখাতে হবে। যেমনভাবে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রতিটি ক্ষেত্রে অহি-র বিধান বাস্তবায়ন করে তার ফলাফল চির অনুস্মরণীয় করে রেখে গেছেন।

[চলবে]

৩১. মোঃ আতিকুর রহমান, স্নাতক সমাজ কল্যাণ পরিচিতি, পৃঃ ১৫৪।
৩২. ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক, পৃঃ ৭৩।
৩৩. ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদক ও তামাক, পৃঃ ১৪০-১৪১।

দো‘আঃ গুরুত্ব ও ফযীলত

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

[২য় কিস্তি]

আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকা যাবে নাঃ

বিপদ থেকে উদ্ধার করার একমাত্র মালিক আল্লাহ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, মুসলমানগণ নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য ও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজকাল জীবিত বা মৃত মানুষের নিকটে গমন করে থাকে। জীবিত যেসব পীর-ফকীরের নিকটে মানুষ যায় তারাও নিজেদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, প্রয়োজন পূরণকারী বলে দাবী করে। এরা অনুসারীদেরকে বিপদের সময় তার নাম স্মরণ করার নির্দেশ দেয়। অথচ ঐ পীর বা ফকীর নিজেই হাযারো বিপদে জর্জড়িত। অপরদিকে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা কি করে দুনিয়ার মানুষের কথা শুনতে ও সাহায্য করতে পারে? মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ–

‘ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে, যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যারা ক্বিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে পারে না এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়’ *(আহক্বাফ ৫)*।

দুনিয়ার সাথে মৃত ব্যক্তির কোন সম্পর্ক থাকে না এবং দুনিয়ার মানুষ কবরবাসীদেরকে কিছু শুনাতেও পারে না। আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَآءُ وَلاَ الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ–

‘সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে তুমি শুনাতে পারবে না’ *(ফাতির ২২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি মৃত ব্যক্তিকে কোন কিছু শ্রবণ করাতে সক্ষম না হন, তাহ’লে সাধারণ মানুষ কি করে মৃত ব্যক্তিকে তাদের প্রার্থনা শুনাতে পারে?

মানুষ সাধারণত দুনিয়াবী বিপদ থেকে মুক্তির জন্য, ভালভাবে জীবন-যাপন করার জন্য, সর্বশেষে পরকালের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া ও শাফা‘আত লাভের আশায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকে। মক্কার মুশরিকদেরও এ ধারণা ছিল। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللهِ زُلْفَى،

‘যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে এনে দিবে’ *(যুমার ৩)*।

কিন্তু ক্বিয়াতের দিন এর বিপরীত ঘটনা ঘটবে। আল্লাহ বলেন,

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ آلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا– كَلاَّ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا–

‘তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য মা‘বূদ গ্রহণ করে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনো নয়, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে’ *(মারয়াম ৮১-৮২)*।

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর জাতির মূর্তিপূজকদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ–

‘তোমরা আল্লাহ ব্যতীত প্রতিমাগুলোর সাথে যে পার্থিব সম্পর্ক স্থাপন করেছ, এর ফলাফল তোমরা ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যক্ষ করবে, যখন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লা‘নত করবে। আর তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না’ *(আনকাবূত ২৫)*।

মৃত ব্যক্তির ভাল-মন্দ করার কোন ক্ষমতা থাকে না। আল্লাহ বলেন,

إِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَيَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ،

‘তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না। শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না’ *(ফাতির ১৪)*।

আল্লাহ তা‘আলা আসমান, যমীন ও এ দু’য়ের মাঝখানের সবকিছুর মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন, যাকে ইচ্ছা ফকীর বানান। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। অথচ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকা হয় তারা এর কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ বলেন,

** তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً لاَّ يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلاَ يَمْلِكُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا وَّلاَ يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلاَحَيوةً وَّلاَ نُشُوْرًا–

‘আর তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মা‘বূদ রূপে গ্রহণ করেছে অপরকে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। এমনকি তারা নিজেদের উপকার অথবা ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখে না এবং জীবন-মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না’ *(ফুরক্বান ৩)*।

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের অজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে চায়। এরা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না বরং এদেরকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। এরা নিজেদেরকেই আগুন, বৃষ্টি ও রোদ থেকে বাঁচাতে পারে না, তাহ’লে কিভাবে সে অন্যকে সাহায্য করবে? অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِاجْتَمَعُوْا لَهُ وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّيَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ–

‘হে লোকসকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হ’ল, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ডাক, তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়েই শক্তিহীন’ *(হজ্জ ৭৩-৭৪)*।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাতে চাচ্ছেন, যারা সম্মিলিত শক্তি দিয়েও একটি ছোট্ট মাছি সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় অথবা মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাহ’লে তারা তা উদ্ধার করতেও সক্ষম নয়, তাহ’লে কিভাবে তারা আশরাফুল মাখলূক্বাত মানুষের কল্যাণ করতে পারবে? কিভাবে তারা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বান্দাদের জন্য কল্যাণ নিয়ে আসবে? অথচ আল্লাহ তা‘আলা নিজেই সকল শক্তির অধিকারী। তিনি বান্দার আহ্বান শুনতে পান ও ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَإِنِّىْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ–

‘আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে; বস্তুতঃ আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই’ *(বাক্বারাহ ১৮৬)*।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِى الْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَالَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ–

‘আপনি বলুন! তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মা‘বূদ মনে করতে। তারা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনুপরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশ নেই, আর তাদের কেউ তার সহায়কও নয়’ *(সাবা ২২)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন যে, তিনি এক ও একক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাব মুক্ত। তিনি ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই। তিনি তুলনাবিহীন ও অংশীবিহীন। তাঁর কোন শরীক নেই। সাথী নেই, পরামর্শ দাতা নেই, মন্ত্রী নেই, পরিচালক নেই। সুতরাং কে তাঁর সামনে হঠকারিতা করবে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে? তাই মহান আল্লাহ বলেন, যাদের কাছে তোমরা আবেদন করে থাক, জেনে রেখো যে, অনু পরিমাণ ক্ষমতা তাদের নেই, তারা শক্তিহীন ও অক্ষম। না দুনিয়াতে তাদের কোন ক্ষমতা চলে, না আখেরাতে। আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ–

‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাক তারা খেজুরের আঁটিরও অধিকারী নয়’ *(ফাতির ১৩)*।

তাদের কোন ক্ষমতা নেই এবং কোন রাজত্ব নেই। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কাজে তাদের কাছে কোনই সাহায্য গ্রহণ করেন না। অথচ তারা সবাই দরিদ্র ও অন্যের মুখাপেক্ষী। তারা সবাই গোলাম ও বান্দা।[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘বলুন! তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক সেই সব দেব-দেবীর কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও, আমার আকাশ মণ্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? নাকি আমি তাদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়েছি, যার প্রমাণের উপর এরা নির্ভর করে? বস্তুতঃ যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে’ *(ফাতির ৪০)*।

যারা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকে তারা এই উদ্দেশ্যে ডাকে যে, এরা তাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দিবে, নিঃসন্তানকে সন্তান দিবে, চাকরীতে উন্নতি করে দিবে, পরিবারে শান্তি এনে দিবে। মোটকথা সবাই নিজ নিজ সমস্যার কথা জানায়। বাস্তবে তাদের কোন কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ বলেন,

১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, অনুবাদ ডঃ মুজীবুর রহমান, ১৬ খণ্ড, ৩৭ পৃঃ।*

আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি বন্দী নারীকে দেখেন যে, সে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দেখা মাত্রই উঠিয়ে নিল এবং বুকের দুধ পান করাতে শুরু করল। এ দেখে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে বললেন, আচ্ছা বলতো ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই মহিলাটি তার এই ছেলেটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে কি? ছাহাবীগণ উত্তরে বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ! এই মহিলা তার ছেলের প্রতি যতটা স্নেহশীল ও দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়ে অনেক বেশী দয়ালু'।[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ আরো একটি উদাহরণ দিয়েছেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ، إِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ- إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

'যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর বানায়। আর ঘরের মধ্যে মাকড়শার ঘরইতো দুর্বলতম, যদি তারা জানত। তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছুকেই আহ্বান করে, আল্লাহ্ তা জানেন এবং তিনি পরাক্রমশালী' *(আনকাবূত ৪১-৪২)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াতে যেসব লোক আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের পূজা-অর্চনা করে তাদের পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞানতার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। তারা তাদের সাহায্যপ্রার্থী হয় এবং বিপদ-আপদে তাদের কাছে উপকার লাভের আশা করে। তাদের দৃষ্টান্ত ওদের মত যারা মাকড়শার জালে বৃষ্টি, রৌদ্র ও ঠাণ্ডা হ'তে আশ্রয় পাওয়ার আশা করে থাকে। যদি তাদের জ্ঞান থাকত, তবে তারা সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে সৃষ্টির কাছে সাহায্য পাওয়ার কোন আশা করত না। সুতরাং তাদের অবস্থা ঈমানদারদের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুমিনরা এক মযবূত লৌহ কড়াকে ধরে রয়েছে। পক্ষান্তরে এই মুশরিকরা মাকড়শার জালে নিজেদের মস্তক লুকিয়ে রেখেছে। মুমিনদের অন্তর আল্লাহর দিকে এবং তাদের দেহ সৎ আমলের দিকে লিপ্ত রয়েছে। আর এই কাফির ও মুশরিকদের অন্তর সৃষ্ট বস্তুর দিকে এবং তাদের দেহ সৃষ্ট বস্তুর উপাসনার দিকে আকৃষ্ট রয়েছে।[৩]

দুনিয়াতে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন সে সাধ্যানুযায়ী নিজের কাজ করতে পারে, অপরের উপকার করতে পারে, দুঃখ দূর করতে পারে, সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পরে মানুষের অন্য জীবন শুরু হয়। সেখান থেকে মানুষ দুনিয়ার কোন খবর জানতে পারে না, কারোর কোন উপকার করতে পারে না। এই সহজ কথাটি মানুষ না বুঝার কারণে কবরকে নিজেদের প্রার্থনার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। যে দো'আ করার কথা ছিল আল্লাহর নিকটে সে দো'আ করছে মাযারে গিয়ে মৃতব্যক্তির নিকটে। আবার অনেকের ধারণা কবরে যিনি আছেন তিনি মরেননি, বরং জীবিত আছেন। তিনি কেবল দুনিয়ার জীবন ছেড়ে অন্য জীবনে গিয়েছেন। তাই তার কাছে ঐসব মানুষ প্রার্থনা করে থাকে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নবী হন, অলী হন আর সাধারণ মানুষ যেই হোক না কেন, সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। দুনিয়াতে কেউ চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ- كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ-

'আপনার আগেও কোন লোককে চিরস্থায়ী করিনি। সুতরাং আপনি যদি মারা যান তাহ'লে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? প্রত্যেককে মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে' *(আম্বিয়া ৩৪, ৩৫)*।

অপরদিকে মৃত্যুর পর কেউ কারো উপকার করা তো দূরের কথা নিজের ব্যাপারেও ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ-

'মানুষ মরে গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল তখনো জারী থাকে। সে তিনটি হচ্ছে ছাদাক্বায়ে জারিয়া; এমন ইলম, যা থেকে লাভবান হওয়া যায় এবং এমন সু-সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[৪]

এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতব্যক্তি নিজের ব্যাপারে কোন ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। বরং সে নিজেই অন্যের সাহায্যের আসায় থাকে, তাহ'লে সে কিভাবে অন্য লোকের অবস্থা জানবে ও তাদেরকে সাহায্য করবে?

অনুরূপভাবে মৃতব্যক্তিকে কেউ কোন কিছু শুনাতেও পারবে না। আল্লাহ বলেন,

إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى،

২. *বুখারী, ইবনু কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুজীবুর রহমান, ১৫ খণ্ড,৮১৯ পৃঃ।*
৩. *ইবনু কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুজীবুর রহমান, ১৫/৫৮৩ পৃঃ।*
৪. *মুসলিম হা/১৬৩১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৯৪৯।*

'মৃতব্যক্তিকে আপনি কোন কথা শুনাতে পারবেন না' *(নামল ৮০)*।

অন্য আয়াতে আছে وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ–

'যে ব্যক্তি কবরে রয়েছে তাকে আপনি শোনাতে পারবেন না' *(ফাতির ২২)*।

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতব্যক্তি কোন কিছু শুনতে পায় না ও দুনিয়ার মানুষ বহু চেষ্টা করেও তাকে কোন কিছু শুনাতে পারবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَيَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ، أَمْوَاتٌ غَيْرُأَحْيَاءٍ وَمَايَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ–

'যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা মৃত-প্রাণহীন, বরং এও জানেনা যে, কখন তাদেরকে তোলা হবে' *(নহল ২০-২১)*।

মৃতব্যক্তি নিজের ব্যাপারে যখন কোন কিছু করার ক্ষমতা না রাখে তাহ'লে কিভাবে সে অন্যকে সাহায্য করবে? যারা মাযারে মৃত কবরবাসীর কাছে শাফা'আত লাভের জন্য যায় এবং বলে থাকে, আমরা পাপী এবং পাপীর দো'আ আল্লাহ কবুল করেন না। তাই নেক ব্যক্তি আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবেন। তারা আরও বলে, যেমন উকিল ছাড়া জজের কাছে পৌঁছা যায় না, তেমনি আল্লাহ তা'আলার কাছেও দো'আ পৌঁছাতে হ'লে উকিল হিসাবে সেই মৃত নেক ব্যক্তির কাছে যেতে হবে। তারা আরও বলে, কোন বাড়ীর ছাদে যেমন সিঁড়ি ছাড়া উঠা যায় না, তেমনি সেই উচুঁ আকাশের উপর আল্লাহ তা'আলার কাছে সিঁড়ি ব্যতীত পৌঁছা যায় না। সিঁড়ি বলতে তারা বুঝাতে চায় সেই সব ব্যক্তিদের, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌঁছতে হবে। এই সমস্ত কথা ঐ সকল মানুষের কল্পিত ও মস্তিষ্ক প্রসূত, যা পবিত্র কুরআন বা হাদীছ থেকে প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণও তাঁর কবরে গিয়ে তাঁকে উকিল বানিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে শাফা'আত করার জন্য বলেননি। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিত অবস্থায়ও এমন কথা বলেননি যে, হে আল্লাহ্র নেক বান্দারা! তোমাদের মৃত্যুর পর যখন আমার উম্মতের পাপী বান্দাগণ তোমাদের কাছে সুপারিশ ও সাহায্য করার জন্য বলবে, তখন তোমরা তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ ও সাহায্য প্রার্থনা করবে। চার ইমামের মধ্যেও কেউ এ ধরনের কথা বলেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মূলতঃ যারা এ ধরনের কথা বলে, তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বলে থাকে।

আল্লাহ যখন বান্দার ডাকে সাড়া দিবেন নাঃ

দুনিয়ার জীবনে মানুষ যত পাপ করুক ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। যত বিপদে পড়ুক আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাইলে আল্লাহ সাহায্য করেন। কিন্তু যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়ে পড়ে, তখন সে আল্লাহকে যতই ডাকুক, যতই ক্ষমা প্রার্থনা করুক আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিবেন না, তার তওবাও কবুল করবেন না। আল্লাহ বলেন,

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْئٰانَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰئِكَ اَعْتَدْنَالَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا–

'আর তাদের জন্য ক্ষমা নেই, যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে, যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে, আমি এখন ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাদের জন্যও নয়, যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তাদের জন্য আমি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ১৮)*।

মানুষ বিপদ দেখলেই নিজের ভুলের কথা স্বীকার করে এবং হক্বের দিকে ফিরে আসে। মৃত্যু আসন্ন দেখেও মানুষ নিজের ভুলের কথা স্বীকার করে এবং সঠিক পথে ফিরে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু তখন ফিরে আসায় বা আল্লাহকে ডাকায় কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ বলেন,

حَتّٰى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ– لَعَلِّىْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَاكَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ–

'যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা পূর্বে করিনি, না এটা হবার নয়, এটা তো তার একটি উক্তি মাত্র, তাদের সামনে বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনুন ৯৯-১০০)*।

আর এ কারণে মহান আল্লাহ মৃত্যু আসার আগেই সৎ কাজ করার ও তাঁকে ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّاْتِىَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ– وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ–

'আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তা হ'তে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে, অন্যথায় মৃত্যু

আসলে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি ছাদাক্বা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম। কিন্তু নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত' *(মুনাফিকূন ১০-১১)*।

মৃত্যুর পর যখন সকল মানুষ হাশরের ময়দানে উঠবেন তখনও কাফেররা আল্লাহকে ডাকবে দুনিয়াতে আসার জন্য, নেক আমল করার জন্য কিন্তু সেদিন হাযারবার ডাকলেও আল্লাহ সাড়া দিবেন না।

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ
اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُوْنَ–

'হায়! তুমি যদি দেখতে যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নিচু করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎকর্ম করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী' *(সাজদা ১২)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এ পাপীরা যখন নিজেদের পুনর্জীবন স্বচক্ষে দেখবে, তখন অত্যন্ত লজ্জিত অবস্থায় মাথা নীচু করে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের চোখ এখন উজ্জল হয়েছে এবং আমাদের কানগুলি খাড়া হয়েছে, এখন আমরা বুঝতে ও জানতে পেরেছি। এখন আমরা বুঝে শুনে কাজ করব। আমাদের অন্ধত্ব ও বধিরতা দূর হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দিন। আমরা সৎকর্ম করব আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী। ঐ সময় কাফিররা নিজেদের তিরস্কার করতে থাকবে।

জাহান্নামে প্রবেশের সময় তারা আক্ষেপ করে বলবে

لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِيْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ،

'যদি আমরা শুনতাম অথবা অনুধাবন করতাম তাহ'লে আমরা জাহান্নামী হ'তাম না' *(মুলক ১০)*।

জাহান্নামে গিয়েও তারা আল্লাহকে ডাকবে কিন্তু তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَ لاَنُكَذِّبَ
بِاَيَتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ–

'হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে তখন বলবে, হায়! যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হ'ত, তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না' *(আন'আম ২৭)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قَالُوْا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ
إِلَى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ–

'তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি দু'বার আমাদেরকে মৃত্যু দান করেছেন এবং দু'বার জীবিত করেছেন। এখন আমরা আমাদের পাপ সমূহ স্বীকার করে নিয়েছি। সুতরাং (জাহান্নাম) হ'তে বের হবার কোন রাস্তা আছে কি? *(মুমিন ১১)*।

যখন অনেক প্রার্থনা, ডাকাডাকির পরেও তাদের ডাকে কোন সাড়া দেওয়া হবে না, তখন তারা মৃত্যু কামনা করে আল্লাহকে ডাকবে,

وَإِذَآ أُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا–
لاَتَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا–

'যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে। তাদেরকে বলা হবে আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না, বহুবার ধ্বংস হবার কামনা করতে থাক' *(ফুরক্বান ১৩-১৪)*।

অতএব মৃত্যু উপস্থিত হবার পর থেকে পরবর্তীতে কবর, হাশর, সর্বশেষ জাহান্নামেও দো'আ কবুল হবে না। তাই দো'আ মৃত্যুর আগেই করতে হবে।

[চলবে]

মধ্যযুগের কয়েকজন প্রতিথযশা ইসলামী অর্থনীতি চিন্তাবিদ

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ইসলামী জ্ঞানের বিকাশ ও সমকালীন যুগ-জিজ্ঞাসার উত্তরের সর্বশেষ উৎস ইজতিহাদ। অর্থনীতিও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান শতাব্দীতে ইসলামী অর্থনীতি যেরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত, তা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর ইজতিহাদেরই ফসল। আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর আমল হ'তেই ইজতিহাদের শুরু। তিনি জিহাদে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বিজিত এলাকার জমি বন্টনের রীতি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিই তাঁকে এই ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করেছিল। উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে মুসলিম দার্শনিক, ফক্বীহ ও মুজাদ্দিদগণের চেষ্টা ছিল নতুন নতুন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রদান। ক্ষেত্রেবিশেষে সমস্যার যথার্থ বিশ্লেষণও ছিল প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ। এই পথ ধরেই বিংশ শতাব্দীতে সূদ উচ্ছেদের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় মুসলিম ফক্বীহ ও অর্থনীতিবিদদের সমন্বিত প্রয়াসে ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা পদ্ধতি। বস্তুতঃপক্ষে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তাধারা সময়ের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সাড়া। স্বাভাবিকভাবেই এই চিন্তাধারা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'অর্থনৈতিক চিন্তাধারা' বলতে যা বোঝায় তা হ'ল দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য, উৎপাদন ও বন্টন, বিনিময় ও ভোগ, দাম ও অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারা। এর আওতায় আসে অর্থনৈতিক বিষয়াদির বিবরণ, অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপাদান সমূহের ব্যাখ্যা ও সুপারিশ এবং কোন সুনির্দিষ্ট নীতির সম্ভাব্য ফলাফল নিরুপণ ও বিশ্লেষণ।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যখন যে সমস্যা দেখা দিত ফক্বীহগণ সে ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে সে সবের ভাল-মন্দ দিকগুলো তুলে ধরতেন এবং তাঁদের মতামত পেশ করতেন। মানুষ যাতে শুধুমাত্র জাগতিক ব্যাপারেই নিজেদের ব্যাপৃত না রাখে সে ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন ওলামায়ে কেরাম। মুসলিম দার্শনিক-অর্থনীতিবিদগণ তাঁদের মতামত মূলতঃ সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিষয়াদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ, বিদ্যমান সমস্যার সমাধান এবং ভবিষ্যতের জন্য গৃহীতব্য কর্মসূচী প্রসঙ্গে তাঁদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় হ'তে মোঘল শাসন আমলের শেষ পর্যন্ত অসংখ্য ফক্বীহ ও দার্শনিকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় অবদান রেখেছেন। নিচে এঁদের মধ্যে কালক্রম অনুসারে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অবদানের বিবরণ সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

আবু ইউসুফঃ কালক্রম অনুসারে প্রথমেই আসে আবু ইউসুফ-এর কথা। তাঁর পুরো নাম আবু ইউসুফ ইবনু ইবরাহীম ইবনে হাবীব ইবনে হুবাইশ ইবনে সা'দ ইবনে বুজায়ের ইবনে মু'আবিয়া আল-আনছারী আল-কূফী (১১৩-১৮২হিঃ/৭৩১-৭৯৮ খৃঃ)। জন্ম কুফায়। তিনি ইমাম হিসাবেও খ্যাত ছিলেন। তাঁর '*কিতাবুল-খারাজ*' ইসলামী অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল। এ বিষয়ে পরে অন্যান্য ফক্বীহগণও লিখেছেন। তবে তাঁর মত যুক্তিপূর্ণ ও দৃঢ় বক্তব্য আর কারো লেখায় পাওয়া যায় না। আবু ইউসুফ যেসব বিষয়ে তৎকালীন শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তার মধ্যে রয়েছে জনগণর প্রয়োজন পূরণের উপর তাকীদ এবং করের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা রক্ষার উপর জোর। ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয় প্রায় বারো শত বছর পূর্বে তাঁর লেখায় আধুনিককালের Cannons of Taxation -এর মতই তিনি করের তিনটি কানূনের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হ'ল- (১) কর প্রদানের সামর্থ্য (২) কর প্রদানের উপযোগী পদ্ধতি এবং (৩) কর প্রদানকারীদের কর প্রদানের জন্য সুবিধাজনক সময় নির্ধারণ। তিনি কর প্রশাসন বিষয়ক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই যৌক্তিক বিবেচনা করেছেন।

তিনি কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি ভূমির উপর কর আরোপের সুপারিশ করেন। বিস্ময়ের বিষয়, প্রগতিশীল করের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়েও তিনি সুচিন্তিত ও দৃঢ় বক্তব্য রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনার দ্বারা দেখিয়েছেন ভূমির উপর আনুপাতিক বা স্থির হারে খাজনা নির্ধারণ অপেক্ষা প্রগতিশীল হারে কর আরোপের ফলে আদায়কৃত করের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সামাজিক সাম্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রগতিশীল কর আরোপের ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিপূর্ণ আলোচনার জন্য নিঃসন্দেহে তিনি পথিকৃত চিন্তাবিদ হিসাবে গণ্য হবেন। তিনি পূর্ত কর্মসূচী, বিশেষতঃ সেচ ব্যবস্থা ও সড়ক নির্মাণ রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক দায়িত্ব বলে সাব্যস্ত করেন। এসবের ব্যয় কিভাবে মেটানো যায় সে ব্যাপারেও সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করেছেন। আবু ইউসুফের মৌলিক অবদান সরকারী অর্থায়ন প্রসঙ্গে, কিন্তু মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়, বিভিন্ন রকম কর দামের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাও আলোচনা করেছেন। কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি শাসকের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন।

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

Contents

আশ শায়বানীঃ তাঁর পুরো নাম ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আল-হাসান আশ-শায়বানী (১৩২-১৮৯ হিঃ/৭৫০-৮০৪ খৃঃ)। '*কিতাবুল ইকতিসাব ফির রিযকিল মুসতাতব*' বইয়ের জন্যই তাঁর খ্যাতি। এই বইয়ে কিভাবে সৎ উপায়ে উপার্জন করা যায় তার বিবরণ বিধৃত হয়েছে। সৎ উপার্জনের জন্য তিনি যেসব পদ্ধতির সুপারিশ করেছেন সে সবের মধ্যে *ইজারাহ* (ভাড়া), *তিজারাহ* (ব্যবসা), *যিরাআহ্* (কৃষি) এবং *ছিনাআহ* (শিল্প) উল্লেখযোগ্য। একজন ভাল মুসলমান তার আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরহিতপরায়ণ হবে এবং সে যাতে ভিক্ষা না করে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আশ-শায়বানী কৃষিকাজকে সকল পেশার মধ্যে মহত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সমগ্র সমাজের জন্য এটি সবচেয়ে অপরিহার্য ও উপকারী। তাঁর এই মত সমকালীন অন্যান্য ইমাম ও ফক্বীহদের থেকে তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। কারণ অন্যান্যরা ব্যবসা-বাণিজ্যকেই কৃষিকাজের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আবু ইউসুফের যোগ্য শিষ্য ও উত্তরসূরী।

যারা শরীয়াহর বিধান ত্যাগ করে অন্যের খাদ্য গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না, তিনি তাদের সমালোচনা করেন। শায়বানী সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য যতটুকু আয় করা প্রয়োজন অন্ততঃ ততটুকু আয় করার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেন। তাঁর '*কিতাবুল আছল*' এবং অন্যান্য রচনার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল '*সালাম*' (অগ্রিম ক্রয়), '*শিরকাত*' (অংশীদারিত্ব) ও '*মুযারাবাহ*' (মুনাফার অংশীদারিত্ব) ইত্যাদি।

আবু উবায়দঃ তাঁর পুরো নাম আবু উবায়দ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম (১৫৪-২২৪ হিঃ/৭৬৬-৮৩৮ খৃঃ)। ইমাম হিসাবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তাঁর '*কিতাবুল আমওয়াল*' সরকারী অর্থব্যবস্থার একটি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ দলীল। এই বইয়ে প্রজাদের উপর শাসকদের অধিকার এবং শাসকদের উপর প্রজাদের অধিকার ছাড়াও যাকাত ও ওশর, খুমুস্ এবং ফাই (খারাজ ও জিজিয়াসহ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইসলামের প্রথম দু'শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস হিসাবেও বইটির সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

ইয়াহিয়া বিন আদমঃ তাঁর পুরো নাম আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনু আদম ইবনে সুলাইমান আল-কুরাইশী আল-উমায়ী আল কূফী (১৩৪-২০২ হিঃ/৭৫২-৮১৮ খৃঃ)। তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে '*কিতাবুল খারাজ*' ইসলামী ভূমি রাজস্বের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত। এর প্রধান কারণ এটি তাঁর উস্তাদ আবু ইউসুফের '*কিতাবুল খারাজ*'-এ উপস্থাপিত বক্তব্যের জবাব বা বিতর্কমূলক উত্তর। ভূমি কর সম্বন্ধে তিনি তাঁর বিখ্যাত শিক্ষকদের বক্তব্য খণ্ডন করে হাদীছকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বালাযুরী তাঁর রচনায় এই বইটি বহুল ব্যবহার করেছেন। শুধুমাত্র খারাজের প্রসঙ্গে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে ইয়াহিয়া বিন আদম অন্যান্য ভূমি কর ও ওশর বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। স্থাবর সম্পত্তির উপরও ওশর আদায় করা যেতে পারে বলে তিনি অভিমত পোষণ করেন।

আল-মুহাসিবিঃ তাঁর পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ হারিছ ইবনে আসাদ আল-আনাযী আল-মুহাসিবি (১৬৫-২৪৩ হিঃ/৭৮১-৮৫৭ খৃঃ)। তাঁর জন্ম বছরায়। মূলতঃ তিনি সূফী হ'লেও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর মতে সম্পদ কারোরই অন্বেষার বিষয় হওয়া উচিত নয়। বরং অল্পে তৃপ্ত হওয়াতেই কল্যাণ নিহিত। উপরন্তু যা শরী'আত কর্তৃক নিষিদ্ধ তা থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি '*যুহদ*' বা মিতাচারের প্রবক্তা ছিলেন। ভোগের জন্য লালায়িত হ'লে হালালের সীমা লংঘনের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। তাই ব্যক্তির সাথে তার সম্পদের সম্পর্ক হবে খুবই নিয়ন্ত্রিত ও সতর্কতামূলক। ভোগ-লালসাকে তিনি মহাপাপ বলে নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা ও করযে হাসানা না দেওয়া বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহকে তাঁর প্রাপ্য প্রদানে অস্বীকারতুল্য। এসব প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা রয়েছে তাঁর '*রিসালাতুল মাকাসিব ওয়াল ওয়ারা ওয়াল শুবুহাহ*' গ্রন্থে।

কুদামা বিন জাফরঃ তাঁর পুরো নাম কুদামা ইবনু জাফর আবুল ফারাজ আল-কাতিব আল-বাগদাদী (মৃত্যু ৩৩৭ হিঃ/৯৪৮ খৃঃ)। এক খৃষ্টান পরিবারে তাঁর জন্ম। খলীফা আল-মুকতাফীর রাজত্বকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কালের ধ্বংস হ'তে তাঁর যে তিনটি বই রক্ষা পেয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দুই খণ্ডে সমাপ্ত '*কিতাবুল খারাজ*'। এই বইয়ে তিনি তৎকালীন খলীফার শাসনাধীন এলাকার প্রদেশ সমূহের বিবরণের পাশাপাশি সরকারী ডাক ব্যবস্থা ও আদায়কৃত করের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর আলোচনা থেকে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ফাইন্যান্সিয়াল পদ্ধতি, করের শ্রেণী, কর হ'তে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায়। প্রশাসনিক কাঠামোর সাথে কর আদায়ের সম্পর্ক বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন।

আল-মাওয়ার্দীঃ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে আল-মাওয়ার্দীর জন্ম। তাঁর পুরো নাম আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাবীব আল-বছরী আল-বাগদাদী (৩৬৪-৪৫০ হিঃ/৯৭৪-১০৫৮ খৃঃ)। তিনি ইরাকের বসরা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের দীর্ঘ সময় বাগদাদে অতিবাহিত করেন। তিনি বাগদাদের প্রধান কাযীর পদও অলংকৃত করেন। তাঁর '*আল-আহকামুস সুলতানিয়া*' সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে একজন শাসকের কর্তব্য, সরকারী আয় ও ব্যয়, সরকারী জমি, খাস জমি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

একজন আদর্শ শাসক বাজার তদারকী করবে, সঠিক ওযন ও মাপ নিশ্চিত করবে, প্রতারণা রোধ করবে এবং ব্যবসায়ী ও কারিগরেরা যাতে তাদের লেনদেনের ক্ষেত্রে শরী'আতের নিয়ম-কানূন অনুসরণ করে সে দিকে নযর দেবে। তাঁর '*কিতাবু আদাবিদ দ্বীন ওয়াদ দুনইয়া'* গ্রন্থে একজন মুসলমানের অর্থনৈতিক আচরণ কেমন হবে সে বিষয়ে শরী'আতের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, সৎ উপার্জনের জন্য চারটি পথ খোলা রয়েছে- কৃষি কাজ, পশু পালন, ব্যবসা এবং শিল্প।

ইবনু হাযমঃ তাঁর পুরো নাম আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু আবু ওমর আহমাদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাযম আল-কুরতুবী আল-আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ/৯৯৪-১০৬৪ খৃঃ)। স্পেনের কর্ডোভার এক ধনী ও বিখ্যাত পরিবারে তাঁর জন্ম। ইমাম হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর রচনার মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে '*আল-মুহাল্লা শারহু আলা মিনহাজিত তালিবীন'*। তাঁর লেখায় মানুষের মৌলিক চাহিদা ও দারিদ্র্য, ভূমিসত্ত্ব ব্যবস্থা, কর ও যাকাতের প্রসঙ্গই সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। মানুষের বিশেষতঃ সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব স্ব স্ব এলাকার ধনীদের। তারা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে বা এড়িয়ে যেতে চাইলে তাদের সম্পদ হ'তে অংশবিশেষ এই কাজে প্রদানে বাধ্য করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ভূমিসত্ত্ব প্রসঙ্গে ইবনু হাযম *মুযারাআহ*-কে ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ বলেছেন। তাঁর মতে বর্গাচাষীদের বেলায় মালিকদের নির্দিষ্ট হিছ্যা-ফসলের অংশ, অর্থ বা অন্য যেকোন কিছু পূর্বেই নির্ধারিত করে নেওয়া ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ। কর প্রসঙ্গে তাঁর সবচেয়ে উদ্বেগ ছিল কর আদায়ের পদ্ধতি নিয়ে। তিনি পীড়নমূলক ও শোষণধর্মী করের বিরুদ্ধে ছিলেন। কর সংগ্রহের পদ্ধতি বিষয়েও তাঁর উদ্বিগ্নতা লক্ষ্যণীয়। কর আদায়ের অন্যায় ও জবরদস্তিমূলক পদ্ধতি প্রসঙ্গে তিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে শরী'আহর বিধান লংঘন করে কর আদায় করা যাবে না। যাকাত আদায়ের ব্যাপারে রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিতে বলেছেন। উপরন্তু কেউ যাকাত আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদ হ'তে যাকাত আদায় করে নেওয়ার পক্ষে তিনি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে মানুষের প্রাপ্য যদি মৃত্যুর পরেও পরিশোধযোগ্য হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র প্রাপ্য কেন পরিশোধযোগ্য হবে না?

আল-গাযালীঃ তাঁর পুরো নাম আবু হামিদ মুহাম্মাদ আল-তুসী আশ-শাফিঈ আল-গাযালী (৪৫১-৫০৫ হিঃ/১০৫৫-১১১১ খৃঃ)। খোরাসানে তাঁর জন্ম। ইমাম হিসাবেই তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধি। '*এহইয়া উউলূমিদ দীন'* তাঁর অবিস্মরণীয় ও কালজয়ী গ্রন্থ। মানুষ যে সময়ে জাগতিক সুবিধাদির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল সে সময়েই আল-গাযালীর আবির্ভাব। যে সময় ইসলামে নানা শিরক ও বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, নানা সংশয় ঘিরে ধরেছিল মুসলমানদেরকে সে সময়ে তাঁর আবির্ভাব।

তাঁর লেখায় সুফী মতবাদের ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি সৎ নিয়ত ও অভীষ্ট লক্ষ্যজনিত কাজকর্মের উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, একজন ব্যবসায়ী এমনভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে যাতে তার সামাজিক বাধ্যতামূলক কর্তব্যও (*ফরয-ই-কিফাইয়া*) পালিত হয়। একজন ব্যক্তির সাধারণভাবে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য যতটুকু আয় করা দরকার তার বেশী বা কম আয় করার চেষ্টা করা উচিত নয়। মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে থাকবে আসবাবপত্র, বিবাহ ও সন্তানাদি পালন এবং কিছু সম্পত্তি। তিনি কখনও খুব উচুঁ মানের জীবন যাপনের পক্ষে ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীরা যেরূপ জীবন যাপন করতেন সেটিই ছিল তাঁর পসন্দ। যারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন করে এবং তা মওজুদ করে রাখে এবং তার গরীব ভাইদের সহায়তা করে না তাদেরকে তিনি অত্যাচারী হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

প্রজাদের সাহায্য করা, তাদের প্রয়োজনের দিকে নযর দেওয়া, দুর্নীতি বন্ধ করা এবং শরী'আত বিরোধী কর আরোপ না করার জন্য তৎকালীন শাসকদের তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। জনগণ যখন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয় সে সময় তাদের খাদ্য ও বস্ত্র ছাড়াও সরকারী কোষাগার হ'তে আর্থিক সাহায্য দেওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি। শ্রম বিভাগ ও মুদ্রার ক্রমবিকাশের উপরও গাযালীর অবদান রয়েছে। *রিবা আল-ফযল* নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, এটা মুদ্রার প্রকৃতি ও কার্যাদিকে লজ্ঘন করে। মুদ্রা গচ্ছিত করে রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তিনি যুক্তি দেখান যে, মুদ্রা আবিস্কৃতই হয়েছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করার জন্য। মুদ্রা গচ্ছিত রাখলে সেই প্রক্রিয়াই ব্যাহত হয়ে পড়ে।

উপরে কয়েকজন খ্যাতনামা ইসলামী অর্থনীতি চিন্তাবিদের ধ্যান-ধারণা তুলে ধরা হ'ল। এ থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় মানবকল্যাণ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা, সুশাসন ও কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে আজ হ'তে কয়েকশত বছর পূর্বেই সে সময়ের মুফতী, ফক্বীহ ও মুজাদ্দিদগণ কত সতর্ক ও সচেতন ছিলেন। খলীফা, সুলতান ও শাসকদের যেমন তাঁরা পথ নির্দেশ দিয়েছেন তেমনি জনসাধারণকেও তাদের অধিকার ও প্রয়োজন সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করেছেন। এইসব মহান ব্যক্তিত্বদের চিন্তা-চেতনায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ তথা শুধুমাত্র ভোগ ও আত্মতৃপ্তির ধারণা কোন প্রাধান্য পায়নি। উপরন্তু আজও তাঁদের পথনির্দেশ মুসলিম উম্মাহর জন্য পথের দিশারী হয়ে রয়েছে।

Contents

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

অকৃতজ্ঞের পরিণাম

বিশাল এক বন। সে বনের পাশেই ছিল ছোট্ট একটি গ্রাম। সে গ্রামে বাস করত এক গরীব কাঠুরে। সে বন থেকে কাঠ কেটে তা বাজারে বিক্রি করে চাল-ডাল কিনে কুটিরে ফিরত। এভাবেই দু'বেলা খেয়ে আবার কখনও উপোস থেকে তাদের দিন চলত। গরীব কাঠুরে ও তার পরিবারের লোকেরা ছিল খুবই ধার্মিক। তারা কখনও ছালাত, ছিয়াম কাযা করত না। দু'বেলা খেয়ে আবার কখনও উপোস থেকেও তারা কখনও নিজেদের অসুখী মনে করত না। প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গেল। কিন্তু বনের মধ্যে ঢুকে নিকটে কোথাও কোন কাটার উপযোগী কাঠ পেল না। ফলে মাইল খানেক হেটে বনের গভীরে গিয়ে সেখানে বেশ কাঠ পেল। তা কেটে নিয়ে গ্রামের বাজারের দিকে হাটতে শুরু করল। কিছু দূর এগোতেই ভীষণ এক গর্জন শুনতে পেল। ভয়ে কাঠুরের বুক হিম হয়ে গেল। কারণ একটা নদী এই বনকে দ্বি-খণ্ডিত করেছে। আর নদীর ওপারে রয়েছে অনেক বাঘ। অনেক সময় বাঘ নদী পার হয়ে এসে কাঠুরে ও শিকারীদের ওপর হামলা করে।

কাঠুরে শব্দটি পুনরায় শুনতে পেল। কিন্তু তার নিকট শব্দটি বড় করুণ বলে মনে হ'ল। সে লক্ষ্য করল, তার বাম পাশে গজ পনের দূরে ছোটখাট একটি ঝোপ ঝাড়ের আড়াল থেকে শব্দটি আসছে। কাঠুরে মাথার বোঝা মাটিতে রেখে কুঠারটি সামনে বাগিয়ে এগিয়ে চলল। অতঃপর ঝোপের নিকটে পৌঁছে দেখল বিশাল একটা শিয়াল ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পড়ে সেখানে গুঙাচ্ছে। শিয়ালটিকে দেখে কাঠুরের বড় মায়া হ'ল। সে কিছু ওষুধি গাছের ছাল ও পাতা বেটে তার ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিল এবং তার সামনে কিছু খাবার রেখে চলে আসল। পরের দিন আবার কাঠুরে বনে গেল। কিন্তু সেদিন সে শিয়ালটিকে কোথাও দেখতে পেল না।

মাস খানেক পরে একদিন সকাল বেলা কাঠুরে বনে গেল। কিন্তু এদিন বনের অনেক ভিতরে গিয়েও কাটার উপযোগী কোন কাঠ পেল না। তাই বনের গভীরে এসে যা পেল তা নিয়ে গ্রামের বাজারের দিকে এগিয়ে চলল। হঠাৎ তার সামনে বড় একটি ছোরা হাতে উপস্থিত হ'ল এক বনদস্যু। এই বনদস্যু পাশের গ্রামে বাস করে। একদিন অসুস্থ অবস্থায় বনের মাঝে বেঁহুশ হয়ে পড়ে ছিল। কাঠুরে তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেবা-যত্ন করে। সুস্থ হয়ে সে কাঠুরের বাড়ি থেকে যাবার সময় তাদের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস চুরি করে নিয়ে যায়। ফলে গরীব কাঠুরে গ্রামের সর্দারের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। সর্দার তাকে বলল, কাঠুরে তোমাকে অসুস্থ অবস্থায় সেবা করে তোমার অনেক বড় উপকার করেছে। আর তুমি উপকারীর অপকার করে ভীষণ অপরাধ করেছ। তাই তোমার শাস্তি হওয়া আবশ্যক। সর্দারের হুকুমে তার একটি হাত কেটে নেওয়া হয়। সেদিন থেকেই সে কাঠুরেকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করে এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এদিন যেহেতু কাঠুরে বনের গভীরে এসেছে, এখানে তাকে মারলে সবাই মনে করবে কাঠুরেকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। তাই সে সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইল না। কাঠুরেকে বলল, কাঠুরে! তুই তোর মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে নে। তোকে আজ আমার হাতে মরতে হবে। সে কাঠুরেকে কথাগুলি বলছে আর ছুরি বাগিয়ে সামনের দিকে এক পা দুই পা করে এগিয়ে আসছে। কাঠুরেও এক পা দুই পা করে পিছাচ্ছে। এমন বিপদের সময়ও কাঠুরে সাহস হারাল না। কাঠুরে বলল, দস্যু! আল্লাহ যদি না চান তবে তুই কেন পৃথিবীর কেউ আমাকে হত্যা করতে পারবে না। একথা শুনে সে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বলল, আজ তোকে আমার হাত থেকে তোর আল্লাহও বাঁচাতে পারবে না (নাঊযুবিল্লাহ)। কাঠুরে মনে মনে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল। পিছাতে পিছাতে কাঠুরের পিঠ একটি গাছের সাথে লেগে গেল। দস্যুও কাঠুরেকে মারার জন্য ছুরি উপরে তুলল। এমন সময় হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বিদ্যুৎ গতিতে একটি শিয়াল ঐ দস্যুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সাথে আরো পাঁচ-ছ'টি শিয়াল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঠুরে লক্ষ্য করল, প্রথম যে শিয়ালটি ঐ দস্যুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটি ঐ শিয়াল, কাঠুরে যার সেবা করেছিল। অতঃপর কাঠুরে আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল এবং মনে মনে বলল, অকৃতজ্ঞের পরিণাম আল্লাহ এমনই করেন।

শিক্ষাঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে নাফরমানির ও অকৃতজ্ঞের পরিণতি এমনটিই হয়। মূলতঃ আল্লাহ্‌র হাতেই সকল কিছুর ক্ষমতা। আল্লাহ কারো ক্ষতি করতে চাইলে, এমন কেউ নেই, যে তার উপকার করতে পারে। আবার আল্লাহ কারো উপকার করতে চাইলেও পৃথিবীর কোন শক্তি তার সামান্যতম ক্ষতি সাধন করতে পারে না। কাজেই সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা এবং বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে তোমাদেরকে অধিক অধিক দান করব'। উক্ত চোরটি উপকারীর অপকার করে অকৃতজ্ঞের পরিচয় দিয়েছে। আল্লাহ তাকে এজন্য শাস্তি দিলেন। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের আশরাফুল মাখলূকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে অনেক নে'মত দিয়েছেন। অথচ আমরা তাঁর নে'মতের শুকরিয়া আদায় করি না। এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতও সঠিকভাবে আদায় করি না এবং অন্যান্য হুকুম-আহকামের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করি না। এতে কি আমরা সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞের পরিচয় দিচ্ছি না? এজন্য কি আমাদের কঠিন শাস্তি হওয়া উচিৎ নয়? অতএব সময় থাকতেই সতর্ক হওয়া যরূরী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

** আবু হাসান বিন আব্দুল হাফীয*
পলিকাদোয়া, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

চিকিৎসা জগত

কিডনি রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি যরূরী

রক্তকে বলা হয় 'রিভার অব দ্যা লাইফ' বা জীবন নদী। রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ প্রস্রাবের সঙ্গে বের করে দিয়ে বিশুদ্ধ রক্তকে শিরায় প্রবাহিত করার কাজটি করে কিডনি। কোন কারণে কিডনি অকেজো বা বিকল হয়ে গেলে এর কাজ ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায় দ্রুত চিকিৎসা না করালে পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু। কিডনির কাজ সাধারণত আকস্মিক এবং ধীর গতিতে ব্যাহত হ'তে পারে।

কিডনি অকেজো হ'তে থাকলেও অধিকাংশ সময় মানুষ বুঝতে পারে না। যখন বুঝতে পারে ততক্ষণে কিডনির বেশ ক্ষতি হয়ে যায়। কিডনি অকেজো রোগীদের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অথচ আমাদের দেশে কিডনি রোগীর সংখ্যা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভয়াবহ এ রোগের প্রকোপ শুধু বাংলাদেশেই নয়; বরং পৃথিবী ব্যাপীই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ধীর গতিতে বা ক্রনিক রেনাল ফেইলিওরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া রোগীর সংখ্যা বিশ্বব্যাপী মহামারীর রূপ নিয়েছে। 'আমেরিকার ন্যাশনাল কিডনি ফাউণ্ডেশনে'র জরিপ থেকে জানা যায়, সেখানে ধীরগতিতে (ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর) কিডনি অকেজো হয়ে যাচ্ছে শতকরা ১১ জনের। এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে কিডনি অকেজো হয়ে গেছে ০.২ শতাংশ বা ৩ লাখ মানুষের। উন্নত রাষ্ট্রের বাসিন্দা হয়েও সেখানকার অর্ধেক কিডনি রোগীই তাদের রোগ সম্পর্কে অজ্ঞাত।

বাংলাদেশে কিডনি রোগীঃ

বাংলাদেশে প্রতি বছর সম্পূর্ণ কিডনি অকেজো হয়ে যায় এমন রোগীর সংখ্যা প্রায় ২০ হাযার। অথচ ব্যয়বহুল এই রোগের চিকিৎসা করার সামর্থ্য দেশের ৫ ভাগ লোকেরও নেই। তাই প্রতিরোধই প্রতিকারের চেয়ে উত্তম।

কিডনি রোগ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে কিছু কথাঃ

পৃথিবীব্যাপী কিডনি রোগের আশংকাজনক বৃদ্ধির ফলে মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে গত বছর থেকে মার্চ মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার পালিত হয়ে আসছে 'ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে'। এ বছরও দিবসটি পালিত হয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে Are your kidneys OK? অর্থাৎ 'আপনার দু'টি কিডনিই কি সুস্থ'? এ প্রশ্নের মাধ্যমে মূলতঃ পরোক্ষভাবে মানুষকে কিডনি রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিডনির কাজ, কেন কিডনির রোগ হয়, কিডনির রোগ শনাক্তকরণের উপায়, এর প্রতিকার, চিকিৎসা ব্যয় সম্পর্কে প্রতিটি মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কারণ এ রোগটি নীরব ঘাতক। দেখা যায়, কোন রকম লক্ষণ প্রকাশ ছাড়াই হঠাৎ মানুষের কিডনি বিকল হ'তে পারে।

কিডনি বিকল রোগীদের চিকিৎসাঃ

কিডনি বিকল হয়ে গেলে এর চিকিৎসা দু'টি। একটি ডায়ালাইসিস এবং অন্যটি কিডনি প্রতিস্থাপন। উভয় চিকিৎসা ব্যবস্থাই অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আমাদের দেশের কিডনি প্রতিস্থাপন সীমিত পর্যায়ে চালু রয়েছে। ডোনারের অভাবে কিডনি অকেজো রোগীদের এ চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয় না। উন্নত বিশ্বে কেউ মৃত্যুবরণ করলে (ব্রেইন ডেথ) তার কিডনি আরেকজনের দেহে সংযোজন করা হয়, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল তাই জীবিত অবস্থায় নিজের কিডনি অন্যকে দান করে দেয়। এশিয়ার ক'টি দেশে এভাবে কিডনি দানের ঘটনা দেখা যায়। তবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং কিডনি সংযোজনে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের অপ্রতুলতার কারণে বাংলাদেশে কিডনি প্রতিস্থাপন বিস্তৃতি লাভ করেনি।

কিডনি বিকল রোগীদের আরেকটি চিকিৎসা হচ্ছে ডায়ালাইসিস। ডায়ালাইসিস দু'ধরনের। একটি হচ্ছে মেশিনে রক্ত পরিশোধনের মাধ্যমে (হিমোডায়ালাইসিস) এবং অন্যটি পেটে করা হয়, যাকে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস বা সংক্ষেপে সিএপিডি বলে। হিমোডায়ালাইসিস অত্যন্ত ব্যয়বহুল মেশিন এবং ফ্লুইডের সাহায্যে করা হয়। রোগীকে বার বার চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে ডায়ালাইসিস করতে হয়। সিএপিডির মাধ্যমে পেটে একটি নল লাগিয়ে দেয়া হয় ফলে রোগী বাড়িতে বসে নিজের ডায়ালাইসিস নিজেই করতে পারে। আমাদের দেশে সিএপিডির মাধ্যমে ডায়ালাইসিস করা সুবিধাজনক। সরকার যদি সিএপিডি ফ্লুইড তৈরী করে, তবে অনেক কম খরচে অনেক বেশী রোগীকে ডায়ালাইসিস সুবিধা দেয়া যাবে।

প্রতিরোধই একমাত্র উপায়ঃ

কিডনি অকেজো হওয়া রোধ করতে প্রতিরোধই আমাদের মত গরীব দেশের একমাত্র উপায়। কিডনি রোগ প্রতিরোধের প্রধান মন্ত্রই হ'ল 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়'। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করা ও তার চিকিৎসা করা। যেমন ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখা, পরিমিত পরিমাণে পানি পান করা, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বা তীব্র ব্যথানাশক ওষুধ সেবন না করা, শিশুদের গলা ব্যথা, জ্বর ও ত্বকে খোস-পাঁচড়া হ'লে দ্রুত চিকিৎসা করা, ডায়রিয়া, বমি ও রক্ত আমাশয়ের কারণে লবণ ও পানিশূন্যতা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করা এবং খাদ্য গ্রহণের সময় প্রতিদিন পাঁচ রঙের খাবার গ্রহণ করা। পাঁচ রঙের খাবার হচ্ছে লাল, হলুদ, সাদা, সবুজ এবং গোলাপি বর্ণের খাবার। যেমন- মিষ্টি কুমড়া, পেঁপে, গাজর, বীট, ফুলকপি, টমেটো, লাল শাক, পালং শাক ইত্যাদি। ফলের মধ্যে মৌসুমি ফল যেমন- আম, জাম, তরমুজ, আপেল, আনারস ইত্যাদি। এছাড়া টক দই নিয়মিত খাওয়াও স্বাস্থ্যকর। কিডনির সুস্থতায় এই পাঁচ বর্ণের শাকসবজি ও ফল দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখা উচিত।

আমাদের ত্রুটিপূর্ণ জীবন-যাপন এবং ত্রুটিপূর্ণ খাবারই আমাদের রক্ত দূষিত করে। তাই কিডনি সুস্থ রাখতে জীবন-যাপন পদ্ধতি হ'তে হবে স্বাস্থ্যসম্মত।

॥ সংকলিত ॥

Contents

ক্ষেত-খামার

আম গাছের পোকা ও রোগবালাই এবং প্রতিকার

ফলের রাজা বলতে আমরা আমকেই বুঝি। বিশ্বে ১৫০টিরও বেশী জাতের আম পাওয়া যায়। স্বাদে, গন্ধে, রঙে, রসনা তৃপ্তিতে আম সত্যিই অতুলনীয়। কাঁচা অবস্থায় ভর্তা, আচার, জ্যাম, জেলি, আমচুর, আমসত্ত্ব, আমদুধ, জুসসহ নানাভাবে আম খাওয়া যায়। এ ছাড়া আমগাছের কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র ও আমপাতা দিয়ে দাঁতের মাজন তৈরী এবং রাতকানা, অন্ধত্ব রোধে পাকা আম, রক্ত পড়া বন্ধ করতে কচি পাতার রস, প্রস্রাবের জ্বালা, পাতলা পায়খানা ও পুরোনো আমাশয় রোধে আমের মুকুল, চর্মরোগে আমগাছের আঠা, জ্বর, বহুমূত্র ও বুকের ব্যথায় আমপাতার রস দারুণ উপকারী। আমাদের দেশের প্রায় সব এলাকায় কম-বেশী আমগাছ জন্মায়। তবে বৃহত্তর রাজশাহী এলাকা আম চাষের জন্য বিখ্যাত। পুষ্টিগুণ বিবেচনায় খাদ্য উপযোগী ১০০ গ্রাম আমের মধ্যে রয়েছে আট হাযার ৩০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন, ৯০ কিলোক্যালরি শক্তি, ২০ গ্রাম শর্করা, ১৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৪১ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি'।

আমাদের দেশের অধিকাংশ এলাকাতেই রয়েছে আম চাষের অপার সম্ভাবনা। কিন্তু উপকারী ও সম্ভাবনাময় ফল 'আম' চাষের অন্যতম শত্রু হ'ল এর ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগবালাই। এসব পোকামাকড় ও রোগবালাই সঠিক সময়ে দমন করতে পারলে অধিক পরিমাণ গুণগত মানসম্পন্ন আম উৎপাদন করা সম্ভব।

আমের ক্ষতিকর পোকামাকড়ঃ

আমের ক্ষতিকর পোকামাকড়ের মধ্যে হপার পোকা, মাছি পোকা, গল এবং উইভিল অন্যতম।

হপার পোকাঃ আমগাছে মুকুল আসার সময় এদের আক্রমণ দেখা যায়। পূর্ণবয়স্ক ও বাচ্চা (নিম্ফ) অবস্থায় এ পোকা মুকুলের রস চুষে খায় এবং মুকুল শুকিয়ে ঝরে পড়ে।

দমনঃ আমের হপার দমনের জন্য 'বুস্টার-১০ ইসি' ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি বা দুই ক্যাপ কিংবা 'স্টার্টার-৪০ ইসি' ১০ লিটার পানির সঙ্গে ২০ মিলি বা চার ক্যাপ পরিমাণ তরল কীটনাশক ফুটপাম্পের সাহায্যে অন্তত দু'বার সম্পূর্ণ গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

মাছি পোকাঃ আমের মুকুল ফোটার ১৫-২০ দিন পর আম মার্বেল আকার ধারণ করার সময় থেকেই মাছি আসা শুরু করে। এরপর এক মাস বয়সে আমের গায়ে মাছি বসা শুরু করে। আরও ১০-১২ দিন পর আমের নিচে ছিদ্র করে মাছি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর আঠালো পদার্থ নিঃসরণের মাধ্যমে ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং আমের ভেতরে কিড়া বড় হ'তে থাকে। এক সময় আম ফেটে পচে যায়। এ অবস্থায় কোন কীটনাশক ব্যবহার করে লাভ নেই।

দমনঃ মুকুল ফোটার ১৫-২০ দিনে প্রথমবার আক্রমণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'মর্টার-৪৮ ইসি' প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে, যাতে পুরো গাছ ভিজে যায়। এভাবে প্রথমবার স্প্রে করার এক মাস পর দ্বিতীয়বার এবং আরও ১৫ দিন পর তৃতীয়বার একই মাত্রায় 'মর্টার-৪৮ ইসি' স্প্রে করতে হবে।

ডগার গল সৃষ্টিকারী 'সাইলিড'ঃ এ পোকার আক্রমণে আমগাছে নতুন পাতা ও ফুলের কুঁড়ির বদলে সবুজ রঙের শক্ত এবং সুচালো মুখ গলের সৃষ্টি হয়। এসব গল থেকে কোন পতা বা ফুল বের হয় না।

দমনঃ ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন আক্রান্ত গাছের পাতায় পোকার ডিম পাড়ার গর্ত থেকে মোমের গুঁড়োর মতো মল বের হ'তে দেখা যায়, তখন থেকে শুরু করে ১৫ দিন পরপর দু-তিনবার 'স্টার্টার-৪০ ইসি' প্রতি দুই লিটার পানিতে পাঁচ মিলি বা এক ক্যাপ কীটনাশক মিশিয়ে গাছে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।

উইভিল বা ভোমরা পোকাঃ উইভিল বা ভোমরার স্ত্রী পোকা কাঁচা আমের গায়ে ডিম পাড়ে। আমের মধ্যে ডিম ফুটে কিড়া বের হয় এবং ফলের শাঁস খায়। ফল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাইরে থেকে আম ভাল দেখা গেলেও ভিতরে কিড়া পাওয়া যায়।

দমনঃ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে মরা ও অপ্রয়োজনীয় শাখা এবং পোকায় আক্রান্ত ফল মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। এ ছাড়া আমের আঁটি শক্ত হওয়ার সময় 'মর্টার-৪৮ ইসি' প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি বা দুই ক্যাপ কীটনাশক গাছে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।

আমের রোগবালাইঃ

আমের ক্ষতিকর রোগবালাইয়ের মধ্যে ফোস্কা বা অ্যানথ্রাকনোজ, শুঁটি মোল্ড বা মহালাগা এবং পাউডারি মিলডিউ অন্যতম।

ফোস্কা বা অ্যানথ্রাকনোজঃ ফোস্কা বা অ্যানথ্রাকনোজ রোগের আক্রমণে গাছের পাতা, কাণ্ড, মুকুল ও ফলে ধূসর বাদামি রঙের দাগ পড়ে। মুকুলগুলো ঝরে যায়। এ ছাড়া আমের গায়ে কালো দাগ পড়ে, আম পচে যায়। কুয়াশাচ্ছন্ন ও ভেজা আবহাওয়ায় এ রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিকারঃ এ রোগ দমনের জন্য আক্রান্ত পাতা, ডাল, পুষ্পমঞ্জরি সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আমবাগান সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে, গাছের নিচের মরা পাতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছে মুকুল আসার পর ফুল ফোটার আগে 'বেনডাজিম-৫০ ডব্লিউপি' প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ ছাড়া 'এন্টিসিকা-২৫০ ইসি' প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি ব্যবহার করা যেতে পারে। আমের আকার মটরদানার মত হ'লে দ্বিতীয়বার ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

শুঁটি মোল্ড বা মহালাগাঃ এ রোগের আক্রমণে আম পাতা ও ফলের ওপর কালো আবরণ পড়ে। আমগাছে মিলিবাগ অথবা হপার পোকায় আক্রমণ করলে এরা হানিডিউ বা মধু নিঃসরণ করে, ফলে হানিডিউতে শুঁটি মোল্ড সৃষ্টিকারী ছত্রাক জন্মায় এবং পাতা, মুকুল ও ফলে তা বিস্তার করে।

প্রতিকারঃ এ রোগে আক্রান্ত গাছে 'বেনডাজিম-৫০ ডব্লিউপি' প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। গাছে হপার পোকার আক্রমণ হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তা দমন করতে হবে।

পাউডারি মিলডিউঃ এ রোগের আক্রমণে আমের মুকুলে সাদা পাউডারের মত আবরণ দেখা যায়। এ রোগের ফলে মুকুল ঝরে যায়। আক্রান্ত আমের চামড়া খসখসে হয় এবং কুঁচকে যায়।

প্রতিকারঃ গাছের মুকুল আসার পর একবার এবং ফল মটরদানা আকারের হ'লে আরও একবার বেনডাজিম-৫০ ডব্লিউপি' প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০গ্রাম এবং 'হেমেক্সিল-এম জেড ৭২ ডব্লিউপি' ১০ লিটার পানিতে ২৫গ্রাম একত্রে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক নিয়ম মাফিক আম বাগানের যত্ন নিলে আমবাগান ও ফলের যেমন সুরক্ষা করা হবে তেমনি ফলনও বেড়ে যাবে। কাজেই সব সময়ই তীক্ষ্ণ নযর রাখতে হবে বাগানের প্রতি। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র রিযিকদাতা।

॥ সংকলিত ॥

Contents

কবিতা

আল্লার পথ

- আমীরুল ইসলাম মাস্টার
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

আল্লাহর পথ সরল সোজা
এক সে ধর্ম দ্বীন
এক সে রবের একটিই পথ
এক ছিরাত্বাল মুস্তাক্বীম।
সৃজিলেন তিনি জ্বীন ও ইনসান
করিতে ইবাদত বন্দেগী
চলিবে কেবল তাঁরই পথ ধরে
গুযরান করিবে যিন্দেগী।
চিরশত্রু শয়তানের পথে
মুসলিম চলে না কভু
ও পথে চলিতে বারণ করেন
দ্বীন দুনিয়ার প্রভু।
ইহুদী-নাছারা ওরাতো কাফের
নেইকো ওদের আল্লাহ ভীতি
মানে না ওরা অহি-র বিধান
নিজেরাই রচে আইন নীতি।
নবীকে মানে না আখেরাতে ওরা
চিরতরে রবে জাহান্নামে
এই হুকুমই নাযিল হয়েছে
আসমানী ফরমানে।
যে পথে ওরা চলিছে ধরায়
রচিয়া আইন নিয়ম-নীতি
ও পথে আছে চির দুর্ভোগ
চির অশান্তি ভয়াল ভীতি।
ঐ পথে কভু চলে না মুসলিম
ধারে নাকো ধার কোন আদর্শের
ও পথ কেবল ইহুদী-নাছারার
চির অভিশপ্ত মুশরিকের।
আল্লাহ ও নবীর দেখানো যে পথ
সে পথই কেবল কুরআনের
এ পথেই চলে মুসলিম জাতি
চির শান্তিময় ফেরদাউসের।
ও পথে চলিতে যদি করে ভুল
হবে বরবাদ পাবে নাকো কুল
জাহান্নামের পথ সেতো শুধু
চির আযাব ও গযবের।
যে পথে গেছেন তাঁর প্রিয়জন
সে পথই কেবল ইসলামের
আল্লাহ্‌র দেয়া একটিই পথ
বাদ বাকী সব শয়তানের।
মুসলিম কভু ইসলাম ছাড়া
পরে না শিকল পদ্ধতির
মানে না অন্য পথ মত কিছু
ধারে নাকো ধার প্রগতির।
প্রচলিত পথে চলে নাকো কভু
ও পথ যে চির দুশমনের
শিরক ও বিদ'আতের কবর রচিয়া
ঝাণ্ডা ওড়ায় তাওহীদের।
***

এক তিক্ত প্রত্যাশার জ্বলন্ত আগুন

- মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

এক তিক্ত প্রত্যাশার জ্বলন্ত আগুনের দাহ্য অঙ্গারে
যেন টকটকে লাল হয়ে পুড়ছি
বুকের ভেতর এক রাশ ব্যথার ফেনিল স্খলনে
মুহ্যমান ত্বরান্বিত মনে আমি ঘুরছি।
ক্ষুধার্ত নেকড়ের লোলুপ দৃষ্টিতে খেইহারা
উদ্বেলিত অসহায় শাবকের নেই নিরবতা
বিরহের ব্যথা বয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত একেবারে এই আমি
আমার অস্তিত্বে ঘোরে নিস্পেষিত যাতনার খেয়ালি হোতা।
প্রদীপ্ত উচ্ছৃলতার ক্লান্ত আবেশে পরিচ্ছন্ন আমার মন
যেন বর্ষার পানি ঝরা বিলম্বিত এক ফালি ক্লান্ত দুপুর
গভীর আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানে পড়ে আছে
কালের স্বাক্ষর হয়ে তুলনা বিহীন এক বৃহৎ মুকুর।
আমি দেখি প্রতিচ্ছবি তার,
আমি দেখি বারবার শতবার কত রূপে কত ভাবে
পারি নাতো ফিরাবার শত আয়োজনে,
প্রচ্ছন্ন আবেশে ঢেকে যাক পৃথিবী আমার
বসুধার বুক চিরে অতল এ গহ্বরে কখন কে জানে?
অপাংক্তেয় হয়ে খুঁজি সংগোপনে;
একদিন প্রতিদিন প্রতিটি ক্ষণে।
***

প্রিয় আত-তাহরীক

- আয়েশা ছিদ্দীকা শারমীন
মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।

প্রিয় আত-তাহরীক
তুমি খুবই ভালো,
ঘরে ঘরে গিয়ে তুমি
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো।
প্রতিমাসে যখন তোমায়
পাই আমি হাতে,
তাড়াতাড়ি খুলেই আমি
চোখ বুলাই তোমাতে।
চিনতে শেখালে কুরআন হাদীছ
মানতে শেখালে ইসলাম
মণি মুক্তা হীরার চেয়ে
তোমার অনেক দাম।
তুমি সত্য তুমি নির্ভিক
তুমি মিথ্যা নও,
আত-তাহরীক তুমি আরো
অগ্রগামী হও।
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণীজগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১। হায়েনা। ২। জিরাফ। ৩। হাঙ্গর।
৪। মাছ। ৫। ক্যাঙ্গারু।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। তেলের অণু বড় আর পানির অণু ছোট বলে।
২। শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকে বলে।
৩। কার্বণ ডাই-অক্সাইড।
৪। ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা ২১২° ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপে।
৫। তেল পানি অপেক্ষা হালকা বলে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১। সর্পহীন দেশ কোন্টি?
২। মৎসহীন নদী কোন্টি?
৩। পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেল পথ কোথায়?
৪। পৃথিবীর সবচেয়ে শীতলতম স্থান কোন্টি?
৫। পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান কোন্টি?

** সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা

১। কি কি মাছের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ আছে?
২। লবণের তৈরী দ্বীপ কোন্টি?
৩। তিতাস গ্যাস কি? ৪। কোহিনুর কি?
৫। রোবট কি?

** সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে এক সোনামণি বেশিষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা, মহানগরী ও নওদাপাড়া মারকায শাখা পুনর্গঠন উপলক্ষে আয়োজিত রাজশাহী মহানগরী 'সোনামণি' প্রধান উপদেষ্টা মাস্টার ইউনুছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি রাজশাহী যেলা, রাজশাহী মহানগরী ও নওদাপাড়া মারকায শাখার নব নির্বাচিত দায়িত্বশীলদের নাম ঘোষণা করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে নব নির্বাচিত দায়িত্বশীলদেরকে স্বীয় দায়িত্বে যত্নবান হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সর্বোপরি সোনামণি সংগঠনের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আব্দুল্লাহিল কাফী এবং জাগরণী পরিবেশন করে মঈনুদ্দীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন।

রাঘবিন্দ্রপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ১৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর রাঘবিন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠন পরিচিতি সহ ছালাত, সালাম ও কুশল বিনিময়ের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন অত্র শাখার সহ-পরিচালক শাম'উন কবীর। এলাকার কয়েকটি শাখার প্রায় শতাধিক সোনামণি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সেলিম রেযা।

রাঘবিন্দ্রপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ১৪ ফেব্রুয়ারী বুধবারঃ অদ্য বাদ এশা রাঘবিন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আনোয়ারুল হক মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সমাজ সংস্কারে সোনামণি সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। সমাপণী অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সেলিম রেযা।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

পণ্য মজুদ ও অতি মুনাফা করলে কঠোর শাস্তি

বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণে আইন সংস্কার

বর্তমান সরকার পণ্য মজুদ ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে নতুন করে অতি মুনাফা আইন তৈরী ও পুরনো আইনের সংস্কার করতে যাচ্ছে। নতুন এ আইনে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের জন্য জরিমানাসহ কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হচ্ছে। এছাড়া পণ্য মজুদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করা হবে এ আইনে। এ আইন প্রণয়নে 'দি এসেনসিয়াল কমোডিটিজ কন্ট্রোল অর্ডার ১৯৮২' 'দি স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট ১৯৭৪' এবং 'দি ইস্ট বেঙ্গল ফুড স্টাফস প্রাইস কন্ট্রোল এন্ড এন্ট্রি বোর্ডিং অর্ডার ১৯৫৩' পর্যালোচনা করা হয়।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের আইন থাকলেও বাস্তবে তার কোন প্রয়োগ নেই। আইনে পণ্যমূল্য নির্ধারণ, ব্যবসায়ীর মুনাফার মাপকাঠি ও ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে বিধিমালা থাকলেও এখন তার কোন কার্যকারিতা নেই। প্রায় ২১ বছর আগে সংশোধিত এ আইনে জরিমানা ও শাস্তির মেয়াদ এতই অল্প যে, তাকে বাস্তবসম্মত বলা যাবে না। এছাড়া আইনে পণ্যমূল্য পরিস্থিতি তদারকি করতে গঠিত মনিটরিং কমিটিও যথাযথভাবে কাজ করতে পারছে না বলে জানা গেছে।

কৃষি পণ্যের খুচরা মূল্য নির্ধারণ ও মজুদদারি রোধে ১৯৬৪ সালে 'ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেটস রেগুলেশন এ্যাক্ট' নামে একটি আইন পাস করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে আইনটি আরো সংশোধন করা হয়। আইনটি বাস্ত বায়নের দায়িত্ব দেয়া হয় কৃষি বিপণন অধিদফতরকে। আইনে বলা আছে, পণ্যমূল্য পরিস্থিতি তদারকি করতে একটি অ্যাডভাইজারি কমিটি থাকবে। কমিটি বাজারে কৃষি পণ্যের জন্য খুচরা মূল্য নির্ধারণ করতে সহায়তা করবে। পণ্য বিক্রয়মূল্য নিয়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে বিতর্ক দেখা দিলে এই কমিটি সেই বিতর্ক নিরসন করবে। কমিটি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে পণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে তা সরকারী গেজেটের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে। কমিটি নির্ধারিত মূল্যের বাইরে বাড়তি কোন দাম আদায় করা যাবে না। ১২(২) ধারায় বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট মার্কেট চার্জের বা মূল্যের অতিরিক্ত কোন টাকা প্রদানকারী এবং গ্রহণকারীকে ২০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাসের সাধারণ কারাভোগ করতে হবে। পণ্য মজুদ করে বাজারে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করলে ৫০০ টাকা জরিমানা এবং ঐ জরিমানা অনাদায়ে ২ মাসের জেল দেওয়ার বিধান রয়েছে। এছাড়া আইনে উল্লেখ করা হয়, ট্রেড অ্যালাউন্স ব্যতীত পণ্য বিক্রির সময় অন্য কোন ধরনের বাড়তি টাকা নেয়া যাবে না। আইনের ৩(২) ধারায় বলা হয়েছে, লাইসেন্স ছাড়া কেউ অনুমোদিত মার্কেটগুলোতে ব্যবসা করলে তাকে ২০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাসের সাধারণ কারাভোগ করতে হবে। এসব আইন ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মার্কেট অ্যাডভাইজারি কমিটির পরামর্শে লাইসেন্স বাতিল করে দেয়ার বিধানও রাখা হয়েছে বিদ্যমান আইনে।

এছাড়া খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মজুদবিরোধী আইন ১৯৫৩ এবং এসেনশিয়াল কমোডিটিজ কন্ট্রোল অর্ডার ১৯৮১ আইনে চিনি, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজ, শিশুখাদ্যসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ ও মূল্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে।

সূত্র জানায়, ঐসব আইনে যেসব ধারা-উপধারা ও নির্দেশনা রয়েছে তাতে মার্কেটের অ্যাডভাইজরি কমিটি ইচ্ছা করলে কৃষি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিতে পারবে এবং এতে ব্যবসায়ীদের মুনাফা ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বেঁধে দেয়ার সুযোগও রয়েছে। ইতিপূর্বে এ আইনটি বাস্তবায়ন করে কৃষক ও ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে এরশাদ সরকারের সময় উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। ২০০২ সালে আবারও একই উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু সে উদ্যোগও পরবর্তীতে বেশীদূর এগোয়নি।

[শুধু আইন প্রণয়ন নয়, চাই বাস্তব জীবনে এর যথার্থ প্রয়োগ। কেননা প্রয়োগহীন আইন সমাজে সুফল বয়ে আনতে পারে না- সম্পাদক]

কাপ্তান বাজার মসজিদে ছালাত আদায় বন্ধ করে দিয়েছে ডিসিসি

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উচ্ছেদ অভিযানের সময় গত ৮ মার্চ কাপ্তান বাজার রেলওয়ে জমিতে ৩৪ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জামে মসজিদে' মুছল্লীদের ছালাত আদায় বন্ধ করে দিয়েছে। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মসজিদের ইমাম, মুয়াযযিনসহ সকল মুছল্লীকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে তাদের বিশেষ স্বার্থ হাছিলে মসজিদের প্রবেশ পথে দেয়াল তুলে মুছল্লীদের যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে। মসজিদ কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ অনেক মুছল্লী লিখিতভাবে উক্ত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে বলা হয় মসজিদটি ১৯৭৩ সালে কাপ্তান বাজারে রেলওয়ে মালিকানাধীন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। এ মসজিদের উপর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের কোন এখতিয়ার নেই। অভিযোগের সাথে প্রদত্ত মসজিদের সপক্ষে দেওয়ানী মামলার রায়ে বলা হয়েছে, নালিশী ভূমির পার্শ্ববর্তী রেলওয়ে ভূমিতে অবস্থিত হকার্স মার্কেট সরকারী নির্দেশানুসারে ১৯৮৫ সালে শুধু ব্যবস্থাপনা/ম্যানেজমেন্টের জন্য সিটি করপোরেশনের নিকট শর্ত সাপেক্ষে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু ভূমির মূল মালিকানা স্বত্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষেরই থেকে যায়। তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে মসজিদ এবং দোকানের জায়গা রেলওয়ে মালিকানাধীন ১৬৮৬৮ নং খতিয়ানের ভূমি, যা তফসিল বর্ণিত মসজিদ এবং দোকানের জায়গা। উক্ত খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত সিএস ২৩১ নং দাগের অংশ এবং মসজিদের অবস্থান ৭১২৫ বর্গফুট =০.১৬৩৫ একর এবং যা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবস্থাপনা/ম্যানেজমেন্টের জন্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি।

মসজিদ কমিটি এবং কাপ্তান বাজার এলাকার মুছল্লীরা মসজিদটির প্রবেশপথ খুলে দিয়ে মুছল্লীদের মসজিদে যাতায়াত পথকে সুগম করে দেয়ার দাবী করেছেন।

জ্বালানী তেল ছাড়াই সেচের পানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন

দেশে এই প্রথম জ্বালানী তেল ও বিদ্যুৎ ব্যবহার না করেই অত্যন্ত কম খরচে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে সেচ কাজে ব্যবহৃত পানি ও বিদ্যুতের পরীক্ষামূলক উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে যশোরের সীমান্তবর্তী উপযেলা শার্শার ট্যাংরা গ্রামে। আর এই উৎপাদিত পানি থেকে সেচ দেয়া হচ্ছে পাশ্ববর্তী ফসলী জমিতে। প্রাথমিক অবস্থায় পানি উৎপাদন শুরু করা হ'লেও

Contents

আর্থিক সংকটের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে বলে উদ্ভাবক জানান। গ্রাম্য কোয়াক ডাক্তার আবু বকর ছিদ্দীক সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিভাবে জ্বালানী তেল বিহীন পানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় সে লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে গবেষণা শুরু করেন। তার বাড়ীর আঙ্গিনায় পরীক্ষামূলকভাবে গড়ে তোলা হয় এ প্রযুক্তি। শেষ পর্যন্ত ২০০৬ সালের জুন মাসে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুৎ ব্যবহার না করেই পানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এ পদ্ধতিতে পানি ভর শক্তির মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে পানিকে উর্ধ্বমুখী করা হয়। চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারী প্রাথমিকভাবে সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য পরীক্ষামূলক পানি উৎপাদন শুরু করা হয়েছে।

দীর্ঘ ৮ বছর গবেষণা করে পানির চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে জ্বালানি তেল ও বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে ভূগর্ভস্থ মাটির নীচ থেকে পানি উত্তোলনে সক্ষম হয়। দীর্ঘ ৩০ ফুট উঁচু পানির চৌবাচ্চা থেকে পানির ভরে স্থাপন করা হয় বিশালকার একটি লোহার তৈরী চাকা। এই চাকার উপর পানির চাপ সৃষ্টি করে চাকাটি ঘোরানো হয় দ্রুত গতিতে। চাকাটি যত দ্রুত ঘুরবে মাটির নিচ থেকে পানি তত দ্রুত উত্তোলিত হবে। উদ্ভাবনটি দেশে কৃষিক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে বলে কৃষিবিদরা মনে করছেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি মৌসুমে ৮০ বিঘা জমিতে সেচ সুবিধা দেয়া সম্ভব হবে বলে আবিষ্কারক জানান। এ প্রকল্পটি আরো আধুনিকায়ন করা হ'লে মৌসুমে ১শ' বিঘা জমি সেচ সুবিধায় আনা সম্ভব হবে। অন্যদিকে এখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনও সহজতর হবে।

দেশীয় প্রযুক্তিতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন উদ্ভাবন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে অবাধ, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য করতে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন উদ্ভাবন করেছে। সাধারণ মানুষের প্রযুক্তি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন তৈরী করা হয়েছে। মেশিনের উদ্ভাবক ড. এস.এম লুৎফুল কবীর জানান, এ যন্ত্রের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করলে বিপুল পরিমাণ নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস পাবে। একজন ভোটার, পোলিং এজেন্ট অথবা প্রিজাইডিং অফিসারের জন্য এ মেশিন ব্যবহার করা খুবই সহজসাধ্য হবে বলে তিনি জানান। ব্যাটারী চালিত হওয়ায় এটি সহজেই বহনযোগ্য। এছাড়া একবার ব্যাটারী চার্জ করলে একটানা তিন দিন ভোট গ্রহণ করা যাবে। ইলেট্রনিক ভোটিং মেশিনে ব্যালট, কন্ট্রোল, ডিসপ্লে এবং ব্যাটারী এই ৪টি ইউনিটের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ব্যালট ইউনিটে প্রার্থীর নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক পৃথক বাটনের মাধ্যমে চিহ্নিত থাকবে। কন্ট্রোল ইউনিটে সবুজ বাতি জ্বলে উঠলে একজন ভোটার ভোট দিতে পারবে। বাটন চেপে ভোট দেয়ার পর 'ভোট সঠিক হয়েছে' সংকেত দেবে। ভোট প্রদানে ভুল হ'লে মেশিন 'পুনরায় ভোট দিন' এ সংকেত দেবে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোট গ্রহণ নিরাপদ এবং স্বচ্ছ হবে। এ প্রক্রিয়ায় কোন ভোট বাতিল, একের অধিক ভোট বা অন্য কোন অনিয়ম সম্ভব নয়।

বুয়েটের শিক্ষক কে.এম. মাসুম হাবিব, রাজিব মিকাইল এবং গবেষক মাহমুদুল হাসান সোহাগ এ প্রজেক্টে কাজ করেন। ২০০৫ সালে উক্ত টিম তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এ মেশিনের একটি ব্যালট ইউনিটের মাধ্যমে ৬৫ হাযার ভোটের রেকর্ড রাখা সম্ভব। ব্যালট ইউনিটে ১৬টি ভোট সুইচ রয়েছে। প্রার্থীর সংখ্যা এর চেয়ে বেশী হ'লে সর্বোচ্চ ৪৮ জন প্রার্থীর ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যাবে। ১০ কোটি ভোটারের জন্য প্রায় ২ লাখ ব্যালট ইউনিট প্রয়োজন। যার জন্য মাত্র ১০৯ কোটি টাকা খরচ হবে। এ মেশিন শুধুমাত্র ব্যালট বাক্সের কাজ করবে। জাল প্রতিরোধে এতে কোন প্রক্রিয়া না থাকলেও তা সংযুক্ত করা সম্ভব। তাছাড়া টাইম সেটিং, প্রতিরক্ষীদের জন্যও এতে পৃথক ব্যবস্থা করা যাবে।

ক্ষুদ্রঋণের প্রভাবে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ আরও দরিদ্র হবে

দারিদ্র্য নয়, বরং ক্ষুদ্রঋণের প্রভাবে আগামী ৩০ বছরে বাংলাদেশের তাবৎ মানুষই যাদুঘরে চলে যাবে। উচ্চ সুদের ক্ষুদ্রঋণ এদেশে যেভাবে চলছে এবং মানুষ একের পর এক যেভাবে এই ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে তাতে দারিদ্র্য নিরসন তো দূরের কথা, আগামী ২০/২৫ বছরে বাংলাদেশের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ মানুষই ভয়াবহ দারিদ্র্যের কবলে পড়ে এক পর্যায়ে অস্তিত্ব হারাবে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারী জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণের আর্থ-সামাজিক ও ঋণগ্রস্ততা সংক্রান্ত প্রভাব' শীর্ষক বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে দেশের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদগণ একথা বলেছেন। 'একশন এইড' ও 'বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদে'র সহযোগিতায় প্রকাশিত এ গবেষণা গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তাগণ আরো বলেন, বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য হ্রাসে কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। কিন্তু তারপরেও শতকরা হিসাবে দাদ্র্যের পরিমাণ কমছে বলে জনগণের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে। শতাংশ দিয়ে দারিদ্র্যের পরিমাপ করাকে বড় ধরনের ফাঁকি উল্লেখ করে বক্তাগণ আরো বলেন, ১৯৭১ সালে এ দেশে সাড়ে ৭ কোটির মধ্যে এই দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি। এখন ১৪ কোটির মধ্যে এই দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৭ কোটি। আগামী ১৫ বছরে এই দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। তাহ'লে দারিদ্র্য কমছে কিভাবে? সমাজের দুর্বৃত্তায়িত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা না বদলিয়ে কখনো ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে দারিদ্র্য নির্মূল সম্ভভ নয়। বক্তাগণ আরো বলেন, শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ সূদের ঋণ দিয়ে কখনোই কারো লাভজনক ব্যবসা পরিচালনা করা এবং ভাগ্য বদলানো সম্ভব নয়।

চিনিকলের উৎপাদিত প্রেসমার্ড ইউরিয়া সারের ঘাটতি পূরণ করতে পারে

বর্তমান ইউরিয়া সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশ চিনিকল গুলিতে উৎপাদিত ফিল্টার কেক বা প্রেসমার্ড জমিতে ব্যবহার করে ইউরিয়া সারের ঘাটতি অনেকাংশে পূরণ করা যেতে পারে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার ১৪টি চিনিকলে এবার ২০০৬-২০০৭ মাড়াই মৌসুমে প্রায় ৮৫ হাযার মেট্রিকটন ফিল্টার কেক বা প্রেসমার্ড উৎপন্ন হয়েছে। এই প্রেসমার্ড মূলত চিনিকলের বর্জ্য হিসাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে, যা চিনির জন্যই মাড়াই করা আখের উচ্ছিষ্ট। এতে মিশ্রিত থাকে নানা প্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থ। এর মধ্যে রয়েছে চুন যা পরিবর্তিত অবস্থায় ক্যালসিয়াম সালফেট ও ক্যালসিয়াম ফসফেটের রূপ। এছাড়াও আছে নাইট্রোজেনার্স কম্পাউড। এছাড়া আরো থাকছে সালফার ও এন্টি-অক্সিলেন্ট-এর সামান্য অংশ, যা পরিমাণে বেশী প্রয়োগ করলে জৈব সার ও ইউরিয়ার চাহিদা মেটাতে পারে বলে বিশেষজ্ঞগণ জানিয়েছেন।

একজন কৃষিবিদ জানান, ৮৫ হাযার মেট্রিকটন প্রেসমার্ড দিয়ে ৮ হাযার ৫শ' মেট্রিকটন ইউরিয়া ও ১৫ হাযার মেট্রিকটন জৈব সারের চাহিদা মেটানো সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের ধারণা মতে,

Contents

ইউরিয়া সারে ৪৬% নাইট্রোজেন থাকলেও প্রেসমার্ডে ২৫% থেকে ৩৬% নাট্রোজেন রয়েছে। আবার ইউরিয়া সারে বিদ্যমান ৪৬% নাইট্রোজেন থেকে গাছ খাদ্য হিসাবে পায় মাত্র ২০ থেকে ২৫ ভাগ। আর প্রেসমার্ডে বিদ্যমান নাইট্রোজেনের প্রায় সিংহভাগই গাছ খাদ্য হিসাবে পেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা জানান।

মাদরাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ আদেশ শিথিল

মাদরাসা সমূহে বাধ্যতামূলক ৩০% মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের আদেশ শিথিল করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গত ৪ মার্চ '০৭ তারিখে জারীকৃত এক আদেশের মাধ্যমে মাদরাসার ৩০% মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের বিষয়ে ২০০৫ সালের ৫ মার্চ এবং ৩ অক্টোবর ২০০৬ সালের ৩০% মহিলা শিক্ষিকা বাধ্যতামূলক নিয়োগ সংক্রান্ত দু'টি আদেশ বাতিল করে মাদরাসা সমূহে মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের আদেশ শিথিল করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নতুন আদেশটি জারী করা হয়েছে। নতুন আদেশের মাধ্যমে মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, প্রধান শিক্ষক, সুপার, সহকারী সুপারসহ অংক, ইংরেজী, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর পদের শিক্ষক এবং মাদরাসার কুরআন, হাদীছ বিষয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আগামী ৩১ ডিসেম্বর '২০০৯ সাল পর্যন্ত ৩০% মহিলা শিক্ষিকা কোটার বিষয়টি শিথিল করা হয়েছে। এ আদেশের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হ'ল যে, সরকার বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে নমনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন সিদ্ধান্তে আরো বলা হয়েছে, উল্লিখিত পদের বাইরে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও মহিলা শিক্ষিকা না পেলে সেসব ক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষামন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত করতে হবে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় তখন উক্ত বিষয়ে কেসওয়ারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৯৯.২৭% আহলেহাদীছ জেএমবিকে সমর্থন করে না

দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় জাতীয় দৈনিকে বিশিষ্ট কলামিস্ট জনাব মেহেদী হাসান পলাশ তার গবেষণামূলক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উক্ত তথ্য উপস্থাপন করেছেন। গত ১০ মার্চ ঢাকা মহানগরীর 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ' (বিস) মিলনায়তেনে সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজ' (সিএসপিএস) আয়োজিত 'টেরোরিজম ইন টুয়েন্টি ফাস্ট সেঞ্চুরীঃ বাংলাদেশী পারসপেকটিভ' শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে আলোচিত জঙ্গীবাদ উত্থানের কয়েকটি কারণ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, সেমিনারের কয়েকজন আলোচক বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থানকে স্থানীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অথচ জেএমবি অস্ত্র, অর্থ ও প্রশিক্ষণ বেশিরভাগ পেয়েছে বিদেশ থেকে। তিনি আরো বলেন, কেউ কেউ জঙ্গীবাদের জন্য অশিক্ষা, বেকারত্ব, মাদরাসা শিক্ষাকে জোরালোভাবে দায়ী করেছেন। কেউ কেউ আবার সরাসরি ইসলামকে এবং আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দেয়া এবং রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করাকে দায়ী করেছেন।

এ প্রসঙ্গে জনাব হাসান তার অনুসন্ধানী ও গবেষণামূলক তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। ৩০ মার্চ ২০০৬ সাল পর্যন্ত জেএমবি'র ধৃত ৭২০ জন সদস্যের ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে গবেষণা করে জানা গেছে, জেএমবি সম্পর্কে বহুল আলোচিত ও প্রচারিত কাহিনী ও থিমগুলোর অনেকগুলো অসত্য ও অতিরঞ্জিত। র‍্যাব কর্তৃক জব্দকৃত জেএমবি'র বিভিন্ন নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে, ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জেএমবি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কেন্দ্রীয় রিপোর্টে জেএমবির মোট সদস্য সংখ্যা ৬,৭৩৯ জন উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া জেএমবি'র প্রতি সহানুভূতিশীলদের সংখ্যা ৪,২৫০ জন। জেএমবি'র ভাষায় তাদেরকে সুধী বলা হয়। এই ৬,৭৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ৭৬% বা ৫,০৯১ জন প্রশিক্ষণ বিহীন বা তালিম ছাড়া কর্মী। বাকী ২৪% বা ১,৬৪৮ জন প্রশিক্ষিত কর্মী। এই ১,৬৪৮ জন প্রশিক্ষিত কর্মীর মধ্যে আবার ১৬৯ জন অর্থাৎ ১০% এহসার বা পূর্ণকালীন সদস্য, মোটামুটি ২% বা ৪০ জন জোন বা যেলা দায়িত্বশীল এবং ৭ জন শূরা সদস্য। এই প্রশিক্ষণের আবার বেশির ভাগই দাওয়াতী তালিম। অস্ত্র প্রশিক্ষণ ছিল শুধু পূর্ণকালীন সদস্যদের অর্থাৎ সর্বমোট সদস্যের মাত্র ৩.২% অর্থাৎ ২১৬ জন নিয়ে গঠিত জেএমবি'র হার্ড কোর গ্রুপ। লজিস্টিক সাপোর্টের মধ্যে ছিল ১২টি মোটর সাইকেল, ৯৬টি সাইকেল, ৪টি কম্পিউটার, ৪১টি মোবাইল, ১টি ফ্রিজ ও ৪টি জেনারেটর।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দাবী করে দেশে তাদের দেড় কোটি অনুসারী আছে। সে হিসাবে মোট আহলেহাদীছ অনুসারীদের মাত্র ০.৭৩% জেএমবি'র কর্মী বা সমর্থক। অর্থাৎ ৯৯.২৭% আহলেহাদীছ জেএমবি'র এই জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। কাজেই জেএমবি উত্থানের জন্য ঢালাওভাবে আহলেহাদীছ অনুসারীদের কোনভাবেই দায়ী করা যায় না।

তিনি আরো বলেন, সেমিনারে কয়েকজন আলোচক বেকারত্বকে জেএমবি উত্থানের অন্যতম কারণ বললেও বাস্তবতা ভিন্ন। মার্চ ২০০৬ সাল পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়া ৭২০ জন জেএমবি সদস্যকে নিয়ে গবেষণা করে সরকারী একটি সংস্থা চমকপ্রদ তথ্য উদঘাটন করেছে। ৭২০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৯% বেকার। বাকী ৬৭% কর্মজীবী এবং ২৪% ছাত্র। আবার ৬৭% কর্মজীবীর মধ্যে ২২% ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ২২% কৃষক, ২০% কায়িক মজুর, ১৯% ইমাম, মুয়াযযিন, মাদরাসা শিক্ষক এবং ১৭% অন্যান্য পেশাজীবী মানুষ। অর্থাৎ এই পরিসংখ্যানে প্রমাণিত হয় বেকরত্ব জঙ্গীবাদ উত্থানের কোন বড় কারণ নয়।

সেমিনারে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নিরক্ষরতা এবং মাদরাসা শিক্ষাকে জঙ্গীবাদ উত্থানের বড় কারণ বলে চিহ্নিত করেন জোরালোভাবে। কিন্তু বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। জেএমবি'র গ্রেফতারকৃত ৭২০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৭% অশিক্ষিত বা নিরক্ষর এবং ৯৩% সদস্য শিক্ষিত। এই ৯৩% শিক্ষিত জেএমবি সদস্যদের মধ্যে আবার ৫৩% সাধারণ শিক্ষায় এবং ৪০% মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। এ পরিসংখ্যান প্রমাণ করে না যে, জঙ্গীবাদ উত্থানে মাদরাসা শিক্ষা দায়ী। পেশাগতভাবেও জেএমবি সদস্যদের মধ্যে মাত্র ১৯% ইমাম মুয়াযযিন ও মাদরাসা শিক্ষক যা অন্যান্য অনেক পেশার চেয়ে কম। আবার মাদরাসা শিক্ষিত জেএমবি সদস্যের মধ্যে ৭৩% এসেছে আলিয়া ধারা থেকে, কওমী ধারা থেকে এসেছে ১৫% এবং হাফেযী ধারা থেকে এসেছে মাত্র ১২%। অর্থাৎ যারা কওমী মাদরাসাকে জঙ্গীবাদের কোকুন বা আতুঁরঘর বলে দাবী করে থাকেন, তারা যে বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন, এ পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমিত হয়।

অধিকাংশ আমেরিকান বুশকে বিশ্বাস করে না

মিথ্যা কথা বলে ইরাক যুদ্ধ শুরু করায় প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বেশীরভাগ আমেরিকানের আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। অধিকাংশ মার্কিনী তাকে এখন আর বিশ্বাস করে না। 'টিএনএস' পরিচালিত এক সমীক্ষায় একথা বলা হয়। এতে আরো বলা হয়, চার বছর আগে ইরাক যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের উপরও জনগণের আস্থা কমতে থাকে। আস্থা কমতে কমতে এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে। সমীক্ষায় দেখানো হয়, ৬৩ শতাংশ আমেরিকান ফেডারেল সরকারের উপর, বিশেষ করে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একেবারে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এতে বলা হয়, অন্য কোন দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে অথবা আমেরিকানদের আক্রমণ করবে এই ধরনের আগাম তথ্য যদি বুশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখন দেয়া হয় তাহ'লে মাত্র ২৭ শতাংশ আমেরিকান তা বিশ্বাস করবে। অবশিষ্টরা বুশ প্রশাসনের এই হুঁশিয়ারিকে ভূয়া বলে গণ্য করবে। তারা এতে কর্ণপাতও করবে না। এমনকি সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলার সতর্কবাণীর ব্যাপারেও জনগণ প্রশাসনকে বিশ্বাস করতে চায় না। এ ক্ষেত্রেও বুশ এবং তার প্রশাসন উদ্দেশ্যপূর্ণ ও মিথ্যা বাণী দেন বলে তাদের ধারণা।

'ইরাকের কাছে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে' বুশ এই কথা বলে দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন সরকারকে উৎখাতের জন্য ২০০৩ সালের মার্চ মাসে ইরাক আক্রমণ করার ৪ বছর পরেও সেখানে ঐ ধরনের কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি। এই ৪ বছরে ইরাকে মার্কিন সেনা বাহিনীর অনেক সদস্য নিহত কিংবা আহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে জনগণের (ট্যাক্স প্রদানকারীদের) হাযার হাযার কোটি ডলার অপ্রিয় যুদ্ধে ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধে বিজয়ী হবার কোন লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না। উল্টো যতদিন যাচ্ছে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলে যুক্তরাষ্ট্রবাসীর কাছে তত বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ৭০ শতাংশ আমেরিকান মনে করে, ইরাকে ভিয়েতনামের চেয়েও শোচনীয় পরাজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এদিকে বুশের জনপ্রিয়তা গত বছরের চেয়ে এখন আরো বেশী কমে গেছে। গত বছর বুশের জনপ্রিয়তা এবং তার কর্মকাণ্ড অনুমোদনের হার ছিল ৩০ শতাংশ। এ বছর (২০০৭) তা কমে ৩০ শতাংশের অনেক নীচে নেমে গেছে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বুশের জনপ্রিয়তা ২৭% বলে সমীক্ষায় দেখানো হয়। ইরান ইরাকে সহিংসতা উসকে দিতে ইরাকী মুজাহিদদের কাছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছে বলে বুশ গত বছর যে অভিযোগ করেছিলেন মাত্র ২৬% মার্কিনী তা বিশ্বাস করেছেন বলে এতে উল্লেখ করা হয়। এমনকি বুশের নিজের দল রিপাবলিকান পার্টির সিনেটর বুশের এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বলেন, বহির্বিশ্বের কোন দেশ পৃথিবীর আরেকটি দেশে কি করছে সে সম্পর্কে সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও প্রদানের ক্ষমতা প্রশাসনের নেই বলে মনে হয়।

মসজিদে ভিক্ষুকের ১ লাখ রূপী দান

সারা জীবন ভিক্ষা করে কাটালেও ৬৫ বছরের বৃদ্ধ মরণকালে মসজিদের জন্য ১ লাখ রূপী দান করে গেছেন। মহতি এই ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের মুযাফফর নগরে। প্রতিবেশীরা জানায়, ইসমাঈল খানকে গত ৮ মার্চ তার বাড়ীতে মৃত পাওয়া যায়। দাফনের পর প্রতিবেশীরা তার বাড়ীতে ঢুকে ১ লাখ রূপী মূল্যের নোট ও মুদ্রা ভর্তি বাক্স দেখতে পায়। আরো কয়েকটি বাক্সে কিছু নতুন কাপড় পাওয়া গেছে। খানের ইচ্ছা অনুযায়ী নগদ অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী স্থানীয় মসজিদে দান করা হয়েছে। অথচ প্রতিবেশীরা খানের সম্পদ সম্পর্কে জানতেন না বলে তারা দাফনের জন্য স্থানীয় লোকদের কাজ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

সবচেয়ে ক্ষতিকারক দেশ ইসরাঈল

গত ৬ মার্চ প্রকাশিত এক জনমত জরীপে বলা হয়েছে, বিশ্বে সবচেয়ে অশুভ প্রভাব বিস্তারকারী দেশ ইসরাঈল। এরপরই নাম এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের। অন্যদিকে জাপান, ফ্রান্স, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কানাডা সবচেয়ে বাস্তব প্রভাব বিস্তারকারী দেশ হিসাবে গণ্য হয়েছে। বিশ্বের ২৭টি দেশের ২৮ হাযার লোকের উপর বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড সার্ভিস রেডিও পরিচালিত জরিপের ফলাফল থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

অবশেষে নিজের ভুল স্বীকার করলেন ব্লেয়ার

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেছেন, তার পদত্যাগের ঘোষণাটি ছিল ভুল, যার ফলে একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ২০০৬ সালের শেষের দিকে ব্লেয়ার লন্ডনে তার সমর্থকদের আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতা প্রদানকালে ২০০৭ সালের শেষে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। দলের অভ্যন্তরে তার বিরোধীদের তীব্র সমালোচনার মুখে এবং অন্যায় ইরাক যুদ্ধে ব্রিটেন জড়িয়ে পড়ায় দেশে ও বিদেশে ব্লেয়ারকে নিয়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। ২০০৩ সালে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের আগ্রাসনের পর থেকে এ পর্যন্ত বৃটেনের বিরোধী দলগুলো বহুবার তাকে পদত্যাগ করার আহ্বান

Contents

জানায়। তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করায় তারা অবশেষে তার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে দু'বার অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল। পুনরায় ইরাকে সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন সহ বিভিন্ন কারণে তার পদত্যাগের জন্য পার্টিতে তীব্র চাপের মুখে গত বছর তিনি বলেছিলেন, আগামী বছরের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে আমি স্বেচ্ছায় ইস্তফা দেব'।

ভারতের কাছে পাকিস্তানের দাবী ৩শ' কোটি রূপী

১৯৪৮ সালে দেশ ভাগের সময়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে রাষ্ট্রীয় তহবিল ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল তার কোন নিষ্পত্তি আজো হয়নি। ব্রিটিশ বিতাড়নের পর দেশ দু'টি স্বাধীনতা লাভ করলে অর্থাৎ দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় তহবিল ভাগ বাটোয়ারার প্রশ্নে পাকিস্তানের দাবী ছিল ভারতের কাছে ৩শ' কোটি রূপী।

যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে বন্দী ২২ লাখ

যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২২ লাখ লোক সেদেশের কারাগারগুলিতে বন্দী রয়েছে। তারা ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্যের কারাগারে বন্দী আছে। কারাবন্দীদের এ সংখ্যা ২005 সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্টের আলোকে তৈরী করা হয়েছে। বিশ্বে আর কোন দেশে এত অধিক সংখ্যক কারাবন্দী নেই। কারাগারগুলিতে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশী বন্দী থাকায় অনেকেই মৌলিক প্রয়োজন পর্যন্ত পূরণ করতে পারছে না। ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার রেকর্ড সম্পর্কে একটি রিপোর্টে একথা জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের পরিসংখ্যানে বলা হয়, ৭০ লাখেরও বেশী মার্কিন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষকে সংশোধনের লক্ষ্যে কাউন্টি ও মিউনিসিপ্যাল সংশোধন কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রবেশন বা প্যারোলে থাকা নারী-পুরুষও রয়েছে। ২০০৬ সালের মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচে'র রিপোর্টে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩ ভাগ বা প্রত্যেক ৩২ জনের মধ্যে ১ জন দেশটির প্রিজন ও জেল বা প্রোবেশন বা প্যারোলে রয়েছে।

মুসলিম জাহান

'ইত্তিহাদ এয়ারওয়েজে'র অ্যাওয়ার্ড লাভ

সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতীয় এয়ারলাইন্স 'ইত্তিহাদ এয়ারওয়েজ' সম্প্রতি সেরা এয়ারলাইন হসপিটালি অ্যাওয়ার্ড ২০০৭ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম ওয়েব ম্যাগাজিন 'রিসোর্ট' এই পুরস্কার প্রদান করে। উল্লেখ্য, রিসোর্ট এবারই প্রথমবারের মত সেরা এয়ারলাইন হসপিটালি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দিচ্ছে। পুরস্কারের জন্য গঠিত জুরি বোর্ডে ইত্তিহাদের ডায়নামিক স্পিরিট এবং আরামদায়ক পরিবেশ বেশ প্রশংসিত হয়। তবে জুরি বোর্ডের বিচারকরা সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হন ইত্তিহাদের ডায়মন্ড (ফার্স্টক্লাস) এবং পার্ল (বিজনেস ক্লাস) কেবিনের সিট, উদ্ভাবনী এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ, ডেকর, ডেজার্টের মত আকর্ষণীয় ও মানসম্মত মেন্যু এবং ইন ফ্লাইট সার্ভিসের কনফিগারেশন দেখে। তাছাড়া ফ্রিকোয়েন্ট ফ্লাইয়ার প্রোগ্রাম হিসাবে ইত্তিহাদ গেস্টও প্রশংসা কুড়ায়।

ইটালিয়ানভিত্তিক মাসিক ম্যাগাজিন 'রিসোর্ট' ওয়েবে এয়ারলাইন ও হোটেলের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। তারা যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এয়ারলাইন ও হোটেলগুলোকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে থাকে। এয়ারলাইনের বিচারকরা বিচারকার্য পরিচালনার সময় প্রি-ফ্লাইট সার্ভিস, চেক ইন, কেবিন, সার্ভিস, খাবার-দাবার, পানীয় এবং প্রিকোয়েন্ট ফ্লাইয়ার প্রোগ্রামের মত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়।

সীমান্তে জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েনের অনুমতি দেবে না শাদ

শাদ তার সীমান্তে জাতিসংঘ শান্তি বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। সুদানের দারফুর অঞ্চল সন্নিহিত ঐ সীমান্ত অঞ্চলে জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েনের জন্য শাদ সরকারের উপর পাশ্চাত্য চাপ দিয়ে আসছিল। শাদের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শাদ তার সীমান্তে কোন বিদেশী সেনাবাহিনীকে অবস্থান করার সুযোগ দেবে না। তবে পুলিশ কর্মকর্তাদের মোতায়েনে শাদের কোন আপত্তি নেই। এর আগে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ হেলিকপ্টার গানশীপের সমর্থনপুষ্ট ১১ হাযার সৈন্যকে শাদ সীমান্তে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। দারফুরে সংকটের কারণে যেসব উদ্বাস্তু শাদ ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে ঐসব সৈন্য তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। দারফুরের সংকটের কারণে প্রতিবেশী দেশ শাদ ও মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন সম্প্রতি বলেন, তিনি দারফুর সংলগ্ন এলাকা সমূহে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষীবাহিনী মোতায়েনের পক্ষপাতি। কিন্তু শাদের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিদ্দা মূসা ওছমান বলেন, শাদের সীমান্তে কোন বিদেশী সামরিক বাহিনীকে গ্রহণের প্রশ্নই আসে না।

Contents

উদ্বাস্তুদের সেবা কার্যের জন্য সেখানে স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশের সমন্বয়ে কোন বাহিনী পাঠানো যেতে পারে। শাদের প্রেসিডেন্ট ইদরীস দেবি তার দেশের সীমান্তে শুধুমাত্র বিদেশী পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের অনুমতি দেবেন।

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প

ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে অন্তত ৮২ জন নিহত এবং অসংখ্য ভবন ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অগণিত মানুষ আটকা পড়ে আছে। মার্কিন ভূতত্ত্ব জরিপ বিভাগ বলছে, স্থানীয় সময় সকাল ১০-টা ৪৯ মিনিটে রিখটার স্কেলে ৬.৩ মাত্রার এই ভূমিকম্প আঘাত হানে পশ্চিম সুমাত্রার রাজধানী পেডাং-এর ৪৯ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। ভূমিকম্পের পরপরই একই মাত্রার অনুরূপ ভূ-কম্পন অনুভূত হয়। এতে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে সুমাত্রার তানাহদাতার সোলক এবং পেদাং অঞ্চলে। জাতিসংঘ শিশু এজেন্সি ইউনিসেফ-এর একজন মুখপাত্র বলেন, ভূমিকম্পে ৮২ জন নিহত হয়েছে। সরকারী কর্মকর্তারা বলছেন, মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

উল্লেখ্য, সাগরগর্ভের ১৭ হাযারের মত দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত ইন্দোনেশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অগ্নিবলয়ে অবস্থিত এবং মহাদেশীয় প্লেট এখানেই অবস্থিত। এখানে নিয়মিত ভূমিকম্প হয় এবং মাঝে মাঝে এটা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ভূমিকম্পজনিত সুনামিতে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার উত্তরাংশে আচেহ প্রদেশে এক সাথে ৬৮ হাযার লোক মারা যায়। গত ২০০৬ সালের মে মাসে জাভা দ্বীপে ব্যাপক ভূমিকম্পে ৫৮০০ লোক নিহত ও ৩৩ হাযার লোক আহত হয়। এর দু'মাস পরে জাভায় আরেক দফা ভূমিকম্পে ৩ শতাধিক লোক নিহত হয়।

আরব বিশ্বে ৬ কোটি লোক নিরক্ষর

ইউনেস্কো আরব বিশ্বের প্রায় ৬ কোটি নিরক্ষর লোকের কথা উল্লেখ করে নিরক্ষরতা মোকাবিলায় তহবিল গঠনের প্রস্তাব করেছে। কাতারের রাজধানী দোহায় গত ১৪ মার্চ ইউনেস্কোর এক সম্মেলনে এই প্রস্তাব করা হয়। এতে আরব নেতৃবৃন্দের প্রতি নিরক্ষরতা দূর করতে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য, এ অঞ্চলের ৫ কোটি ৮০ লাখ লোক লিখতে বা পড়তে জানে না। এছাড়া ৬৫ লাখ শিশু স্কুলে যায় না। সম্মেলনে একটি আঞ্চলিক তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হ'লেও কৌশল সম্পর্কে কোন পরামর্শ দেয়া হয়নি। জাতিসংঘের সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থার ওমানি পরিচালক মূসা বিন জা'ফর বিন হাসান বলেন, আরব বিশ্বে মৌলিক শিক্ষার জন্য বছরে ৬শ' কোটি টাকার দরকার। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই অঞ্চলে ৩০ কোটি লোকের বাস। তিনি বলেন, আরব বিশ্বের জন্য এই অংক খুবই কম। কারণ এখানে বছরে সামরিক খাতে ১ লাখ ১০ হাযার কোটি ডলার, প্রচারণায় ৩০ হাযার কোটি ডলার এবং তামাক শিল্পের জন্য ৫০ হাযার কোটি ডলার ব্যয় হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এন্টার্কটিকায় ঘন বরফের নীচে মিঠা পানির হ্রদ

এন্টার্কটিয়ায় ঘন বরফের নীচে সুমিষ্ট পানির স্রোতধারা বয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি বরফ আচ্ছাদিত মহাদেশটিতে ৪টি বৃহৎ হ্রদ (লেক) আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর সর্বদক্ষিণের নির্জন মহাদেশটির মাটির নীচে এত বড় বড় হ্রদের সন্ধান এর আগে পাওয়া যায়নি। নতুন আবিস্কৃত ৪টি হ্রদ এক সঙ্গে যুক্ত করলে রাশিয়ার লেক ভোস্টকের সমান হবে বলে বিজ্ঞানীরা জানান। উল্লেখ্য, ভোস্টক হ্রদ পৃথিবীর বৃহত্তম। এন্টার্কটিকার বরফের নীচে আবিস্কৃত হৃদগুলোয় মিঠা পানি রয়েছে, যা পরিশোধন না করে পান করা যায়। অর্থাৎ এগুলো বিশুদ্ধ পানির হ্রদ। বরফের নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হ্রদগুলো দক্ষিণ মহাসাগরে পড়েছে। এন্টার্কটিকার অনেক বরফ হ্রদগুলোর স্রোতে ভেসে সমুদ্রে পড়ছে। দক্ষিণের মহাদেশটির বরফ দ্রুত কমছে এবং গলে যাচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা এতদিন যে ধারণা করে আসছিলেন, হ্রদগুলো আবিষ্কারের ফলে তা সত্য প্রমাণিত হ'ল। একটি মার্কিন বিজ্ঞান সাময়িকী জানায়, নতুন আবিস্কৃত হ্রদগুলো প্রতি বছর মহাদেশ থেকে লাখ লাখ টন বরফ বয়ে সমুদ্রে নিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ মহাসাগরে অনেক সময় যে বৃহৎ হিমশৈল ও বরফ খণ্ড ভাসতে দেখা যায়, তা এন্টার্কাটিকা মহাদেশ থেকে হ্রদগুলোর স্রোতের সঙ্গে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

টাইটান উপগ্রহে সাগরের সন্ধান লাভ

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার এক গবেষণায় দেখা গেছে, শনি গ্রহের মধ্যে সাগরের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এই সাগরটি সম্ভবত তরলীকৃত হাইড্রোকার্বন দিয়ে পরিপূর্ণ রয়েছে। গবেষণার জন্য পাঠানো নাসার র‍্যাডারে দেখা গেছে, শনির টাইটান উপগ্রহে অবস্থিত এই সাগরে কালো জাতীয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এর আকৃতি কোন একটি হ্রদের চেয়েও বেশী। সাগরটি টাইটান উপগ্রহের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। সাগরটির আয়তন প্রায় এক লাখ বর্গ কিলোমিটার এবং উত্তর আমেরিকার সুপারিওর হ্রদের চেয়েও বড়।

গবেষণায় দেখা গেছে, টাইটান উপগ্রহে অবস্থিত এই সাগরের আয়তন পৃথিবীর কৃষ্ণ সাগরের চেয়েও বেশী। পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম হ্রদ সাগর কৃষ্ণ সাগর আমাদের ভূ-পৃষ্ঠের শতকরা শূন্য দশমিক শূন্য ৮৫ ভাগ জুড়ে রয়েছে। টাইটান উপগ্রহ ভূ-পৃষ্ঠের শতকরা শূন্য দশমিক ১২ ভাগের সমান। গবেষকগণ জানান, এটিকে একটি সাগর হিসাবে বিবেচনা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। টাইটান শনিগ্রহের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ এবং পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশী।

নিঃশ্বাসের পথ ধরে মশারা রক্তওয়ালা প্রাণীর সন্ধান পায়

কি কৌশলে মশারা তাজা রক্তওয়ালা প্রাণীর অস্তিত্ব টের পায় তা জেনেছেন বিজ্ঞানীরা। এতদিন জানা ছিল, প্রাণীর নিঃশ্বাসের কার্বন ডাই অক্সাইডের ধারা অনুসরণ করে

মশারা রক্ত পান করার জন্য সেই প্রাণীর গায়ে গিয়ে বসে। কিন্তু কি কৌশলে কার্বন ডাই অক্সাইডের গতিপ্রবাহ শনাক্ত করে তা এতদিন বিজ্ঞানীরা জানতেন না। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক দেখতে পান মশারা তাদের চোয়ালের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসা একটি শুঁড়াকৃতির অঙ্গের প্রোটিন রিসেপ্টরের সাহায্যে কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রবাহ শনাক্ত করে। সেই প্রবাহ অনুসরণ করে মশা ঐ প্রাণীর দেহে গিয়ে বসে। মশার শুঁড়ের মাথায় গবেষকরা জিআর ২১এ এবং জিআর ৬৩এ নামক দু'টি প্রোটিন রিসেপ্টরের সন্ধান পেয়েছেন। এ রিসেপ্টরের সাহায্যে এই কাজটি সম্পন্ন করে মশারা। কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাসের স্পর্শে রিসেপ্টরগুলো সক্রিয় হয়ে মশাকে সচেতন করে তোলে। শুধু মশাই নয়, অন্যান্য অনেক পোকা-মাকড়ই এই পদ্ধতিতে লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করে। গবেষক দলের প্রধান প্রফেসর লেসলি ভোসালির মতে, এই আবিষ্কার ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় যুগান্তকারী সাফল্য আনতে পারে।

ভ্রূনের জিন থেরাপি

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা জিনথেরাপির মাধ্যমে মাতৃগর্ভের শিশুদের গুরুতর অসুখগুলো সারিয়ে তুলতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে নীতিগত ও শিশুর সুরক্ষার দিক থেকেও বিতর্ক রয়েছে। 'ব্রিটিশ সোসাইটি ফর জিনথেরাপি'র পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো ইতিবাচক গতিতে এগিয়ে চলেছে বলে তারা জানান। গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতিগ্রস্ত বা অস্বাভাবিক জিনগুলোর পরিবর্তে স্বাভাবিক জিন স্থাপন বা রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য নতুন জেনেটিক নির্দেশনা বা ইন্সট্রাকশন দেয়াকেই বলা হয় জিনথেরাপি। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই সফলভাবে হিমোফিনিয়া রোগী এবং বাবলি বয় রোগে আক্রান্ত নবজাতকদের জিনথেরাপির মাধ্যমে সারিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে শরীরের আভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া বা অন্যান্য কারণে জিনথেরাপি সব সময়েই ইতিবাচকভাবে কাজ করে না। এছাড়াও এই চিকিৎসা প্রয়োগের ফলে ক্যান্সারের মত অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। তবে গর্ভের শিশুর ক্ষেত্রে আশার বিষয় এই যে, ঐ অবস্থায় ভ্রূনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হয় না। একারণেই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এ অবস্থায় শিশুদের উপর জিনথেরাপি প্রয়োগ করলে তা অনেক বেশী কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। একই সাথে ভূমিষ্ট হওয়ার আগেই শিশুটিকে গুরুতর কোন রোগের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে এই জিনথেরাপি।

মেরুদণ্ডে ডিস্ক প্রতিস্থাপন

বিশ্বে প্রথম বারের মত মেরুদণ্ডের কাশরুকার মধ্যবর্তী তরুণাস্থির পর্দা বা স্পাইনাল ডিস্ক প্রতিস্থাপনে সফল হয়েছেন চীনা চিকিৎসকরা। ইউনিভার্সিটি অব হংকংয়ের নেতৃস্থানীয় টিম পুরুষ ও এক নারীর ঘাড়ে এই ডিস্ক প্রতিস্থাপন করেন। ট্রমার শিকার তিন তরুণীর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাদের মেরুদণ্ডের তরুণাস্থি সংগ্রহ করেন চিকিৎসকরা। এই অস্ত্রপচারের পাঁচ বছর পর রোগী পুরোপুরি সুস্থ হবেন। তারা চলাফেরা করতে পারবেন এবং ইমিউন সিস্টেমে কোন জটিলতা দেখা যাবে না। শল্য চিকিৎসকরা বলেছেন, এই চিকিৎসা পদ্ধতির পরিমার্জনে বিকল্প থেরাপি দেয়া যেতে পারে। তবে চিকিৎসকরা এও বলেছেন, মেরুদণ্ডের নিচের অংশে সবচেয়ে জটিল এলাকায় এ ধরনের প্রতিস্থাপন করা কঠিন কাজ।

চাঁদের ধূলি বিষাক্ত

পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের ধূলিকনা বিষাক্ত। নাসার বিজ্ঞানীদের আশংকা এই ধূলিকণা নভোচারীদের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের ধূলিকণায় শ্বাস নিলে তা মানব দেহের জন্য বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে। তবে পুরো বিষয়টির সত্যতা জানতে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাসার একদল গবেষক। নক্সভিলের ইউনিভার্সিটি অব টেনিসির একদল গবেষক চুম্বক দিয়ে চাঁদের ধূলিকণা পরিশোধনের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। নাসার এ্যাপোলো মিশনেই শরীরে শ্বাসের মাধ্যমে চাঁদের ধূলিকণা গ্রহণের কুফল নযরে পড়ে। এ্যাপোলো ১৭-তে করে চন্দ্রপৃষ্ঠে সর্বশেষ অবতরণকারী নভোচারী হ্যারিসন এইচ স্মিথ বলেন, ধূলিকণাগুলো শরীরের পক্ষে কল্যাণকর নয়। ধূলিকণাগুলি তার স্পেসস্যুটকেও দূষিত করে দিয়েছিল। সম্প্রতি টেক্সাসের হিউস্টনে অনুষ্ঠিত এক বিজ্ঞান সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। এই ধূলিকণার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণে ইউনিভার্সিটি অব টেনিসির গবেষকদের সঙ্গে চিকিৎসকদেরও সমন্বিত করা হয়েছে।

এসপিরিন মহিলাদের ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়

মহিলাদের সহনীয় মাত্রায় এসপিরিন সেবন হৃদরোগ ও ক্যান্সারে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে এক চিকিৎসা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মহিলা সহনীয় মাত্রায় এসপিরিন সেবন করেন তাদের মৃত্যুর হার যারা সেবন করেন না তাদের তুলনায় ২৫ শতাংশ কম। ২৪ বছরের বেশী বয়সের ৭৯ হাযার ৪শ' ৩৯ জন মহিলার উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব মহিলা প্রতি সপ্তাহে এক থেকে ১৪ টার মধ্যে এসপিরিন সেবন করেন তাদের হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৮ শতাংশ এবং ক্যান্সারে মৃত্যুর ঝুঁকি ১২ শতাংশ কম। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এসপিরিন সংক্রান্ত সুবিধাগুলো সাধারণত কম ও সহনীয় মাত্রায় সেবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বয়স্করা ও যাদের হৃদরোগের ঝুঁকি রয়েছে তারা বেশী উপকার পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। আরকাইভস অফ ইন্টারনাল মেডিসিনের ২৬ মার্চ সংখ্যায় এ সমীক্ষায় রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এসপিরিন সেবন হার্ট ও মার্কোলেটরি ডেথস এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

Contents

পাঠকের মতামত

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকটে আবেদন

দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ মহোদয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন বাংলাদেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। সুযোগ্য উপদেষ্টাগণের মধ্যে আইন উপদেষ্টা হিসাবে রয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিশারদ ও দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন। সরকারের এযাবত কালের পদক্ষেপে এদেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক আশার সঞ্চার করেছে বলে আমরা মনে করি। বিশেষতঃ দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ আমাদের প্রীত করেছে। মানুষের মধ্যে সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে ইতিবাচক গুঞ্জন ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ কেউ তাঁদের দুঃসাহসিক অভিযানের প্রশংসাও করছেন। আমরাও মানুষের এই অভিব্যক্তির সাথে একমত এবং সরকারের জনকল্যাণকর কর্মকাণ্ডকে সাধুবাদ জানাই। সেই সাথে আমরা দেশের বৃহত্তর কল্যাণে নিরপরাধ মানুষকে অযথা হয়রানি না করার অনুরোধ জানাই। যা সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টার বক্তব্যে প্রকাশিতও হয়েছে। বিশেষতঃ আমরা দেশের একজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান এবং দেশপ্রেমিক ইসলামী সংগঠন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর সম্মানিত আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** অযথা গ্রেফতার ও হয়রানি সম্পর্কে কিছু কথা সরকারের দৃষ্টির মধ্যে আনতে চাই।

(১) ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বাংলাদেশের একজন প্রতিথযশা শিক্ষাবিদ। তাঁর বক্তব্য, লেখনী, ফৎওয়া ও সাংগঠনিক তৎপরতা সবকিছুই জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে। তিনি ও তাঁর সংগঠন মানুষ হত্যার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আদর্শে বিশ্বাসী নয়। ইসলামের কল্যাণকর ও শান্তিপ্রিয় আদর্শকে মানুষের নিকট সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাই তাঁর সংগঠনের প্রধান কাজ। তিনি তাঁর **'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি'** নামক পুস্তকে পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন, 'জিহাদ'-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙ্গিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়' *(ইক্বামতে দ্বীন, পৃঃ ২৭)*।

তিনি আরও বলেন, 'দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ' *(ঐ, পৃঃ ৩৫)*।

তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর কারণে জঙ্গী-সন্ত্রাসীদের হৃৎকম্পন শুরু হয়ে যায়। অথচ তাঁকেই জঙ্গীবাদের অপবাদ নিয়ে বিনা বিচারে দীর্ঘ দুই বৎসরাধিককাল যাবত জেল খাটতে হচ্ছে। যা প্রায় তিন কোটি আহলেহাদীছসহ সচেতন দেশবাসীর মধ্যে মানসিক কষ্টের অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। কোন সভ্য জাতির জন্য যা কখনো কাম্য হ'তে পারে না।

(২) তাঁর বিরুদ্ধে ১১টি মামলা দায়ের করা হয়, যার ৬টি খারিজ এবং ৩টিতে তিনি জামিন লাভ করেছেন। তাঁর সাথে গ্রেফতারকৃত সংগঠনের বাকী তিন জন কেন্দ্রীয় নেতার বেকসুর মুক্তি লাভের বিষয়টি বর্তমান দুর্নীতি বিরোধী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিশীল সরকারের নিকট ইতিবাচক বিবেচনার দাবি রাখে।

(৩) আদালতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আমাদের রয়েছে। আদালতের রায়ের প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শনেও আমরা অকৃপণ। আদালতের রায় যাই হোক না কেন, তা মেনে নেওয়ার মানসিকতা আমাদের রয়েছে। কিন্তু বিচারের দীর্ঘসূত্রীতার বিষয়টি আজ ন্যায়বিচারের পথটিকে কন্টকাকীর্ণ করছে কি-না, সেটাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। আমরা আমাদের বক্তব্য ও অবস্থান পত্রপত্রিকা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে পরিষ্কার ভাষায় উপস্থাপন করেছি, যা আপনাদেরও জানার কথা। তথাপি আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট থেকে আমাদের সম্পর্কিত তথ্য যাচাইপূর্বক **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** মুক্তি দিয়ে সরকারের নির্দলীয়-নিরপেক্ষ ভাবমূর্তিকে তারকার ন্যায় সমুজ্জল করার শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুরোধ জানাই।

(৪) দেশে বর্তমানে জরুরী অবস্থা চলছে। কিন্তু আমাদের কি খাওয়া-ঘুম-গোসল বন্ধ আছে? নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম যাই হোক মানুষের কেনাকাটা বন্ধ হয়ে যায়নি। র‌্যাবের দুই সদস্যকে গুলি করে হত্যার পর কী তাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছে? ঠিক তেমনি আমাদের সকল প্রয়োজনের মত মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সান্নিধ্য ও সাহচর্য থেকে বঞ্চিত তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রয়োজনটুকু দেশের দায়িত্বশীল অভিভাবক মহলকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। বিনা অপরাধে বিগত সরকারের দায়েরকৃত অসামঞ্জস্যপূর্ণ মিথ্যা মামলায় পাঁচ ভাষায় পণ্ডিত একজন দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীনকে বছরের

পর বছর জেলখানার অন্ধ প্রকোষ্ঠে আটক রাখলে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগাই স্বাভাবিক।

(৫) আমরা জানি, বর্তমান সরকার অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ও পরিকল্পিতভাবে দেশ পরিচালনার পবিত্র দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তাঁদের দেশপ্রেম, সততা, দায়িত্ববোধ, সাহসিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে 'আহলেহাদীছ জামা'আতের' নৈতিক সমর্থন রয়েছে। দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণে নিয়োজিত সরকারকে জনস্বার্থেই শিক্ষা, পরিবার, নৈতিকতা, ধর্ম, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়ের বিবেচনায় এবং নিজেরা যেমন মর্যাদাবান তেমনি আর একজন মর্যাদাবান ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিগত সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের বিপরীতে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সবিনয় অনুরোধ করছি।

** মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ*
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

প্রসঙ্গঃ আখেরী মুনাজাত

দিল্লীর মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৪০ সালে এ জামা'আত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর রচিত 'মালফূজাতে মাওলানা ইলিয়াস' নামক বইটির ৬০ নম্বর বাণীতে বলেছেন, 'তাবলীগী এই তরীকা আমার উপর স্বপ্নের মাধ্যমে খোলা হইয়াছে'। কিন্তু আমরা জানি, কেবলমাত্র নবী-রাসূলদের উপরই স্বপ্নের মাধ্যমে দ্বীনের প্রত্যাদেশ হয়, কোন সাধারণ মানুষের উপর হয় না। এছাড়া দ্বীন ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। এতে সংযোজনের কোনই অবকাশ নেই। ইসলামে নতুন যা কিছু সংযোজিত হবে, সেটিই বিদ'আত। ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, এ ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ঘোষণা, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম' *(মায়েদাহ ৩)*। বিদায় হজ্জের দিন অবতীর্ণ এ আয়াতের আলোকে কোন মহাত্মার জন্যও দ্বীনের একটি বাণী আবিষ্কার করার আবশ্যকতা নেই। সর্বোপরি কাউকে দ্বীন আবিষ্কারের অধিকারও দেওয়া হয়নি। কিন্তু সে অধিকার অনেক সময় মানুষ নিজে থেকে করে নিয়েছে। ফলে দ্বীন ইসলামে এত বিভ্রাট ও বিভিন্নতা। অথচ ইসলামের বিধিবিধান পালন করার জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান।

আমরা বর্তমানে দ্বীনের এমন এক সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছি যে, আসল নকল বুঝে উঠতে পারছি না। সাধারণ মানুষের তো বুঝার মত শক্তি আদৌ নেই। তারা যেন গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছেন। ধর্মের নামে নতুন একটা কিছু উদ্ভাবন হ'লেই তার প্রতি বিশেষ আবেগে মানুষ সাড়া দিয়ে থাকে। অথচ যাচাই-বাছাই করা যে একান্ত যরূরী, সেটা কেউ মনে করে না। মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ বলেছেন, 'প্রচলিত তাবলীগ অসম্পূর্ণ। এতে নতুন নতুন উছুল উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রিয় নবীজির তাবলীগই সম্পূর্ণ'। ধর্মীয় চিঠিপত্রের জবাবের অনুষ্ঠান দৈনন্দিন জীবনে কুরআন' অনুষ্ঠানে প্রেরিত প্রচলিত তাবলীগ জাম'আত সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি উপরোল্লিখিত মন্তব্য করেছেন।

ঢাকার তুরাগ নদীর তীরে বাৎসরিক বিশ্ব ইজতেমায় এদেশের অগণিত মুসলিম জনগণের সমাগম হয়ে থাকে। অন্যান্য দেশ হ'তেও অনেক মুসলিম জনগণ এ ইজতেমায় যোগদান করে থাকেন। ২০-২৫ লাখ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মহাসমাবেশে ৩ দিন ধরে দ্বীনের বয়ান চলে। তৃতীয় দিনে যোহর ছালাতের আগে 'আখেরী মুনাজাত' নামে দীর্ঘ মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ মুনাজাতে শরীক হওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ দেশের গণ্যমান্য ও সাধারণ মানুষের ঢল নামে। অনেক মানুষ সভাস্থলে পৌঁছতে না পেরে রাস্তায় থেকে মুনাজাতে শরীক হন। যাঁরা ৩ দিন ধরে বয়ানের কিছু মাত্র না শুনে শুধুমাত্র মুনাজাতে শরীক হয়ে থাকেন তাঁদের বিশ্বাস, এ মুনাজাতে শরীক হওয়াতে অশেষ ছওয়াব হাছিল হয়।

অধিক জনসংখ্যার ভিত্তিটা দ্বীনের সঠিকতার মানদণ্ড নয়। সঠিকতার মানদণ্ড মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। এর বাইরে দ্বীনের ব্যাপারে কোন কিছুই গ্রহণীয় হ'তে পারে না। মূলতঃ এই আখেরী মুনাজাত একটি অভিনব বিদ'আত। সাধারণ মানুষকে এর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। এর ফযীলত কল্পণায় মানুষ আজ অন্ধ। সেকারণ তিনদিনের ১ ঘন্টাও ইজতেমায় উপস্থিত না থেকে আখেরী মুনাজাতে শরীক হওয়ার জন্য মানুষ পাগলপাড়া হয়ে যায়। এ জাতীয় ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে যতদ্রুত সম্ভব মুসলমানদের ফিরে আসা উচিত। নচেৎ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলিই ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাবে। কেননা বিদ'আতের অনুপ্রবেশে সুন্নাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৭

অবিলম্বে আমীরে জামা'আতকে মুক্তি দিন!

-তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি নেতৃবৃন্দ

রাজশাহী ১ ও ২ মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ১৭শ' বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা গত ১ ও ২ মার্চ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার ফজরের কিছু পূর্বে শুরু হওয়া ঝড়ে স্থানীয় ট্রাক টার্মিনালে নির্মিত ইজতেমার প্যান্ডেল ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সারাদিন কর্মীদের প্রচেষ্টায় পুনরায় প্যান্ডেল ঠিক করে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু করা হয়।

ঢাকা, কুমিল্লা, নরসিংদী, গাযীপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, মেহেরপুর, খুলনা, বাগেরহাট, বগুড়া, নওগাঁ, রংপুর, নীলফামারী, লালমণিরহাট, কুড়িগ্রাম সহ দেশের প্রায় সব যেলা থেকে হাযার হাযার মহিলা-পুরুষ কর্মী ও সুধী রিজার্ভ বাস ও অন্যান্য যানবাহনে করে ইজতেমায় যোগদান করেন।

১ম দিন বাদ আছর 'আন্দোলন'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও বর্তমান ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে তাবলীগী ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতে ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম।

অতঃপর পূর্বনির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য হাফেয মাওলানা আখতার মাদানী (নওগাঁ), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার উপাধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান (রাজশাহী), রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী) ও মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব (ঢাকা)।

প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ১ম দিন রাত ১০-টা পর্যন্ত চলার পর ইজতেমার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার বাদ ফজর আবহাওয়া অপরিবর্তিত থাকায় ইজতেমা প্যাণ্ডেলের পরিবর্তে প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। ২য় দিন বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম (সাতক্ষীরা), মাওলানা ইবরাহীম বিন রইসুদ্দীন (বগুড়া), মাওলানা আবু বকর ছিদ্দীক্ব (রাজশাহী), মাওলানা সাইফুল ইসলাম (ঢাকা) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বক্তাগণ সমাজের সর্বস্তরে অহি-র বিধান বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। তারা বলেন, পরকালীন জীবনে নাজাত লাভের একটি মাত্র পথ হচ্ছে নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে নেওয়া। আহলেহাদীছ আন্দোলন মানুষকে অহি-র রাজপথে ফিরে আসার নিরন্তর আহ্বান জানায়। আহলেহাদীছরা কখনো উগ্রবাদে বিশ্বাসী নয়। জোর করে কারো উপরে ইসলামের বিধান চাপিয়ে দেয়ার ভ্রান্ত আক্বীদায়ও তারা বিশ্বাস করে না। অথচ ইসলামের এই আদি ও নির্ভেজাল জামা'আতকে নিয়েই আজ ষড়যন্ত্র চলছে। কালিমা লেপনের সর্বোচ্চ অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী এই জামা'আত ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

নেতৃবৃন্দ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকটে মিথ্যা মামলায় কারাবন্দী মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের আশু মুক্তি কামনা করে বলেন, বিগত সরকার জাতির সাথে জঘন্য প্রতারণার মাধ্যমে তাঁকে গ্রেফতার করে যারপর নাই হয়রানি করেছে। গোটা আহলেহাদীছ জামা'আতকে এরা অন্যায়ভাবে সন্ত্রস্ত করেছে। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত কোন অভিযোগই সত্য প্রমাণিত হয়নি। এরপরও বিনা বিচারে দীর্ঘ দুই বছর যাবত তাঁকে বন্দী রাখা মানবাধিকারের স্পষ্ট লংঘন। তারা অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

জুম'আর খুৎবাঃ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে জুম'আর ছালাত ইজতেমা প্যান্ডেলে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ইজতেমায় আগত কর্মী ও সুধীগণ প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ ও দারুল ইমারত আহলেহাদীছ সংলগ্ন জামে মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করেন। দুই মসজিদে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মুছল্লীগণ মাঠে এবং মসজিদের ছাদেও ছালাত আদায় করেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ও স্থানীয় মহিলা মুছল্লীগণের জন্য মাদরাসার পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভবনের তিন তলায় ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী এবং দারুল ইমারত সংলগ্ন মসজিদে মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ খুৎবা প্রদান করেন ।

আবহাওয়া খারাপ থাকায় জুম'আর ছালাতের পর এক সংক্ষিপ্ত সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী এবং দারুল ইমারত সংলগ্ন মসজিদে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও তাবলীগী ইজতেমা'০৭-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন। ইজতেমায় জাগরণী

পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র মুহাম্মাদ মুনীরুয্যামান প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

সিরাজগঞ্জ ৪ঠা মার্চ, রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব সিরাজগঞ্জ যেলার রশিদপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুয্যাম্মিল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। তিনি স্বীয় বক্তব্যে মহানবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ছালাত আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা ব্যতীত ছালাত আদায় করলে তা কখনও কবুল হবে না এবং এর দ্বারা কল্যাণ লাভও সম্ভব নয়। বরং যারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ব্যতীত মনগড়া পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করবে এবং ছালাতের ব্যাপারে বেখেয়াল থাকবে তাদের জন্যই দুর্ভোগ।

নাটোর ৯ই মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ নাটোর যেলার নলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত ছাতারভাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার সহ-সভাপতি মাওলানা মুয্যাম্মিল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষা পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য প্রত্যেক মুমিনকে সূরা আছরে বর্ণিত ৪টি গুণ তথা ঈমান, আমল, দাওয়াত ও ছবর অর্জন করতে হবে। উল্লিখিত চারটি গুণ অর্জন করা ব্যতীত জান্নাত লাভ সম্ভব নয়। তিনি সবাইকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আদেশ ও নিষেধ সমূহ যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে স্ব স্ব আমলী যিন্দেগী মযবূত করার এবং সে অনুযায়ী দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। তিনি সকলকে বিপদে ধৈর্যধারণ করারও আহ্বান জানান।

বগুড়া ১৬ মার্চ, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ বগুড়া যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন আটমূল পূর্ব পাড়া জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। তিনি স্বীয় বক্তব্যে প্রত্যেককে নিজ নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ইসলামের যাবতীয় বিধান সঠিকভাবে মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

বগুড়া ১৬ মার্চ, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর বগুড়া যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন আটমূল সালাফিয়া মাদরাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মুহাম্মাদ ভৌরুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। তিনি তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে জান্নাত লাভের লক্ষ্যে যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা পরিত্যাগ করে ইসলামী বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৩১)ঃ রাতে ইবাদত করা ও ইল্ম অন্বেষণ করার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? ছহীহ দলীল ভিত্তিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

- ছাত্রবৃন্দ
দাওরায়ে হাদীছ, ২য় বর্ষ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাত্রিতে ইবাদত করা ও ইল্ম অন্বেষণ করা দু'টিই অতি উত্তম কাজ। তবে দু'টি বিষয় যখন একত্রিত হবে তখন ইল্ম অন্বেষণ করাই প্রাধান্য পাবে। কেননা রাসূল (ছাঃ)-কে রাত্রিতে ইবাদতকারী ও ইল্ম অন্বেষণকারীর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'আলেম ও আবেদের মধ্যে পার্থক্য অনুরূপ যেমন আমি এবং তোমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য' *(তিরমিযী, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৫০ ও ২১৩)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, পরিশুদ্ধ নিয়তে ইল্ম অর্জনের সাথে অন্য আর কোন কিছুর তুলনা হ'তে পারে না। কেননা শারঈ ইল্ম দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই অজ্ঞতা দূরীভূত হয়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করে ইল্ম অনুসন্ধান করে কিংবা অপরকে ইল্ম শিক্ষা দেয় তাহ'লে তা রাত্রি বেলায় ইবাদতের চেয়ে উত্তম হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রথম রাতে হাদীছ হিফয করায় ব্যস্ত থাকতেন এবং শেষ রাতে ঘুমাতেন (এতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিতর ছুটে যেত)। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে প্রথম রাতে ঘুমানোর পূর্বেই বিতর ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখানে তিনি রাত্রির ছালাতের প্রতি জোর দেননি। তবে যদি কেউ উভয়টিই একসাথে আদায় করে তাহ'লে তা আরো উত্তম *(শায়খ উছায়মীন, মাজমূউ ফাতাওয়া ১৪ খণ্ড, ১১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/২৩২)ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়া যাবে কি?

- ক্বামারুল হাসান
মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়ার প্রচলিত প্রথাটি শরী'আত সম্মত নয়। এতে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীকে বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়। তবে সুন্দরভাবে ওয়ালীমা সম্পন্ন করার নিমিত্তে অসমর্থ বরকে সহযোগিতা করার জন্য হাদিয়া প্রদান করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক বিবাহে আনাস (রাঃ)-এর মা উম্মু মুলহিম কিছু মিষ্টি প্রেরণ করেছিলেন *(বুখারী, হা/৫১৬৩; নাসাঈ হা/৩৩৮৭)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৩৩)ঃ মসজিদের ভিতরে বা বাইরে নকশা করা, রং করে টাইলস লাগিয়ে মসজিদকে চকচকে করা যাবে কি?

- শামীম আখতার
নরেন্দ্রপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা ও চকচকে করা যায়। ওছমান (রাঃ) মসজিদে নববীর সৌন্দর্য বর্ধন করেছিলেন *(বুখারী ফাৎহসহ হা/৪৪৬, ১/৬৪৩)*। তবে এমনভাবে অতিরঞ্জিত করে মসজিদ সৌন্দর্য করা অনুচিত, যা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৩৪)ঃ প্রায় শত বৎসর যাবৎ একটি সমাজ জামা'আতবদ্ধ হয়ে ছালাত আদায় করে আসছিল। হঠাৎ কিছু লোক ঝগড়া-বিবাদ ছাড়াই আলাদা হয়ে পুরাতন মসজিদের পার্শ্বে নতুন মসজিদ নির্মাণ করে। উক্ত নতুন মসজিদ নির্মাণ করা ঠিক হয়েছে কি?

- মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ শারঈ কারণ ব্যতীত নতুন মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কেননা মসজিদ হচ্ছে ইবাদতের স্থান। সকলের ঐক্যমতে ও সন্তুষ্টিতে মসজিদ নির্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা জিদবশত, কুফরীর তাড়নায় এবং মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিরোধিতা করার লক্ষ্যে মসজিদ নির্মাণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ *(তওবা ১০৭)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৩৫)ঃ খোঁড়া ইমামের পেছনে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

- মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ ইমামতির জন্য খোঁড়া হওয়া অন্তরায় নয়। যথাযথভাবে রুকু-সিজদা করতে পারেন না এমন যোগ্য ইমামের পিছনেও ছালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো অসুস্থতার কারণে বসে বসে ইমামতি করেছেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করেছেন। অপরদিকে অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ)ও ছালাতে ইমামতি করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৯; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১২১)*। উপরোক্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এমন মা'যূর ব্যক্তিদের ইমামতি করা জায়েয।

প্রশ্নঃ (৬/২৩৬)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, একদা বৃষ্টির সময় নবী করীম (ছাঃ) বাইরে আছেন। আয়েশা (রাঃ) চাদর হাতে করে তাঁকে ভিতরে ডাকেন। তখন তিনি বলেন, রহমতের বৃষ্টিতে শরীর ভিজে না। উক্ত বক্তা আরও বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ছোটবেলায় ছাগল চরাতেন তখন মেঘ তাঁকে ছায়া দিতে এবং বিশ্রামকালে বিষধর সাপও তাঁকে ছায়া দিত। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল আলীম
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মেঘ ও গাছপালা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছায়া প্রদান করত। এটা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৯১৮)*। তবে সাপ তাঁকে ছায়া দিত মর্মে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। অনুরূপ রহমতের বৃষ্টি হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরীর ভিজত না একথাও সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৭/২৩৭)ঃ ঈদের দিন গোসল করা এবং নতুন পোশাক পরিধান করা কি শরী'আত সম্মত?

- মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ ঈদের দিনে সৌন্দর্য অবলম্বন করার কথা ছহীহ হাদীছে এসেছে *(বুখারী ১/১৩০ পৃঃ নাসাঈ হা/১৫৬০)*। সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য উত্তম বা নতুন পোষাক পরিধান করা ও গোসল করা যায়। তবে তা সুন্নাত নয়। উল্লেখ্য, ঈদের দিনে গোসল করা সম্পর্কে ইবনু মাজাহ সহ অন্যান্য গ্রন্থে কিছু যঈফ হাদীছ বর্ণিত হ'লেও আলী (রাঃ) থেকে ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে *(বায়হাক্বী, ফাৎহুল বারী ২/৫১০ হা/৯৪৮ বিস্তারিত দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/১৪৬)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৩৮)ঃ ছালাতে কখন আমীন বলতে হবে? ইমাম-মুক্তাদী এক সঙ্গে, না ইমাম আমীন বলার পর মুক্তাদীগণ আমীন বলবেন?

- মাহতাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতে ইমাম আমীন বলা শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদীগণও আমীন বলবেন। এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে'। ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীর আমীন বলার ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ইমামের সঙ্গে আমীন বলবে আল্লাহ তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৫)*। তবে যে ইমামের আমীন বলার পূর্বেই আমীন বলবে সে এই ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে *(মাজমূউ ফাতাওয়া ১৩ খণ্ড, পৃঃ ১১৬)*।

উল্লেখ্য যে, ছালাতে ইমাম সূরা ফাতিহার শেষাংশে ولا الضالين পড়ার পর ওয়াক্বফ করবেন অর্থাৎ একটু দেরী করে আমীন বলবে। কারণ ولا الضالين কুরআনের অংশ আর امين হাদীছের অংশ। এছাড়া ولا الضالين বলার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদীদের আমীন বলার যে প্রচলন সমাজে চালু আছে, তা সঠিক নয় *(কুরতুবী মুক্বাদ্দামা)*।

Contents

প্রশ্নঃ (৯/২৩৯)ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা সফর কেমন হওয়া উচিত। শিক্ষা সফরের নামে বর্তমানে যা চালু আছে তা কি শরী'আত সম্মত?

- আবু তাহের
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহ থেকে শিক্ষা লাভ করা এবং মিথ্যুক ও পাপীদের ভয়াবহ পরিণতি প্রত্যক্ষ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ভ্রমণের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং মিথ্যুকদের পরিণতি প্রত্যক্ষ কর' *(আনআম ১১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকার্য শুরু করেছেন' *(আনকাবূত ২০)*। তবে যে শিক্ষা সফরে শরী'আত পরিপন্থী কাজ হয় তা সম্পূর্ণ নাজায়েয। যেমন বিনা প্রয়োজনে ছবি উঠানো, নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, গান-বাজনা, বেহায়াপনা ইত্যাদি। তবে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ছবি তোলা যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৮)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৪০)ঃ মসজিদের মুছল্লীরা প্রায় সকলেই গরীব। ইমামকে বেতন দেওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্য না থাকায় ফিতরা এবং কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে তারা তাকে বেতন দিতে চায়। এটা কি জায়েয হবে?

- আরীফুর রহমান
মানতালা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ফিৎরা ও কুরবানীর টাকা দিয়ে ইমামকে বেতন দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। এগুলো বায়তুল মাল বা ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। আর পবিত্র কুরআনে বায়তুল মালের যে ৮টি খাত আছে তার মধ্যে ইমাম অন্তর্ভুক্ত নন *(তওবা ৬০)*। তবে দরিদ্র হিসাবে ইমাম ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হ'লে তাকে তার হক অনুযায়ী দেওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (১১/২৪১)ঃ পিতার মৃত্যুর পরে পাঁচ ভাই যৌথভাবে নিজেদের আয়ে সংসার চালায়। এর মধ্যে কোন ভাই যদি সংসারে খরচ দেওয়ার পর নিজ আয়ের অর্থ দিয়ে নিজের নামে সম্পত্তি ক্রয় করে তাহ'লে অন্য ভাইয়েরা উক্ত সম্পত্তির অংশ পাবে কি?

- রবীউল ইসলাম
বোয়ালিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যৌথ পরিবারের সংসারে নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট আয় দিয়ে সম্পত্তি ক্রয় করলে তাতে অন্য ভাইয়েরা অংশ পাবে না। তবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ভাইদেরকে দিতে চাইলে সে দিতে পারবে। কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তি খাটিয়ে রোজগার করে কিছু ক্রয় করে থাকলে তাতে সকলেই সমান অংশ পাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০১৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৪২)ঃ এক বইয়ে লেখা আছে যে, জায়নামাযে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রওযা মোবারক এবং কা'বা শরীফের ছবি থাকলে খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। কারণ ছবির উপর পা পড়লে গোনাহ হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

- যহুরুল ইসলাম
পলিকাদোয়া, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ প্রথমতঃ জায়নামাযে রওযা, কা'বা শরীফ কিংবা অনুরূপ কোন বস্তুর ছবি থাকা ঠিক নয়। কারণ তা ছালাতে মনোযোগ বিনষ্ট করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭)*। দ্বিতীয়তঃ রওযা ও কা'বা শরীফের ছবি বা প্রতিকৃতির উপরে পা পড়লে গুনাহ হবে এমনটিও সঠিক নয়। কারণ সেটা প্রতিছায়া মাত্র।

প্রশ্নঃ (১৩/২৪৩)ঃ নতুন পোষাক পরিধানকালে কোন দো'আ পড়তে হয় কি?

- নাদিরা খাতুন
চকসিদ্ধেশ্বরী, পাঁজর ভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ নতুন পোষাক পরিধানকালে নিম্নের দো'আ পড়া সুন্নাত।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَـوْلٍ مِّنِّـىْ وَ لاَقُوَّةٍ–

উচ্চারণঃ *আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াতিন।*

অনুবাদঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন ও এই খাদ্য দান করেছেন' *(ইবনুস সুন্নী, সনদ হাসান, আযকার, পৃঃ ১০৬)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৪৪)ঃ জনৈক আলেম বলেন, অভিভাবক ছাড়া মেয়েদের বিবাহ শুদ্ধ হয় না মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তার বর্ণনাকারী হ'লেন আয়েশা (রাঃ)। কিন্তু তিনি নিজেই তার ভাতিজীকে তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তার ভাই বাড়ীতে এসে তার উপর রাগান্বিত হন। বর্ণনাকারী নিজেই হাদীছ বিরোধী আমল করায় তার বর্ণিত হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাজমুল হোসাইন
পালিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক নয়, বরং চরম বিভ্রান্তিকর। আয়েশা (রাঃ) তার ভাতিজীর বিয়ে দেননি, বরং তার বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন মাত্র। অতঃপর ওলীর মাধ্যমে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। কারণ মহিলারা বিবাহ বন্ধনে ওলী হ'তে পারে না। বায়হাক্বীতে এমর্মে পরস্পর দু'টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(দ্রঃ বায়হাক্বী ৭/১১২ পৃঃ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

তাছাড়া অন্যান্য ছাহাবী থেকেও এমর্মে একাধিক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মহিলা মহিলার বিবাহ সম্পাদন করতে পারে না এবং মহিলা নিজেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে না। যে মহিলা নিজে নিজে বিবাহ বসে সে ব্যভিচারিণী *(ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী, ইরওয়াউল গালীল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/১৮৪১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৪৫)ঃ মায়ের দুধ সন্তানের জন্য দুই বছর পর্যন্ত হালাল মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে। কিন্তু এরপরে যে দুধ আসে তা কি সন্তানের জন্য হারাম?

- সজল
খুলনা।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে মায়ের দুধ পান করা সম্পর্কে দু'বছরের যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তা মূলতঃ রাজা'আত বা তালাক প্রাপ্তা মহিলার নিকট থেকে সন্তান ফিরিয়ে নেওয়ার সময় সাব্যস্ত হওয়ার জন্য *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। এটা সাধারণ সন্তানদের জন্য নয়। সুতরাং দু'বছরের পরে যে দুধ আসে তা সন্তানের জন্য হারাম নয়। বরং সন্তান খাদ্য হিসাবে তা খেতে পারে।

প্রশ্নঃ (১৬/২৪৬)ঃ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে শাশুড়ীকে বিবাহ করা যাবে কি?

- মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে শাশুড়ীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। যদি তার সাথে মেলা-মেশা নাও করে তবুও উক্ত স্ত্রীর মা, দাদী ও নানী সহ এভাবে ঊর্ধ্বতন কাউকে বিবাহ করা যাবে না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের স্ত্রীর মাতৃবর্গকে' *(নিসা ২৩; তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৪৭)ঃ ঝড়, তুফান, শিলাবৃষ্টি ও ভূমিকম্প ইত্যাদি হ'লে আমাদের এলাকায় এই দুর্যোগ হ'তে পরিত্রাণের আশায় মসজিদ বা বাড়ীতে আযান দেওয়া হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

- মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান
বাশদহা, বরখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত দুর্যোগ সমূহের কারণে মসজিদ বা গৃহে আযান দেওয়ার কোন দলীল নেই। তবে এসব দুর্যোগ আসলে নিম্নের দো'আটি পাঠ করতে হবে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَخَيْرَمَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا أُرْسِلَتْ بِهِ–

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা-ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী। ওয়া আঊযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী'।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উহার (দুর্যোগের) কল্যাণটুকু চাই, আর সেই কল্যাণ, যা উহার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি উহার অনিষ্ট হ'তে, আর উহার ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হ'তে এবং যে ক্ষতি উহার সাথে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হ'তে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫১৩, 'ঝড়, তুফান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২৪৮)ঃ হজ্জ করতে গিয়ে হাজীগণ পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য মোবাইল করে থাকেন। এতে মিনিটে ৩০/৪০ টাকা খরচ হয়। কিন্তু চোরাই লাইনে মাত্র ৯/১০ টাকা খরচ হয়। এই চোরাই লাইন ব্যবহার করা ঠিক হবে কি?

- আবুল কালাম আযাদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ এ ধরনের চোরাই লাইন ব্যবহার করে মোবাইল করা ঠিক নয়। কারণ এতে রাষ্ট্রের ক্ষতি করা হয় এবং অন্যায়ের সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালজ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৪৯)ঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা কি মুসলমান ছিলেন?

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা মুসলমান ছিলেন না। তারা উভয়েই মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৭২, 'মুশরিকদের কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৫০)ঃ ইসলামী জালসায় কোন বিধর্মী ব্যক্তি দান করলে তা গ্রহণ করা যাবে কি?

- মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
ধুরইল মণ্ডলপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিধর্মীদের হাদিয়া বা দান গ্রহণ করা যায়। আইলার বাদশাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর ও একটি চাদর উপহার দিয়েছিলেন *(বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬)*।

প্রশ্নঃ (২১/২৫১)ঃ ঈসা (আঃ) এখন জীবিত না মৃত? যদি জীবিত থাকেন তাহ'লে কোথায় আছেন?

- আবুল কালাম আযাদ
পাংশা, রাজবাহী।

উত্তরঃ ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন এবং দ্বিতীয় আসমানে রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নিব এবং তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে

Contents

নিব। কাফেরদের হাত থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করব' *(আলে ইমরান ৫৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তারা ঈসাকে না হত্যা করেছে, আর না শূলে চড়িয়েছে; বরং তারা তার সদৃশ একজনের ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে থাকে। বস্তুতঃ তারা এ বিষয়ে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধুমাত্র অনুমান ব্যতীত তারা এ ব্যাপারে কোন কিছুই জানে না। আর নিশ্চয়ই তাকে তারা হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন' *(নিসা ১৫৭)*। ঈসা (আঃ) বর্তমানে দ্বিতীয় আসমানে আছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ)*। দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিকের সাদা মিনার-এর নিকটে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর দিয়ে ঈসা (আঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় আগমন করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫ 'ফিতান' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামত পূর্বেকার নিদর্শন সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৫২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দিবে তার ফরয, নফল কোন আমলই কবুল হবে না' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭২৮)। উক্ত হাদীছে বিদ'আতীকে আশ্রয় দেওয়া বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

- লিয়াকত
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বিদ'আতীকে আশ্রয় দেওয়া বলতে বিদ'আতকে সমর্থন করা বুঝানো হয়েছে। অতএব যারা বিদ'আতকে সমর্থন করবে তাদের ফরয ও নফল কোন আমলই কবুল হবে না।

প্রশ্নঃ (২৩/২৫৩)ঃ আমরা জানি দাঁড়িয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করা সুন্নাত। কিন্তু বিয়েতে কেন বসে খুৎবা পড়া হয়?

- ইসলাম
বাহাদুর বাজার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জুম'আ ও ঈদের খুৎবা দাঁড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে *(মুসলিম, মির'আতুল মাফাতীহ, মিশকাত হা/১৪১৫, 'জুম'আর খুৎবা' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া অন্যান্য যে খুৎবা বা ভাষণ দেওয়া হয় তা বসে এবং দাঁড়িয়ে উভয়ভাবেই দেওয়া যেতে পারে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই। তাই বিয়ের খুৎবা বসে দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (২৪/২৫৪)ঃ স্বপ্নে খাৎনা হওয়া সম্পর্কে শরী'আতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন?

- আফযাল
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বপ্নে কারো খাৎনা হয়ে গেলে পরবর্তীতে আর খাৎনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যদি আংশিক হয়ে থাকে তাহ'লে তা পূর্ণ করে নিতে হবে *(নায়লুল আওত্বার ১/১৭১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫৫)ঃ বৈধ-অবৈধ টাকার সমন্বয়ে একটি ক্লাব তৈরী করা হয়, যেখানে অবৈধ কাজ হ'ত। বর্তমানে ঐ ক্লাব না ভেঙ্গে মসজিদ বানিয়ে ছালাত আদায় করা হচ্ছে। এধরনের স্থানে ছালাত আদায় করা ঠিক হবে কি?

- মোতাহার হোসাইন
ধুরইল মণ্ডলপাড়া
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বৈধ টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা আবশ্যক *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। তবে এ জাতীয় গৃহকে মসজিদ গণ্য করলে পুনরায় ভেঙ্গে তৈরী করার প্রয়োজন নেই। এতে ছালাত হয়ে যাবে। তবে যারা অবৈধ টাকা দ্বারা ক্লাবটি নির্মাণ করেছিল তারা নেকী পাবে না বরং ঐ অপকর্মের কারণে গোনাহগার হবে *(ফাতাওয়া লাজনা ৬/২৪১ পৃঃ; ছহীহ তিরমিযী হা/১)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৫৬)ঃ বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত পড়তে ভুলে গেলে নতুন করে আবার ছালাত শুরু করতে হবে কি?

- ইসলাম
বাহাদুর বাজার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কুনূত পড়তে ভুলে গেলে নতুন করে আর বিতর পড়তে হবে না। কারণ বিতরের জন্য কুনূত শর্ত নয় *(আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯১-৯২; মির'আত ২/২২৩)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৫৭)ঃ সন্তানরা সাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাতাকে ভিক্ষাবৃত্তি করা হ'তে বিরত না রেখে মাতার ভিক্ষা করা অর্থ তারাও খরচ করে। প্রশ্ন হ'ল, সন্তানরা উক্ত অর্থ খেতে পারে কি? এক্ষেত্রে সন্তানদের করণীয় কি?

- আব্দুল আলীম
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ সন্তানরা সাবলম্বী হওয়ার পরও যদি মাতা ভিক্ষা করে তাহ'লে সন্তানদের উচিত হবে তাদের মাতাকে ভিক্ষা করা হ'তে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা। কেননা ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণিত কাজ। রাসূল (ছাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, 'যে মানুষের নিকট সওয়াল করে অথচ উহা হ'তে নিজেকে বেঁচে রাখার মত সম্বল তার আছে, সে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট এমনভাবে হাযির হবে যখন এই সওয়ালের কারণে তার মুখমণ্ডল থাকবে ক্ষতবিক্ষত' *(আবুদাউদ, মিশকাত, হা/১৮৪৭)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৫৮)ঃ 'ইয়াওমু আরাফা'-এর ছিয়াম আরবের লোকেরা যেদিন পালন করে আমাদেরকেও কি সেদিনই পালন করতে হবে?

- আমানুল্লাহ
ব্রক্ষ্মপুর, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ হাজীগণ যেদিন আরাফার ময়দানে উপস্থিত হন সেদিনই 'ইয়াওমু আরাফা'। আর ঐ দিনই ছিয়াম রাখতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*। হাদীছে দিনের কথা বলা

Contents

হয়েছে তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। সেকারণ আরাফার দিনটি অন্যান্য দেশের জন্য যে তারিখই হৌক সেদিনই ছিয়াম পালন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/২৫৯)ঃ জামা'আতের সাথে মহিলাদের ছালাত আদায় করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু তারা যদি জামা'আতে ছালাত আদায় করে তাহ'লে জামা'আতের জন্য পৃথক নেকী পাবে কি?

- শাহিনা আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মহিলারা জামা'আতে ছালাত আদায় করতে পারে। তবে আবশ্যক নয়। জামা'আতে ছালাত আদায়ের জন্য অতিরিক্ত যে নেকীর কথা বলা হয়েছে তা মূলতঃ পুরুষদের জন্য খাছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পুরুষেরা যদি বাড়ীতে অথবা বাজারে ছালাত আদায় না করে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করে, তবে তারা ২৫ গুণ বেশী নেকী পাবে' *(বুখারী, পৃঃ ৬৪৫, 'জামা'আতে ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২৬০)ঃ অনেকে কুফরী কালামের মাধ্যমে গাছ, প্রাণী ও মানুষের ক্ষতি করে থাকে। কুফরী কালাম কি? আর তা কোন মুমিনের ক্ষতি করতে পারে কি? এর ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় কি?

- আব্দুল আলীম
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ কুফরী কালামের মাধ্যমে কেউ গাছ, প্রাণী ও মানুষের ক্ষতি করতে পারে। কারণ এটা মূলতঃ যাদুবিদ্যা। আর যাদু মুমিনদের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও যাদু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর সূরা নাস ও ফালাক্ব নাযিল করলে তিনি তা পড়ার মাধ্যমে যাদু হ'তে মুক্তি পান। সুতরাং যাদু হ'তে বাঁচার জন্য সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব পড়া যায় *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৫৬৩)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৬১)ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' ১০০টি রোগের ঔষধ। আর এগুলির মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতর অসুখ হ'ল চিন্তা। হাদীছটি কি ছহীহ?

- আব্দুর রাযযাক
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ যঈফ। এর সনদে বিশর ইবনু রাফে' আল-হারেছী নামক বর্ণনাকারী দুর্বল *(হেদায়াতুর রুয়াত, তাখরীজু আহাদীছিল মিশকাত হা/২২৬০; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৯৭০, 'যিকর' অধ্যায়; মিশকাত হা/২৩২০)*। তবে উক্ত দো'আ 'জান্নাতের গচ্ছিত সম্পদ। সুতরাং বেশী বেশী পাঠ কর' মর্মে যে অংশটুকু বর্ণিত হয়েছে তা ছহীহ *(তিরমিযী হা/৩৬০১; মিশকাত হা/২৩২১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৬২)ঃ জনৈক ইমাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তার নাকের ভিতর দিয়ে রূহ প্রবেশ করালে তিনি হাঁচি দেন এবং 'আল-হামদুল্লিাহ' বলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলেন। বিষয়টি হাদীছ সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- রাশেদ আহমাদ
দাওরায়ে হাদীছ, ১ম বর্ষ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আদম (আঃ)-এর নাক দিয়ে নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা তার মুখ দিয়ে রূহ প্রবেশ করিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তা বিচরণ করতে করতে তাঁর চোখে এবং নাকে প্রবেশ করে তখন তিনি হাঁচি দেন এবং আল-হামদুল্লিাহ বলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন ইয়ারহামুকাল্লাহ বলেন *(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০-৮১)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৬৩)ঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের দো'আ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে দশ লক্ষ নেকী দিবেন। হাদীছটি কি ছহীহ?

- যিকরুল্লাহ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কয়েকটি সূত্রের সমন্বয়ে মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। যদিও ইমাম তিরমিযী 'গরীব' বলে মন্তব্য করেছেন। উক্ত হাদীছে আরো বলা হয়েছে, তার দশ লক্ষ পাপ ক্ষমা করে দিবেন, দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং জান্নাতে তার জন্য দশটি ঘর প্রস্তুত করবেন *(হেদায়াতুর রুয়াত, তাখরীজু আহাদীছিল মিশকাত, হা/২৩৬৬, 'দো'আ' অধ্যায়; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪২৮; সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৪৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৬৪)ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা রূমের ১৭, ১৮ এবং ১৯ নং আয়াত সকালে পাঠ করবে সে তা-ই পাবে যা তার ঐ দিনে নষ্ট হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে সে তা-ই পাবে যা তার ঐ রাতে নষ্ট হয়ে গেছে (আবূদাঊদ)। হাদীছটি কি ছহীহ?

- জাহাঙ্গীর আলম
নীলফামারী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৩৯৪, সনদ যঈফ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৬৫)ঃ অনেক আলেম বলে থাকেন, দো'আ ইউনুস বা জালালী খতম পড়তে ৪০ জন মাওলানা লাগে। আমি জালালী খতম মানত করেছি। এটা কিভাবে আদায় করতে হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- হাসিনা পারভীন
হরিশ্বর তালুক, বৈদ্যেও বাজার
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।

Contents

উত্তরঃ ইসলামে জালালী খতম বলে কিছু নেই। তাই দো'আ ইউনুস বা জালালী খতম পড়ার জন্য আলেমদেরকে ডাকা বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করল যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০, 'কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন পাপের কাজে মানত পূর্ণ করা বৈধ নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৮, 'নযর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এ ধরনের গর্হিত কর্ম হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৬৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেছেন যে, যার যতটা মেয়ে হবে তাকে ততটা জান্নাত দেয়া হবে। প্রশ্ন হ'ল, মেয়ে যদি ৮টির অধিক হয় তাহ'লে কি হবে? কারণ আমরা জানি যে জান্নাত ৮টি।

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ার চর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ২ বা ৩টি মেয়ে অথবা ২ বা ৩টি বোনকে মৃত্যু পর্যন্ত লালন-পালন করবে, আমি এবং সেই ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে অবস্থান করব। অতঃপর তিনি তার শাহাদত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলের ব্যবধানের প্রতি ইশারা করলেন *(ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৮)*। অন্য হাদীছে রয়েছে, 'যে মুসলিম ব্যক্তির তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করবে তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৯)*। উল্লেখ্য, জান্নাত আটটি নয়; বরং জান্নাতের দরজা আটটি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৬৭)ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পরে মাথা ব্যাথা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য 'বিসমিল্লা-হিল্লাযি লা ইলা-হা ইল্লাহুয়ার রাহমা-নির রাহীম' দো'আটি পড়া যাবে কি?

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ার চর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে শরীরের কোন স্থানে ব্যাথা অনুভব হ'লে সেখানে হাতে রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলে সাতবার নিম্নের দো'আ পড়ার কথা হাদীছে এসেছে।

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

উচ্চারণঃ *আঊযু বিইযযাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহা-যিরু।*

অর্থঃ 'যে ক্ষতি আমি অনুভব করছি এবং আমি যার আশংকা করছি তা হ'তে আমি আল্লাহ্‌র মর্যাদা এবং কুদরতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৩)*।

এছাড়া দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) বলতেন

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحُزْنِ والْعَجْزِ وَالكسل والْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وغلبه الرِّجَال–

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযালি ওয়াল 'আজযি ওয়াল কাসলি ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়া যালাইদ দায়নি ওয়া গালাবাতির রিজাল।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৫৮, পৃঃ ২১৬ 'ইস্তিযাহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে এগুলো ছালাতের সালাম ফিরানোর পর পড়তে হবে এমনটা নির্দিষ্ট নয়।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৬৮)ঃ চোখের ভ্রু উঠিয়ে ফেলা কি শরী'আত সম্মত?

- রায়হান
সিম্বা, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চোখের ভ্রু উঠিয়ে ফেলা জায়েয নয়। যে ব্যক্তি তা উঠিয়ে ফেলবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উপর লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৮)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, হাদীছে যে লা'নত করা হয়েছে তা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। তবে যদি ভ্রু বেশী হয় এবং চোখ পর্যন্ত নেমে আসে এবং দৃষ্টির উপর প্রভাব ফেলে তাহ'লে যে পরিমাণ তার সমস্যা সৃষ্টি করে তা কেটে ফেলাতে কোন অসুবিধা নেই *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১১তম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩, প্রশ্ন নং ৬২)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৬৯)ঃ বিতরের ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে যে 'দো'আয়ে কুনূত' বর্ণিত আছে সেটা ব্যতীত অন্য অতিরিক্ত দো'আ পড়া যাবে কি?

- নাফিউল ইসলাম (হাসান)
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্ণিত দো'আ ছাড়াও অন্য দো'আ পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে বর্ণিত দো'আটি আগে পড়া ভাল *(আলবানী, ক্বিয়ামে রামযাল, পৃঃ ৩১)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৭০)ঃ অনেকে ইক্বামতের কিছুক্ষণ পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করে 'তাহিইয়্যাতুল মসজিদ' না পড়ে ইমামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। এটি কি ঠিক?

- শাহীন আলম
হড়গ্রাম, শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সময় না থাকলে 'তাহিইয়্যাতুল মসজিদ' পড়া যরূরী নয়। তবে সময় থাকলে 'তাহিইয়্যাতুল মসজিদ' আদায় করাই ভাল। আর ছালাত অবস্থায় ইক্বামত শুরু হ'লে ছালাত ছেড়ে দিবে এবং জামা'আতে শরীক হবে *(তিরমিযী হা/৪২১; মিশকাত হা/১০৫৮)*।